The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 941 | 25 September 2026 | শুক্রবার ১০ আশ্বিন ১৪৩৩

Tarique lays out five-point Rohingya roadmap for 'safe, dignified' return to Myanmar
→ Page 18

No Green Card for Those Receiving Government Aid

→ Page 19

World leaders jostle over dangers as Donald Trump backs 'SI'
→ Page 18

Donald Trump and Mamdani Reach Understanding on Housing Issue

→ Page 19

বাংলাদেশ শান্তিময় মানবিক বিশ্ব দেখতে চায়

জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

আজকাল রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে ভাষণের শুরুতে ড. খলিলুর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলায় ভাষণ শুরু করেন। তিনি বলেন, এই অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় আমরা আপনাকে পূর্ণ সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। একইসঙ্গে আমি বিদায়ী সভাপতি ম্যাডাম এনালেনা বেয়ারবক-কেও তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভাষণের পূর্ণ বিবরণ হুবহু তুলে ধরা হলো।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুরুতেই আমি বাংলাদেশের সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের অবদানকে বিনম্রচিত্তে স্মরণ করছি। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের জুলাই-আগষ্টে বীর ছাত্র জনতার গণঅভুত্থানে সকল শহীদ এবং আহতদের প্রতিও আমি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাই।

তিনি বলেন, জাতিসংঘের এই বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে আজ আমি কিছুটা স্মৃতিকাতর। এই বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়েই আমার পিতা এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘে ড. খলিলের দপ্তরে লিগ্যাল অফিসার জাইমা

আজকাল রিপোর্ট

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতির কার্যালয়ে লিগ্যাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমান। সভাপতি খলিলুর রহমানের কার্যালয়ে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পাওয়া ৪০ জনের মধ্যে জাইমাসহ ছয়জন বাংলাদেশি রয়েছেন।

জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, লিগ্যাল অফিসার হিসেবে জাইমা রহমান সভাপতির কার্যালয়ের আইনি বিষয়গুলো দেখাশোনা করবেন। সভাপতির কার্যালয়ে বাংলাদেশের কূটনীতিক আব্দুল আলিম 'ডেপুটি চিফ অব ক্যাবিনেট' হিসেবে দায়িত্ব এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

আরও ১১ বোয়িং কেনার চুক্তিকে ঐতিহাসিক বললেন ট্রাম্প

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের কাছ থেকে আরও ১১টি উড়োজাহাজ কিনছে বাংলাদেশ। এ নিয়ে বোয়িংয়ের সঙ্গে নতুন একটি সম্পূরক চুক্তি করেছে বিমান বাংলাদেশএরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্প থেকে দূরে থাকছেন প্রার্থীরা

আজকাল রিপোর্ট

আগামী ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন। প্রায় ২ মাস বাকি। কংগ্রেসের রশি কাদের হাতে থাকবে? ডেমোক্র্যাটরা কি তা রিপাবলি্যক্যানদের কাছ থেকে মেজোরিটি ছিনিয়ে নিতে পারবেন? ডেমোক্র্যাটদের পাল্লা ভারী।জরিপগুলো তাই বলছে। অস্থিরতা বিরাজ করছে অনেক রিপাবলিক্যান প্রার্থীর মধ্যে। তাদের ধারণা, হয়তো ট্রাম্পের কারণেই তারা হারতে পারেন। ট্রাম্পের অনজপ্রিয়তার কারণে রিপাবলিক্যান পার্টি অনেক প্রার্থীই শংকিত। নির্বাচনে ঝুঁকিপূর্ন কিংবা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন এমন রিপাবলিক্যান প্রার্থীরা নিজেদের ট্রাম্প থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে ইরান যুদ্ধ, কানাডার সাথে বানিজ্য যুদ্ধ ও তেল গ্যাসের বৃদ্ধিতে তারা ট্রাম্পের সাথে একমত হতে পারছেন না। ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা এখন তলানীতে। যা শতকরা ৩০ ভাগেরও কম। সম্প্রতি আইওয়া থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য মারিয়ানেট মিলার-মিকস ও জ্যাক নান প্রকাশ্যে ট্রাম্পের বিভিন্ন পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন। এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘের সামনে বিএনপির স্বাগত মিছিল

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিএনিপর চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে ভাষণকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘ ভবনের সামনে স্বাগত মিছিল করেছে বিএনপি। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

মন্তব্য প্রতিবেদন

বোয়িংতো কিনলাম বিমান কি আসবে!

হাসান মাহমুদ

'তা বলে কি প্রেম দেবে না/ যদি মারি কলসির কানা...' গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা বিখ্যাত একটি গানের কলি এটি। ঘটনাক্রমে এমন অনেক কিছুই ঘটে। আবার না চাইলেও কিছু ঘটনা ঘটে যায়। একতরফা প্রেম তো আগের যুগেও ছিল না। এই যুগেও নেই। তা হলে বোয়িং কেনার ক্ষেত্রেই বা একতরফা এতো প্রেম কিভাবে হয়ে যায়! কি জানি বাপু উপরের স্তরে কোথায় কি হয়। প্রথমে ১৪টা বোয়িং কেনার আশ্বাসের পর আবার নতুন করে ১১টা বোয়িং কিনছে বাংলাদেশ! প্রেম যেন উথলে উঠছে। এই এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘের সামনে আ.লীগের প্রতিবাদ সমাবেশ

আজকাল রিপোর্ট

শেখ হাসিনার ফাঁসির আদেশ বাতিল, সকল রাজনৈতিক নেতাকর্মির নিঃশর্ত মুক্তি ও আওয়ামীগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যারের দাবিতে জাতিসংঘের সামনে ৪৭ স্ট্রিট এলাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ করলো যুক্তরাষ্ট্র এরপর ৫০ পৃষ্ঠায়

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
elderplan
a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
Senior Whole Health
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী-এর কলাম জনগণের সম্পদ রক্ষা পবিত্র কর্তব্য ০৫ পৃষ্ঠায়
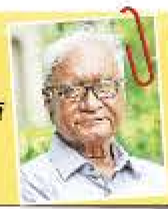

মো. আদনান আরিফ সালিম-এর কলাম এআইকে ঘিরে বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় ১০ পৃষ্ঠায়

নুরুল ইসলাম বাবুল-এর কলাম শোকাহত মায়ের অভিশাপ ও বাংলাদেশের পচনশীল সত্যতা ০৬ পৃষ্ঠায়

ক্যালগেরিতে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান

আজকাল রিপোর্ট

শ্রাবণের মেঘ-রৌদ্রের মনোরম আবহাওয়া ও উৎসবমুখর পরিবেশে কানাডার ক্যালগেরিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগের বার্ষিক বনভোজন ও ঐতিহ্যবাহী মেজবানি ফেস্ট। সম্প্রতি ক্যালগেরির নর্থ গ্লেনমোর পার্কে দিনব্যাপী আয়োজনে পরিবার-পরিজনসহ বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন। প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মাঝে শিশু-কিশোর ও পরিবার-পরিজনের মিলনমেলায় বাড়তি আনন্দ যোগ করে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান ও বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার।
দিনব্যাপী আয়োজনে শিশু ও বড়দের জন্য ছিল এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের ৫০% শুল্ক আরোপে কানাডাকে ৩দিন সময় বরাদ্দ

আজকাল রিপোর্ট

কানাডীয় পণ্যের ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা অতিরিক্ত ৫০ শতাংশ শুল্ক তিন দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। ১৯ আগস্ট সকাল থেকে এই শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির স্বাক্ষরিত এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। ট্রাম্পের হুমকি দেওয়া নতুন শুল্ক বুধবার থেকে কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও তার আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছে শুল্কের চাপ কমানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কানাডা।
গত তিন সপ্তাহে দুই দেশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যে দফায় দফায় বৈঠক হলেও এখনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। কানাডার আলোচকরা আশঙ্কা করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা না হলে শত শত কানাডীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, কানাডা এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘকে 'অকেজো' বললেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে চলমান সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দেওয়া ভাষণেই জাতিসংঘের কঠোর সমালোচনা করেছেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই। জাতিসংঘকে একটি 'অকেজো সংস্থা' হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি। বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর সদস্য দেশগুলোর ধারাবাহিক বক্তব্যে আর্জেন্টিনার প্রতিনিধি হিসেবে দেওয়া ভাষণের শুরুতেই জাতিসংঘের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি ও ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন হাভিয়েই মিলেই। অধিবেশনকক্ষে দেওয়া বক্তব্য সরাসরি অভিযোগ করে তিনি বলেন, সংস্থাটির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো 'ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার ভান করা কিছু অহংকারী পরজীবী আমলাকে টিকিয়ে রাখা'। জাতিসংঘের সার্বিক কার্যক্রমের নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ডানপন্থি এই রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, বিশ্বের সংকট ও সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘ তার মূল দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বৈশ্বিক নীতি নির্ধারণে এই আমলাতান্ত্রিক কাঠামো সাধারণ মানুষের স্বার্থে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

ইসরায়েল বিষয়ে জাতিসংঘের অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেছেন মিলেই।
তিনি বলেন, 'মানবাধিকারের তথাকথিত রক্ষাকারীরা এমন রক্তপিপাসু স্বৈরশাসক ও শাসনব্যবস্থাকে আশ্রয় দিয়েছে, যারা রাস্তায় নারীদের পাথর ছুঁড়ে মারে।' আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'ইসলামী সন্ত্রাসবাদ এবং আফ্রিকায় খ্রিস্টানদের গণহত্যার মুখে নীরব থেকে তারা পরিকল্পিতভাবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। এ কারণেই আমরা ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইরানি শাসকগোষ্ঠীর হামলার নিন্দা জানাই। ইরানের আইআরজিসি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন।'

ইউনাইটেড স্টেটস ডেমোক্রেটিক নেটওয়ার্কের উদ্বোধন ২৬ সেপ্টেম্বর

আজকাল রিপোর্ট

ইউনাইটেড স্টেটস ডেমোক্রেটিক নেটওয়ার্ক নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে তাদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছে। আগামী শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিতব্য এ অনুষ্ঠানে নাগরিক নেতা, কমিউনিটি সংগঠক, সমর্থক ও বিভিন্ন কমিউনিটি অংশীদারদের অংশগ্রহণের কথা রয়েছে।
এশিয়ান আমেরিকান, বিশেষ করে বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির নাগরিক সম্পৃক্ততা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, নীতিগত বিষয়ে ওকালতি, নেতৃত্ব বিকাশ এবং অর্থবহ প্রতিনিধিত্ব আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে টিমটির তার কার্যক্রম শুরু করেছে। ইউএসডিএন-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

ওবামাকেয়ার থেকে ৭ লাখ ৬০ হাজার মানুষ বাদ

আজকাল রিপোর্ট

প্রতারণামূলক বা অনুমোদনহীনভাবে স্বাস্থ্যবীমায় তালিকাভুক্ত হওয়ার অভিযোগে অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট (এসিএ), অর্থাৎ ওবামাকেয়ারের আওতায় থাকা প্রায় ৭ লাখ ৬০ হাজার মানুষকে ফেডারেল স্বাস্থ্যবীমা এক্সচেঞ্জ থেকে বাদ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রশাসনের দাবি, এই পদক্ষেপের ফলে সরকারি ভর্তুকির প্রায় ২ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে। গত ২২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং সেন্টারস ফর মেডিকেয়ার অ্যান্ড মেডিকেইড এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘ অধিবেশনে ইরানকে ধ্বংসের হুঁশিয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্পের

আজকাল রিপোর্ট

জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ২২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রায় ৩৭ মিনিটের ভাষণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান যুদ্ধ, ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাত, ভেনেজুয়েলা, কিউবা, গ্রিনল্যান্ড, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এবং জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান তুলে ধরেছেন। ভাষণের বড় অংশজুড়ে ছিল ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ও যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের পক্ষে ট্রাম্পের যুক্তি। একই সঙ্গে তিনি ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তির সম্ভাবনার কথা বললেও চুক্তি না হলে আরও কঠোর সামরিক পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেন।
ট্রাম্প বলেন, তাঁর প্রশাসন শুধু আলোচনা বা এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

প্রশাসন ফেক নিউজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে : ট্রাম্প

হোয়াইট হাউজে সিএনএন, এমএস নাও, পলিটিকো নিষিদ্ধ

আজকাল রিপোর্ট

হোয়াইট হাউসে প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের বিরুদ্ধে গত ২১ সেপ্টেম্বর মামলা করেছে তিনটি জাতীয় সংবাদমাধ্যম: সিএনএন, এমএস নাও ও পলিটিকো। ওয়াশিংটন ডিসির ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ফর দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ায় এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com
JACKSON HEIGHTS OFFICE
ফ্রি কনসালটেশন
74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।
• Do you want apply for a green card? • Are you being deported? • Are you having credit card problems?
• Are you unable to pay your debts? • Has your bank account been sealed?
• Are you getting harrassed by creditors?
আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।
আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.
Call: 718-263-5999
• তুলনামূলকভাবে কম ফি • সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

Asif Mortuza

NY INSURANCE BROKERAGE INC

NYI — NY INSURANCE BROKERAGE

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২)
প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি,
তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে NY INSURANCE-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ

Design & Print by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372

office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

সম্পাদকীয়

রোহিঙ্গা নিয়ে তারেক রহমানের সময় উপযোগী ৫ প্রস্তাব

বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের নিরাপদে তাদের দেশ মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে জাতিসংঘে রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের কমিটির বৈঠকে পাঁচটি প্রস্তাব তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, "আমরা চাই তারা নিরাপদে, স্বেচ্ছায়, মর্যাদার সঙ্গে এবং তাদের অধিকার সুরক্ষিত রেখে মিয়ানমারে নিজ ঘরে ফিরে যাক। বাংলাদেশ মানবিকতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেছে। এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশ্ব দরবারে এই সমস্যা ও তার সমাধানে সময় উপযোগী প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে ১২ লাখ রোহিঙ্গার উল্লেখ থাকলেওবাস্তবে তা ২০ লাখের চেয়েও বেশি। এখনই এর সমাধান না করতে পারলে বাংলাদেশ এক কঠিন সংকটে পড়বে।

> "কিন্তু ২০১৭ সালে মিয়ানমারে সহিংসতার পর সামগ্রিক সংকট পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ এক বিশাল মানবিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে।" 'সংকটের সমাধান মিয়ানমারকে করতে হবে। রোহিঙ্গা সংকটের উৎপত্তি মিয়ানমারে। ফলে এর সমাধানও মিয়ানমারেই নিহিত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

প্রধানমন্ত্রীর ৫ প্রস্তাব

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অংশীজনদের রোহিঙ্গাদের দ্রুত, নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসইভাবে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও অন্যান্য রাষ্ট্রকে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে হবে এবং তাদের প্রভাব কাজে লাগিয়ে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে, যা প্রত্যাবাসনের অনুকূল। রোহিঙ্গাসহ মিয়ানমারের বেসামরিক জনগণের ওপর সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমিতে তাদের মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা ফিরে যাওয়ার বিষয়ে আস্থা ফিরে পান।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রোহিঙ্গাদের জন্য পর্যাপ্ত ও পূর্বানুমেয় মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে আশ্রয়দাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকেও সহায়তা করতে হবে। তাদের উদার আতিথেয়তার কারণে তাদের উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা যেন বাধাগ্রস্ত না হয়।

টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে জবাবদিহি নিশ্চিতের প্রচেষ্টায় গাম্বিয়ার নেতৃত্বের জন্য আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও স্বীকার করি, যেখানে ব্যক্তিগত অপরাধের দায় নির্ধারণের পাশাপাশি অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিচার ও তদন্ত ব্যবস্থাও কাজ করছে। আন্তর্জাতিক বিচারিক ও তদন্ত ব্যবস্থাগুলোকে অব্যাহত সহায়তা দিতে হবে। গুরুতর অপরাধের জন্য দায়ীদের অবশ্যই জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। এই অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা উসকে দেওয়া মাদকভিত্তিক অর্থনীতি, মানবপাচার, ডিজিটাল প্রতারণা, অবৈধ অস্ত্র এবং অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত অপরাধ মোকাবিলায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে হবে। সহমর্মিতা থেকে সংকটের মূল কারণ ও তার সমাধান খোঁজার পথে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। প্রতিশ্রুতি থেকে কার্যকর পদক্ষেপে যাওয়ার সময় এসেছে। বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা থেকে এই বাস্তুচ্যুতির অবসান ঘটানোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।

'মানবিকতার তাগিদেই বাংলাদেশ সীমান্ত খুলে দিয়েছিল'

রোহিঙ্গাদের নিপীড়ন-বঞ্চনার কথা তুলে ধরে সরকারপ্রধান বলেন, "দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা বৈষম্য, নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। ১৯৭৮ সালে এবং ১৯৮০ এর দশকজুড়ে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের কয়েকটি বড় দফার আগমন প্রত্যক্ষ করেছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং পরবর্তীকালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকারগুলোর সময়ে কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

"কিন্তু ২০১৭ সালে মিয়ানমারে সহিংসতার পর সামগ্রিক সংকট পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ এক বিশাল মানবিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে।"

'সংকটের সমাধান মিয়ানমারকে করতে হবে। রোহিঙ্গা সংকটের উৎপত্তি মিয়ানমারে। ফলে এর সমাধানও মিয়ানমারেই নিহিত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

জনগণের সম্পদ রক্ষা পবিত্র কর্তব্য

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বিদ্যমান রাজনীতি দিয়ে দেশের কি কোনো উপকার হবে? এর জবাব ওই প্রশ্নটির ভিতরেই রয়েছে। এই রাজনীতির দ্বারা দেশের কোনো উপকার হয়নি, হবেও না। বরঞ্চ দুর্দশা বাড়বে, যেমনটা বাড়ছে। এই রাজনীতি পুরোনো ও পরিচিত। রাষ্ট্র বদলেছে, রাজনীতি বদলায়নি। যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় যাতায়াত করে তারা নিজেদের স্বার্থ দেখে, দেশের স্বার্থ দেখে না। দেশের সম্পদ যেটুকু আছে, সেটা তারা অতিদ্রুত নিজেদের করতলগত করে নিতে চায়। জনগণের মুক্তির কথা যখন আমরা বলি তখন ওই সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানার প্রশ্নটাই প্রথমে আসে, আসতে বাধ্য। আমাদের দেশ যে দরিদ্র তার কারণ সম্পদের অভাব নয়, কারণ সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা না-থাকা এবং সম্পদ বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া।

দেশের খরচে আমরা মানুষকে শিক্ষিত করি, সেই শিক্ষিত মানুষের স্বপ্ন থাকে বিদেশে যাওয়ার, নয়তো দেশে থেকেই বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি করার। এ ক্ষেত্রে যেটা ঘটে, তা হলো দেশের খরচে যে দক্ষতা তৈরি হয় তা দেশের কাজে লাগে না, ব্যয় হয় বিদেশিদের সম্পদ উৎপাদনে। তার চেয়েও যেটা নিষ্ঠুর তা হলো দেশের ভূমি, বন্দর, খনিজ সম্পদ বিদেশি নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া।

> কিন্তু ইতিহাস তো এসব কাজ আগেও ক্ষমা করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। তবে সেই ভবিষ্যৎ আমরা পাব কী, যদি এখনই প্রতিরোধ গড়ে না তুলি? প্রতিরোধ না গড়লে একাত্তরেই আমরা শেষ হয়ে যেতাম। একাত্তর কিন্তু মিথ্যা নয়, সে বলছে মুক্তির সংগ্রাম চলবেই। এবং নিরাপত্তা অর্থে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বংশানুক্রমিক নিরাপত্তা নয়, চাই সমগ্র দেশবাসীর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তার লক্ষ্যে সংগ্রাম করার জন্য বড় রাজনৈতিক দলকে মাঠে দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু মানুষকে তো বাঁচতে হবে; তাই জনগণের সম্পদ রক্ষা করবে এমন রাজনৈতিক শক্তিকে বিকশিত করতে সচেষ্ট হওয়া দেশপ্রেমিক মানুষমাত্রেরই অবশ্যপালনীয়, কর্তব্য ও দায়িত্ব। এটা ভুললে যে ক্ষতিটা হবে, তা হবে অপূরণীয়

যাকে আমরা পরাধীনতা বলে জানি, তার ভিতরকার মূল ব্যাপারটাই ছিল আমাদের সম্পদের ওপর বিদেশিদের কর্তৃত্ব। বিদেশি শাসকরা এ দেশের কর্মচারী, চাকরবাকর, দালাল ইত্যাদি তৈরি করেছে। উদ্দেশ্য ছিল এদের সাহায্যে এখানে যে সম্পদ রয়েছে তা দখল করা। কাজটা পাঠান ও মোগলরা করেছে, পরে ইংরেজরা করেছে আরও জোরেশোরে। পাঠান ও মোগলদের পাচার করা সম্পদ তবু উপমহাদেশের ভিতরেই রয়ে গেছে; ইংরেজরা তা নিয়ে গেছে নিজেদের দেশে। খনিজ সম্পদ উত্তোলন, কলকারখানা স্থাপন, যান্ত্রিক যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলা, এমনকি একসময়ে নীল, পরে পাট ও চা-এর উৎপাদন, সবকিছুর মালিকানা ইংরেজ শাসকদের হাতেই ছিল। এবং জাহাজ ভর্তি করে তারা সোনাদানা থেকে শুরু করে কত যে অর্থবিত্ত পাচার করেছে, তার হিসাব বের করা কঠিন। ফলে তারা যে পরিমাণ ধনী হয়েছে, আমরা ঠিক সেই পরিমাণেই নিঃস্ব হয়েছি। তাদের দেশে শিল্পবিপ্লব ঘটেছে এবং আমরা পরিণত হয়েছি তাদের আটকে পড়া ক্রেতায়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মূল কারণ ছিল সম্পদের ওই মালিকানাই। ইংরেজের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে যা ঘটেছে, তথাকথিত স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রেও তাই ঘটেছিল। পূর্ববঙ্গের সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব পূর্ববঙ্গবাসীর ছিল না, কর্তৃত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের। আমরা বলেছিলাম এ দেশের যা কিছু আছে, তা আমাদেরই থাকবে। ওই দাবির ব্যাপারে বাঙালিদের দৃঢ়তা দেখেই পাঞ্জাবি সেনাবাহিনী ক্ষেপে গেল এবং গণহত্যা শুরু করে দিল, নইলে বাঙালিদের সঙ্গে ওই রকমের বিপজ্জনক খেলায় তারা মত্ত হতে যাবে কেন?

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আমরা জয়ী হয়েছি, কিন্তু দেশের সম্পদের ওপর দেশবাসীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি? না, হয়নি। আর সেজন্যই তো দেশ যে দরিদ্র তার কারণ সম্পদের অভাব নয়, কারণ হচ্ছে সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা না-থাকা এবং সম্পদ বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া।

যুদ্ধ শেষে আমরা জয়ী হয়েছি, কিন্তু দেশের সম্পদের ওপর দেশবাসীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি? না, হয়নি। ভারতে গঙ্গার ওপর ফারাক্কা ব্যারাজ তারা পাকিস্তানি আমলেই তৈরি করেছিল। সেটাকে চালু করল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে; তার পরে দুদেশের মধ্যে পানিবণ্টন নিয়ে চুক্তি হয়েছে বটে, কিন্তু চুক্তি কার্যকর হয়েছে এমনটা বলা যাবে না। তিস্তার পানি নিয়ে সমস্যা আছে। পরে আবার যুক্ত হলো টিপাই মুখে বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প। ভূগর্ভস্থ তেল ও গ্যাস নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে, কেননা ভূ-এলাকা তো একই, প্রকৃতি তাকে দুই রাষ্ট্রসীমায় বিভক্ত করেনি, যা করার রাজনীতিকরাই করেছেন। চার দশক আগে ১৯৮৬ সালে

এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

আঞ্চলিক রাজনীতির কেন্দ্রে বাংলাদেশের পদধ্বনি

আবদূন নূর

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের পর অনেক স্বপ্ন দ্রষ্টা ও রাষ্ট্রনায়ক গন বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আঞ্চলিক রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করে গেছেন। সময়ের বিবর্তনে বাংলাদেশ এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। বিগত ২০২৪ সালের ৫ই আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সঠিক সিদ্ধান্ত ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশের অবস্থান আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের শীর্ষে একটি কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানে থাকার কারণে এবং এর উদীয়মান অর্থনৈতিক অবকাঠামোর সুবাদে আঞ্চলিক রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু বা 'কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষাকারী' দেশ হিসেবে আবির্ভূত হতে চলেছে। এই অবস্থান অর্জনের জন্য বাংলাদেশ মূলত কয়েকটি প্রধান প্রধান ক্ষেত্রকে কাজে লাগাতে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ভাবে অর্থনৈতিক ট্রানজিট ও কানেক্টিভিটি হাব ভূ-বেষ্টিত দেশের প্রবেশদ্বার হিসেবে নেপাল, ভুটান এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর 'সেভেন সিস্টার্স' আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একমাত্র ও প্রধান সমুদ্র প্রবেশদ্বার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

মাল্টি মোডাল করিডোর ব্যবহার করে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রামের বে-টার্মিনাল এবং মোংলা বন্দরকে আধুনিক রেল ও সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় এনে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগ সেতুতে পরিণত করা সম্ভব। এর ফলে বাংলাদেশ হয়ে উঠবে এই অঞ্চলের বাণিজ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর মাঝে দক্ষ ভারসাম্য রক্ষা করে Smart Hedging Strategy পক্ষের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে যেমন চীন, রাশিয়া, ভারত, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কোনো সামরিক জোটে না জড়িয়ে নিছক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে এ অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত কেন্দ্রস্থল হিসেবে গণ্য হবে।

পোর্ট ডিপ্লোম্যাসি ব্যবহার করে মাতারবাড়িতে জাপান, বে-টার্মিনালে সিঙ্গাপুর ও দুবাই এবং মোংলায় চীনকে যুক্ত করার মতো বৈচিত্র্যময় নীতি বজায় রাখলে কোনো একক পরাশক্তি বাংলাদেশকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে না। এটি বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক দরকষাকষির ক্ষমতা বা Bargaining Power বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

ব্লু-ইকোনমি ও সমুদ্র সম্পদের নেতৃত্বঙ্গোপসাগরের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে বিশাল সমুদ্রসীমা জয়ের পর বাংলাদেশ যদি নিজস্ব প্রযুক্তিতে ব্লু-ইকোনমি যেমন সমুদ্র সম্পদ আহরণ, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও গভীর সমুদ্রের মাছ ধরা সহ বিভিন্ন খাতের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে, তবে এই অঞ্চলের জ্বালানি নিরাপত্তা ও মৎস্য বাণিজ্যের চালিকাশক্তি হবে বাংলাদেশ।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা সমুন্নত করে বঙ্গোপসাগরে জলদস্যুতা রোধ ও নিরাপদ জাহাজ চলাচলের সুরক্ষায় নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নিজের অপরিহার্য গুরুত্ব প্রমাণ করতে পারলে রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে।

আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক জোটকে পুনরুজ্জীবিত করে বিমসটেক ও সার্ক জোট কে কার্যকর করতে হবে। বাংলাদেশ উপ-আঞ্চলিক জোট 'বিমসটেক'-কে শক্তিশালী করার মাধ্যমে ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, নেপাল ও ভুটানের সাথে বহুমাত্রিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি FTA করতে পারে। কার্যত সার্ক অচল হয়ে পড়ার উপক্রম।বিমসটেকের মতো অর্থনৈতিক ফোরামে বাংলাদেশ যদি নেতৃত্ব দিতে পারে, তবে তা আঞ্চলিক রাজনীতিতে ঢাকার প্রভাব বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন।

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতানীতিনির্ধারণী ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পরাশক্তিগুলোর চাপ মোকাবিলা করে আঞ্চলিক কেন্দ্রবিন্দু হতে হলে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী বৈদেশিক নীতি অপরিবর্তিত রাখা জরুরি।

বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশকে আরো শক্তিশালী করে দুর্নীতিমুক্ত ও আধুনিক লজিস্টিকস অবকাঠামো নিশ্চিত করার মাধ্যমে বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার Global Supply Chain অংশ হওয়া, যা পরাশক্তিগুলোকে বাংলাদেশে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে উৎসাহিত করবে। বাংলাদেশ যদি সফলভাবে সবার সাথে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব, কারো সাথে সামরিক বৈরিতা বা দাসত্ব নয় - এই নীতি কঠোরভাবে ধরে রাখতে পারে, তবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূ-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করার প্রধান চাবিকাঠি থাকবে ঢাকার হাতেই। এই নীতিটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে "স্মার্ট হেজিং বা ভারসাম্য রক্ষার কৌশল নামে পরিচিত। এ নীতি অনুসরণ করা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে বিরাট 'চ্যালেঞ্জ' বটে। বাংলাদেশ যদি সঠিক নেতৃত্ব ও সঠিক নীতি অনুসরণ করে এ সকল চ্যালেঞ্জ সমূহকে মোকাবেলা করে সফলভাবে এই নীতি

এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

> বাংলাদেশ যদি সফলভাবে সবার সাথে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব, কারো সাথে সামরিক বৈরিতা বা দাসত্ব নয়-এই নীতি কঠোরভাবে ধরে রাখতে পারে, তবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূ-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করার প্রধান চাবিকাঠি থাকবে ঢাকার হাতেই। এই নীতিটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'স্মার্ট হেজিং বা ভারসাম্য রক্ষার কৌশল নামে পরিচিত। এ নীতি অনুসরণ করা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে বিরাট 'চ্যালেঞ্জ' বটে

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751
web: www.ajkalusa.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

শোকাহত মায়ের অভিশাপ ও বাংলাদেশের পচনশীল সভ্যতা

নুরুল ইসমাম বাবুল

সেদিন কুমিল্লার একটি বাড়িতে শুধু একটি শিশুর লাশ ফেরেনি। ফিরেছিল এমন এক প্রশ্ন, যার উত্তর দিতে গিয়ে একটি সমাজের বিবর্ণ মুখ হঠাৎ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যায়। ইশায়াত শাহরিয়ার অপ্রতিমের বয়স মাত্র তেরো। মায়ের কাছ থেকে আইফোন নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ছবি তুলতে বের হয়েছিল। তারপর আর ফেরেনি। প্রায় একুশ ঘণ্টা পর কোটবাড়ি এলাকার একটি জঙ্গল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার হলো। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, আইফোন ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। তদন্তে অন্য কোনো কারণ ছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিন্তু এই ঘটনার পর যে শব্দটি সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়েছে, সেটি 'আইফোন' নয়, 'হত্যা'ও নয়। সেটি একজন মায়ের কান্না-'এ দেশটা ধ্বংস হয়ে যাক।' একজন মা যখন নিজের দেশের ধ্বংস চান, তখন কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে পড়লে ভুল হবে। তাঁর কথার মধ্যে দেশবিরোধিতা যতটা নেই, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে নিজের সন্তানের জন্য একটি নিরাপদ পৃথিবী না-পাওয়ার অসহায়তা।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে অপ্রতিম হত্যার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রতিক্রিয়াকে বলা হয়েছে 'শোক, ক্ষোভ ও হতাশায় ভাসছে' ফেসবুক। একজন গণমাধ্যমকর্মী মো. সাইফুল্লাহ রিয়াদ লিখেছেন, বাংলা ভাষায় লাখের বেশি শব্দ থাকলেও একজন মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো একটি শব্দও নেই। আরেক সাংবাদিক মাইদুল ইসলাম অপ্রতিমের শৈশবের ছবি তুলে ধরে লিখেছেন, যে শিশুটি একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা আয়োজনে মায়ের সঙ্গে আসত, সেই শিশুকেই শেষ পর্যন্ত জঙ্গলে পাওয়া গেল। এই জায়গাটাতেই অপ্রতিমের মৃত্যু সংবাদ থেকে গল্প হয়ে ওঠে। কারণ একজন সাংবাদিক তখন আর শুধু সাংবাদিক থাকেন না। তিনি একজন মানুষ হয়ে যান। একজন শিক্ষক যখন তাঁর সহকর্মীর সন্তানের মৃত্যুর কথা লেখেন, তখন তাঁর পরিচয়ের আগে এসে দাঁড়ায় তাঁর পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, সহমর্মিতা। একজন বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার্থী যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিচার দাবি করেন, তখন তিনি শুধু নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কথা বলেন না; তিনি নিজের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সেই প্রশ্নই রাস্তায় নিয়ে গেছেন। অপ্রতিম হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও দ্রুত বিচারের দাবিতে তাঁরা মানববন্ধন করেছেন, পরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধও করেন। তাঁদের দাবির মধ্যে ছিল দ্রুত বিচারসহ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জবাবদিহি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও নীরব থাকেননি। ২০ সেপ্টেম্বর তাঁরা মানববন্ধন করে হত্যায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। আর কবি-লেখকদের প্রতিক্রিয়া যেন আরও ব্যক্তিগত। জাগো নিউজের প্রতিবেদনে লেখক নওশাদ জামিল লিখেছেন, অপ্রতিমের হত্যাকারীদের বিচার হবে কি না তিনি জানেন না, তবু বিচার চান-কারণ শোকাহত মানুষের হাতে বিচার চাওয়া ছাড়া আর কী থাকে? একই প্রতিবেদনে লেখকসমাজের ক্ষোভের ভাষা উঠে এসেছে-'এ কোন অমানুষের দেশ!' এই একটি বাক্যের মধ্যে যেন অনেকগুলো পেশার মানুষ এসে দাঁড়ায়। শিক্ষক বলছেন-একজন ছাত্রের নিরাপত্তা কোথায়? অভিভাবক বলছেন-আমার সন্তানকে বাইরে পাঠিয়ে আমি কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?সাংবাদিক বলছেন-এই খবর আমরা আর কতবার লিখব? লেখক বলছেন-একটি শিশুর মৃত্যুর সামনে ভাষা কেন এত অসহায়? আর শিক্ষার্থী বলছে-আজ অপ্রতিম, কাল কে?

শোবিজ অঙ্গনের প্রতিক্রিয়াও এসেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। অভিনেতা সিয়াম আহমেদ লিখেছেন, নিজের সন্তানের বাবা হওয়ার পর কোনো শিশুর এমন খবর দেখলে তাঁর নিজের সন্তানের মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্তের মাধ্যমে সামনে আনার এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন। অভিনেতা রওনক হাসান লিখেছেন, 'আহা! অপ্রতিম! হায়! কোনোভাবেই মানা যায় না!'কথাগুলো আলাদা আলাদা। অথচ তাদের ভেতরের ব্যথাটি একই।

এদিকে সংবাদমাধ্যমগুলোও ঘটনাটিকে শুধু অপরাধের খবর হিসেবে রাখেনি। প্রথম আলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষের ক্ষোভ, নিরাপত্তাব্যবস্থা, পুলিশের ভূমিকা এবং সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে প্রশ্ন ওঠার বিষয়টি সামনে এনেছে। জাগো নিউজ কবি-লেখকদের প্রতিক্রিয়া আলাদা করে তুলে ধরেছে। এনটিভি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানববন্ধনের কথা। দৈনিক শিক্ষাও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও দাবিগুলো প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ একটি শিশুর মৃত্যুর সংবাদ ধীরে ধীরে একটি সামাজিক প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। তবু সবচেয়ে করুণ দৃশ্যটি সংবাদপত্রের পাতায় নয়। সেটি একটি মায়ের মুখে। অপ্রতিমের বাবা জানাজায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, তাঁর একমাত্র সন্তান ছিল অপ্রতিম। কেউ যদি তার কারণে কষ্ট পেয়ে থাকে, সবাই যেন তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার জন্য দোয়া করেন।

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

তিনি চেয়েছেন তাঁর সন্তানের মৃত্যুর মতো একটি ঘটনা যেন আর কোনো মায়ের ঘরে না ঘটে। সেই কথাটিকে যদি আমরা সত্যিই শুনতে চাই, তবে শুধু হত্যাকারীর বিচার চাইলেই হবে না। আমাদের শুনতে হবে শিক্ষকের উদ্বেগ, শিক্ষার্থীর প্রতিবাদ, সাংবাদিকের অসহায়তা, লেখকের ক্ষোভ, অভিনেতার কান্না, অভিভাবকের ভয় এবং একজন মায়ের অভিশাপের ভিতরে লুকিয়ে থাকা শেষ আর্তনাদটি। 'আমার সন্তানকে তোমরা রক্ষা করতে পারলে না।' এই একটি বাক্যের সামনে কোনো উন্নয়ন, কোনো প্রযুক্তি, কোনো বড় রাস্তা, কোনো উঁচু ভবন দাঁড় করিয়ে লাভ নেই। কারণ একটি দেশের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হওয়া উচিত তার শিশুর শৈশব। সেই শৈশব যদি নিরাপদ না থাকে, তাহলে অপ্রতিমের মায়ের প্রশ্নের উত্তর আমাদের প্রত্যেককেই একদিন দিতে হবে

ঔপনিবেশিক ক্লেদাক্ত কালিমায় ম্লান হয়ে যায় নোবেলের গরিমা

প্রথমক্তোরা আধিপত্য করবে সেই আধিপত্যের শিকার হতে হবে অবশ্যই দ্বিতীয়ক্তোদেরকে যা সচরাচর বোঝায় তারা তাদের ভূমি দখল করে নিতে দেবে, তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে, তারা তাদের রক্ত ও সম্পদ তুলে দেবে কোন না কোন পশ্চিমা শক্তির হাতে। প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাচ্যকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং প্রাচ্যের মানুষদেরকে নিজস্ব শাসনে পরিচালিত হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করে। যেহেতু প্রাচ্য বিনষ্ট, অসভ্য তাই প্রাচ্যজনকে কথা বলতে দেয়া যায় না। কারণ সে নিজেকেও ভালো করে চেনে না, তাকে যতোটা চেনে পশ্চিমের লোকেরা। তাই প্রাচ্যের পক্ষে কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ-প্রাচ্য পরিণত হয় নিকৃষ্ট, নির্বাক, নিষ্ক্রিয় উপনিবেশে। আঠারো শতকের শেষ থেকে প্রাচ্যতত্ত্বের সক্রিয় যাত্রা শুরু হয়। এখনো তা অব্যাহত রয়েছে- যাবতীয় প্রভাব- প্রতিপত্তি সমেত, নব্য সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়ে

শায়েখ শোয়েব

ইউরোপের পাশ্চাত্যবাদী নীতি নিজেকে মনে করেছে পুরো দুনিয়ার 'ঈশ্বর'। ঈশ্বরের দুনিয়ায় সবই তার ইচ্ছা মত চলমান। তাই পশ্চিম আবির্ভূত হয়েছে পৃথিবীর 'একমেবাদ্বিতীয়ম' ব্যাখ্যাকার হিসেবে। এ হল তার রাজনীতি। তার রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। সেই বহিঃপ্রকাশ যেন ঘটেছে চিনুয়া আচেব-এর Things Fall Apart উপন্যাসের অন্তর্গত উল্লেখিত উদ্ধৃতিতে। বুঝতে পারা অসম্ভব নয় যে, এই উদ্ধৃতি একজন শ্বেতাঙ্গ ইউরোপিয়ানেরই ভাবনা-নিঃসৃত। নাম তার রেভারেন্ড জেমস স্মিথ। এই উপন্যাসের একজন ধর্মযাজক। 'পাদ্রি স্মিথ' নামেই তাকে চিনেছি আমরা এখানে। হ্যাঁ, পাদ্রি স্মিথ এটাই মনে করত। মনে করত- 'আলোকের সন্তানেরা অন্ধকারের বংশধরদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত।'

এই 'অন্ধকারের বংশধরদের'ও 'আলোকের সন্তান'দের বিপক্ষে লড়তে হয়েছে যুগের পর যুগ। সুতরাং, এ কথা সর্বৈব মিথ্যা যে, আলোর সন্তানেরা সংগ্রামে লিপ্ত। সংগ্রামে লিপ্ত আসলে স্মিথ কথিত অন্ধকারের মানুষেরা। আলোর আধিপত্যের সামনে চোয়ালবদ্ধ প্রতিজ্ঞা নিয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছে 'অন্ধকারের বংশধরদের'। অথচ স্মিথরা ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে নিজেদের মতো করে। স্মিথদের ক্ষমতা অপরিসীম। স্মিথরাই ঈশ্বর-প্রদত্ত বরমাল্যের বদান্যতায় পৃথিবীর মাটিতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি-যেন দ্বিতীয় ঈশ্বর! এ প্রতিনিধিত্বের জন্য পাদ্রিই হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। যাজকত্ব একটা মাধ্যম মাত্র। তার জন্য যে রাজনৈতিক অপ-ক্ষমতা প্রয়োজন সেটা পশ্চিমের দিব্যি আছে। আছে বলেই ইতিহাসের ব্যাখ্যা উল্টে যায় ক্ষমতাবানের বয়ানে-কথনে। সেটারই প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যেন 'আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্যের জনক' চিনুয়া আচেবে (১৬ নভেম্বর ১৯৩০-২২ মার্চ ২০১৩)। ফলস্বরূপ, উপনিবেশের কেন্দ্র থেকে উপনিবেশের খোলনলচে তুলে ধরার প্রত্যয় ব্যক্ত করে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হল থিংস ফল অ্যাপার্ট। বলা যেতে পারে, কেন্দ্রের প্রতি প্রান্তের এটা হল এক প্রতিবাদ-আখ্যান। এ উপন্যাস সেই বর্বরদাবির অন্দর ও বন্দরের খবর তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে সারা বিশ্বের দরবারে উন্মোচিত করেছে।

এই উপন্যাসে আচেবে নাইজেরিয়ার সবুজ দক্ষিণে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের মুখে ভূমিপুত্রদের আদিম সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন দুই স্তরে। উপন্যাসের মূল চরিত্র ওকোনকোর (Okwonko) নিজের জীবনের সমস্তকিছু ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আদি কৃষিজীবিদের সমাজ, প্রথা ও সংস্কারের রোমান্টিক দুনিয়ার ভেঙে পড়া।

উপন্যাসটিতে আচেবে গল্পের সময়কাল বোঝার মতো কোন উপকরণ রাখেননি; সম্ভবত মানুষের জীবনের এবং অতীতের রোমান্টিক সমাজের সমস্ত কিছু ভেঙে পড়ার ইতিহাস যে অনাদিকালের এবং সর্বত্রব্যাপী এই বোধ পাঠকের মনে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যই।

সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি আর বস্তুবাদী জ্ঞানে পিছিয়ে থাকলেও, জীব হিসাবে মানুষের গভীর মনস্তত্ব যে আধুনিকে আর প্রাচীনে খুব বেশি ফারাক নেই এই জিনিস নৃতত্ত্ববিদ ও মনোবিদের মতই বুঝেছিলেন আচেবে। যার ফলস্বরূপ ওকোনকোর মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের যে চিত্র দেখি তার সাথে আধুনিক মানুষের টানাপোড়েনের খুব বেশি পার্থক্য নেই। ওকোনকোর সফল ও ক্ষমতাবান বাইরের রূপের আড়ালে তাকে ক্রমাগত তাড়া করে ফেরে পিতার ছায়ার ভয়। পিতার মত ব্যর্থ, ক্ষমতাহীন, মর্যাদাহীন, ঋণগ্রস্থ পুরুষে পরিণত হবার ভয় থেকে ছুটতে ছুটতে ওকোনকো হয়ে উঠে বেপরোয়া ও ব্যর্থ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতিহীন, দয়াহীন। নিজের সন্তানদের মধ্যে তাদের পিতামহের বিন্দুমাত্র ছায়া দেখা গেলে সেটাকে কঠোর শারীরিক শাস্তির মাধ্যমে দূর করার প্রাণান্ত চেষ্টায় সে নিজে হয়ে উঠে পিতা হিসাবে নির্দয় ও ভয়ংকর।

অর্থশাস্ত্রের দুনিয়ায় পর পর বিগত দু'বছর এমন একটি রোমহর্ষক ঘটনা ঘটল, সাম্প্রতিক অতীতে যা কার্যত অকল্পনীয় ছিল। দু'বছর পূর্বে ক্লডিয়া গোল্ডিনের একক পুরস্কারপ্রাপ্তির পর গত বছর অর্থশাস্ত্রে নোবেল পেলেন ড্যারেন অ্যাসিমগ্লু, সাইমন জনসন ও জেমস রবিনসন-এবং, পর পর দু'বছরের নোবেলই এমন বিষয় নিয়ে কাজের জন্য, যার মধ্যে গাণিতিক জটিলতা নেই, বরং অর্থনীতির ইতিহাসের প্রতি গভীর অভিনিবেশ রয়েছে। এবং, সেই বিশ্লেষণ থেকেই উঠে এসেছে এমন কিছু অন্তর্দৃষ্টির, অর্থশাস্ত্রের মূলধারায় যে গোত্রের আলোচনা ক্রমেই অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে উঠছিল। এ বারের নোবেলজয়ী অর্থশাস্ত্রীদের গবেষণার বিপুল তাৎপর্য রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে।

অ্যাসিমগ্লু, জনসন ও রবিনসনের গবেষণা যে প্রশ্নটির উত্তর সন্ধান করে, তার একটি অভিমুখ যেমন ঔপনিবেশিক অতীতে, অন্যটি তেমনই বর্তমানেও বটে- তাঁদের গবেষণার সূত্র ধরেই তৈরি হয় প্রশ্ন: ঔপনিবেশিক নীতি দেশে যে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষতি করেছিল, উপনিবেশ-উত্তর সময়েও তার সংশোধন সম্ভব হয় না কেন? যে উপনিবেশে গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল ঔপনিবেশিক শাসন, সেগুলি সমৃদ্ধির যে পথে অগ্রসর হতে পেরেছে, লুণ্ঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা শাসিত হওয়া

এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

খেলাপি ঋণে শীর্ষে বাংলাদেশ, দায় কার?

২০০৯ সালের প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা থেকে ২০২৩ সালের ১ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকা, এরপর ২০২৪ সালে দ্রুত উল্লম্ফন এবং শেষ পর্যন্ত ২০২৬ সালের জুনে ৬ লাখ ৬ হাজার কোটি টাকা-এই ধারাবাহিকতা দেখলেই বোঝা যায়, সমস্যাটি কত পুরোনো এবং কত গভীর। দেয়ালের ফাটল আজ দেখা যাচ্ছে বলে ফাটল আজ তৈরি হয়েছে-এমন নয়। বহু বছরের পুরোনো ক্ষত এবার প্রকাশ্যে এসেছে। বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের ক্ষেত্রেও সত্যটা একই। এখন প্রয়োজন সেই পুরোনো ক্ষত আবার ঢেকে রাখা নয়; ক্ষত কোথায় এবং কতটা গভীর-তা স্বীকার করে স্থায়ীভাবে তার চিকিৎসা করা। কারণ, কার্পেট সরানো হয়েছে বলেই এখন ধুলো দেখা যাচ্ছে। সেই ধুলো আবার কার্পেটের নিচে লুকিয়ে রাখার সময় নয়; বরং ধুলো পরিষ্কার করে ব্যাংক খাতকে সুস্থ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনার সময়

এস এম রাশিদুল ইসলাম

ধরা যাক, একটি বাড়ির দেয়ালে বছরের পর বছর ধরে ফাটল ধরেছে। বাইরে থেকে তা দেখা যায় না। কারণ, ফাটলের ওপর বারবার রং করা হয়েছে, কোথাও প্লাস্টার দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। একদিন নতুন মালিক এসে পুরোনো রং তুলে দেয়াল পরীক্ষা করলেন। তখন একসঙ্গে বেরিয়ে এল অসংখ্য ফাটল। এখন প্রশ্ন হলো-এই ফাটলগুলো কি নতুন মালিক তৈরি করেছেন?

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণের বর্তমান চিত্র অনেকটা এমনই। ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ এখন ৬ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, ২০২৬ সালের জুন শেষে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৬ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৩২ দশমিক ৭৮ শতাংশ। মার্চ শেষে এই হার ছিল ৩২ দশমিক ২৬ শতাংশ।

সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। কিন্তু এই খেলাপি ঋণের পাহাড় বর্তমান বিএনপি সরকারের সময়ে তৈরি হয়েছে-এমন দাবি করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, খেলাপি ঋণ এক দিনে তৈরি হয় না। আজ যে ঋণটি খেলাপি হিসেবে হিসাবের খাতায় উঠেছে, সেটি হয়তো বহু বছর আগে বিতরণ করা হয়েছিল। বছরের পর বছর কিস্তি পরিশোধ হয়নি। এরপর নানা সুবিধায় ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়েছে, পরিশোধের জন্য বাড়তি সময় দেয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঋণ শ্রেণীকরণের নিয়ম কঠোর হলে সেই ঋণের প্রকৃত চেহারা হিসাবের খাতায় ধরা পড়েছে। এখানেই বর্তমান খেলাপি ঋণের হিসাব বোঝার মূল বিষয়টি।

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়। ২০০৯ সালে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছিল প্রায় ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ৪৫ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা। ২০২৪ সালের জুনে খেলাপি ঋণ হয় ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা।

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ওই বছরের সেপ্টেম্বরে খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ৮৪ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকায়। মাত্র তিন মাসে প্রায় ৭৪ হাজার কোটি টাকা বেড়ে যাওয়ায় এই হিসাব দেখে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে-তিন মাসে কি এত বিপুল অঙ্কের নতুন ঋণ খেলাপি হয়ে গেল?

বাস্তবতা তা বলে না। ২০২৪ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ঋণ শ্রেণীকরণের নিয়মে বড় পরিবর্তন আসে। ২০১৯ সালে ঋণকে খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যে শিথিলতা আনা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক কঠোর শ্রেণীকরণ ব্যবস্থা চালু করে। ফলে এত দিন যেসব ঋণ নানা কারণে খেলাপি হিসেবে হিসাবের বাইরে ছিল, সেগুলোর বড় অংশ নতুন করে শ্রেণীকৃত হয়।

আইএমএফও বলেছে, ২০২৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে খেলাপি ঋণ দ্রুত বেড়ে যাওয়ার একটি বড় কারণ ছিল দীর্ঘদিন আড়ালে থাকা খেলাপি ঋণ প্রকাশ্যে আসা। সংস্থাটির হিসাবে, ২০২৪ সালের জুন শেষে খেলাপি ঋণের অনুপাত ছিল ১২ দশমিক ৩ শতাংশ। ডিসেম্বর শেষে তা বেড়ে ২০ দশমিক ২ শতাংশে ওঠে। ২০২৫ সালের মার্চে তা প্রায় ২৪ শতাংশে পৌঁছায়।

অর্থাৎ, খেলাপি ঋণের এই বিপুল অঙ্ক হঠাৎ তৈরি হয়নি। বহুদিন ধরে জমে থাকা সমস্যার বড় অংশ তখন প্রকাশ্যে আসে। দীর্ঘদিন ধুলার নিচে পড়ে থাকা কার্পেট সরানোর কাজ শুরু হয়েছিল তখনই। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারও পরবর্তী সময়ে সেই প্রকৃত চিত্র আড়াল না করে প্রকাশ্যে রাখার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

এ প্রসঙ্গে গত বুধবার জাতীয় সংসদে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার একটি বক্তব্যও প্রশ্নের জন্ম দেয়। তিনি বলেন, 'বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আর বাংলাদেশ প্রথ মবারের মতো ঋণখেলাপিতে সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করবে না, সেটা হতে পারে না।'

কথাটি রাজনৈতিক বক্তৃতা হিসেবে চটকদার হতে পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ খেলাপি ঋণ কোনো সরকারের ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয় না; এটি বছরের পর বছর ধরে জমে ওঠা ঋণ অনিয়ম, দুর্বল তদারকি, পুনঃতফসিল, ঋণ পুনর্গঠন এবং ঋণ আদায়ে ব্যর্থতার ফল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-বর্তমান ৬ লাখ ৬ হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণ বর্তমান সরকারের আমলে সৃষ্টি হয়নি; বরং আগের সরকারের সময়ে সৃষ্ট ও দীর্ঘদিন আড়ালে থাকা সমস্যার প্রকৃত চিত্র এখন প্রকাশ্যে এসেছে।

সুতরাং, 'বিএনপি ক্ষমতায় আসবে বলেই বাংলাদেশ খেলাপি ঋণে শীর্ষে যাবে'-এ ধরনের মন্তব্য সমস্যার কারণ ও সময়কালকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। বরং প্রশ্ন হওয়া উচিত, কোন সময়ে খেলাপি ঋণ এত দ্রুত বেড়েছিল, কোন নীতির মাধ্যমে প্রকৃত খেলাপি ঋণ আড়াল করা হয়েছিল এবং কারা বছরের পর বছর ব্যাংকঋণের সুবিধা নিয়ে তা পরিশোধ করেনি।

রুমিন ফারহানার বক্তব্যের সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটিও এখানেই। তিনি যদি খেলাপি ঋণের দায় নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চান, তাহলে সরকারের নাম ধরে রাজনৈতিক পূর্বাভাস দেয়ার বদলে ঋণের ইতিহাস, শ্রেণীকরণ পদ্ধতি এবং আগের দেড় দশকের ব্যাংকিং ব্যবস্থার সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলা বেশি যুক্তিসংগত হতো। কারণ খেলাপি ঋণের পাহাড় আজ দেখা যাচ্ছে মানেই পাহাড়টি আজ তৈরি হয়েছে-এমন সরল সমীকরণ অর্থনীতিতে চলে না।

বরং বাস্তবতা হলো, বহু বছরের এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

SECI Secure, Fast, Reliable.
Sonali Exchange Co. Inc.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098799

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খযবরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহরা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন সাহামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফীয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারুন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়্যাতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের নিরিখে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রথমে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর তথ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে মা'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের নবীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সম্মত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল চক্রান্তের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রচয়িতা লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে এবং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে মা'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইম্মা'ওয়ানুহু ফীদ্ দিয়াত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। আর দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.)'র একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও ভিন্নমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উপস্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু আওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব সলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালামা বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা কুরবানির বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মণ্ডি বাহাউদ্দিন জেলার সাদুল্লাহপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেযার গুলিতে তারা উভয়েই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কোনোই বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

Michael Taub, Esq.

Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

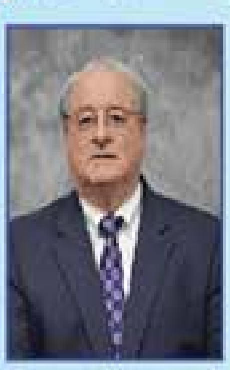

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

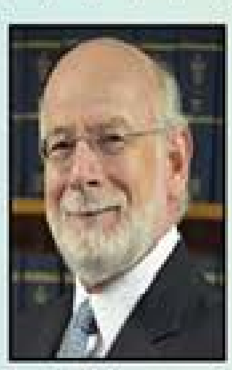

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

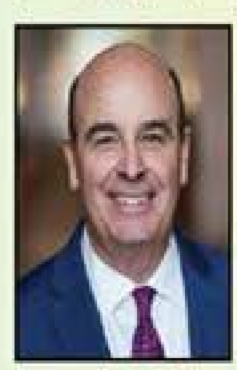

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States. Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.

নৈতিক শিক্ষা অবশ্যই অবশ্যপাঠ্য

> ছোটবেলা থেকে মানুষ অনেক নৈতিক শিক্ষাই পরিবার ও সমাজ থেকে গ্রহণ করে কিন্তু বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ সবসময় দেখা যায় না। এ বিষয়টি মোটেই এ বিদ্যার কোনো ত্রুটি নয়, বরং এ বিদ্যা যারা শেখাচ্ছেন অথবা যেসব প্রতিষ্ঠানে এগুলোর জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব হলো এ বিদ্যাকে অভ্যাসে পরিণত করার জন্য কিছু প্রক্রিয়া অবলম্বন করা। জাপান, ফিনল্যান্ডসহ অনেক দেশ, এমনকি আমাদের দেশের কিছু প্রতিষ্ঠানও শিক্ষার্থীদের এ অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। আসলে বিদ্যালয়গুলোকেই নৈতিকতা অনুশীলনের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে রাষ্ট্র যদি আইন প্রয়োগের কঠোরতা, বিচারের নিরপেক্ষতা এবং ভালো মানুষের কদর করার সাংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে নৈতিকশিক্ষা শুধু কেতাবে নয়, বাস্তব জীবনেও অনুশীলন হবে, যা একটি আদর্শ জাতি গঠনের জন্য খুবই জরুরি

ড. মো. শওকত হোসেন

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের প্রধানতম সমস্যা হলো দুর্নীতি। সুনীতির অভাব হলেই দুর্নীতি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তাই জাতীয় প্রয়োজনেই সর্বাগ্রে সুনীতির শিক্ষণ ও চর্চা প্রয়োজন। সুনীতির অন্য নামই হচ্ছে নৈতিকতা। মানুষের নৈতিক জীবন গড়ে ওঠে বাল্যকাল থেকেই। বলা চলে বাল্যকালের শিক্ষা ও অভ্যাসই মানুষের সমগ্র জীবনে প্রভাব ফেলে। শিশুকাল থেকেই চরিত্র গঠনের বিশেষ শিক্ষা পেলে মানুষ সুন্দর নৈতিক জীবনের দিকে অগ্রসর হতে পারে। এজন্য শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে নৈতিক শিক্ষার বিশেষ পাঠ থাকা জরুরি।

শিশুরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় তাদের শিক্ষক এবং পাঠ্যপুস্তক দ্বারা। পাঠ্যবইকে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং শিক্ষকের নির্দেশনাকে তারা পিতামাতার নির্দেশনার চেয়েও বেশি অনুসরণযোগ্য বলে মনে করে। তাই স্কুলপর্যায়ে নৈতিক শিক্ষায় পাঠ থাকলে ছোটবেলা থেকেই একটি শিশু ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে। ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করলে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা ছোটবেলা থেকে পেলে সেই মানবশিশুর অন্তরে সেটা দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় এবং এই শিক্ষা তার পুরো জীবনকে প্রভাবিত করে।

দেশের বর্তমান স্কুলপর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে নৈতিক শিক্ষার কোনো স্বতন্ত্র পাঠ নেই। আমাদের ছোটবেলায় বাল্যশিক্ষার বইয়ে অনেক নীতিকথা ছিল। আজও সেখানের অনেক নীতিবাক্য। কিন্তু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে স্কুল শিক্ষা কার্যক্রমের, এমনকি উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কোথাও নৈতিক শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই। উচ্চশিক্ষায় একমাত্র দর্শনের অন্তর্গত 'নীতিবিদ্যা' নামক একটি কোর্স পড়ানো হয়ে থাকে। সম্প্রতি ব্যবসায় নীতিবিদ্যাসহ প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার কিছু দিক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা শুরু হয়েছে। এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ভালো। তবে নীতিশিক্ষার এ পাঠ শিশু-কিশোর পর্যায়ে পেলে সেই শিক্ষা আরও বেশি কার্যকর হতো।

এ জাতির জন্য প্রবর্তিত সব শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে প্রণীত শিক্ষানীতিতেও নৈতিক শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে নৈতিক আর ধর্মশিক্ষাকে একসঙ্গে করে ফেলা হয়েছে। ধর্মশিক্ষা অবশ্যই জরুরি।

ধর্মের মূল শিক্ষা কল্যাণকর। তবে নৈতিক শিক্ষাকেও স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আবশ্যিক করা জরুরি। এর মাধ্যমে সব শিক্ষার্থীকে সর্বজনীন বা কমন কিছু চারিত্রিক শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রাক প্রাথমিক স্তরে কিছু নীতিবাক্য, প্রথম শ্রেণি থেকে কিছু নীতিশিক্ষামূলক কবিতা, গল্প এবং পর্যায়ক্রমে সত্যবাদিতা, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, ক্ষমা, পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, দেশের প্রতি কর্তব্য, মানবসেবা, সৃষ্টজগতের প্রতি দায়িত্ব, ন্যায়বিচার, পরোপকার ইত্যাদি সদগুণসমূহের ওপর বিভিন্ন শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হলে নিঃসন্দেহে তা তাদের জীবনে প্রভাব ফেলবে। এজন্য আলাদা একটি পাঠ্যপুস্তক থাকতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষা সর্বক্ষেত্রেই নৈতিক শিক্ষা নামক একটি আলাদা কোর্স বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। পরে উচ্চশিক্ষার বিশেষায়িত পর্যায়েও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নীতিবিদ্যার পাঠ থাকা জরুরি। যেমন চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে চিকিৎসা-নীতিবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যার সঙ্গে প্রকৌশল-নীতিবিদ্যা; এমনিভাবে সাইবার নীতিবিদ্যা, ব্যবসায় নীতিবিদ্যা, পরিবেশ নীতিবিদ্যা ইত্যাদি সব উচ্চতর পঠন-পাঠনের সঙ্গে নৈতিকতাকে সম্পৃক্ত করা জরুরি।

নৈতিক আচরণ করতে হলেও জানা দরকার কোন ধরনের কাজ নৈতিক এবং কোন ধরনের কাজ অনৈতিক। বস্তুত জ্ঞানের সঙ্গে মানুষের চিন্তা, কর্ম ও বিশ্বাসের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। সক্রেটিস মনে করতেন 'জ্ঞানই পুণ্য'। তিনি তার শিষ্যদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, অজ্ঞানতাই সব অপকর্ম বা অশুভ কর্মের মূল কারণ। আমরা হয়তো মনে করি যে, যারা অন্যায় কাজ করে তারা তো জেনেশুনেই অনেক সময় অন্যায় করে থাকে। কিন্তু সক্রেটিসের ব্যাখ্যা ভিন্ন। তিনি মনে করেন, যারা অন্যায় করে তারা আপাতদৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানী বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ওই বিষয়ের আদি-অন্ত বা জীবনে তার চূড়ান্ত প্রভাব সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত নন। সক্রেটিস সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, অন্যায় কাজ কোনো ব্যক্তির জীবনে চূড়ান্তভাবে ভালো ফল বয়ে আনে না। কোনো না কোনোভাবে সে ওই অন্যায় কাজের জন্য মন্দ-ফল ভোগ করে থাকেন।

আমাদের কোমলমতি শিশুদের যদি এটা বোঝানো যায় যে, ভালো কাজই জীবনকে সুন্দর, শান্তিময় করে আর মন্দ কাজ জীবনকে কণ্টকাকীর্ণ করে তোলে- তাহলে অবশ্যই তারা ভালো কাজে উৎসাহী হবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করবে। এ প্রক্রিয়াটি যদি ছোটবেলা থেকে কারও অভ্যাসে পরিণত হয় তাহলে এটি হবে তার চরিত্রের অংশ। সৎচরিত্র বলতে অ্যারিস্টটল ভালো কাজ করার অভ্যাস ও প্রবণতাকেই বুঝিয়েছেন। ছোটবেলা থেকে ভালো কাজের অভ্যাস ও প্রবণতা সুদৃঢ় হলে তার শুভ প্রভাব সারা জীবনে থাকাটাই স্বাভাবিক। আসলে আমাদের মতো দুর্নীতির ঘুণে ধরা ঘোর তমসাচ্ছন্ন সমাজের স্বরূপ বদলাতে বা সংস্কার করতে হলে এ সমাজের নবীন সদস্যদের নিষ্কলুষ অন্তরে বপন করতে হবে শুভচেতনা ও সুনীতির বীজ।

তবে এখানে একটি প্রশ্ন খুবই এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

এআইকে ঘিরে বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় মহাবিপর্যয়ের শঙ্কা

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতি মূলত একটি সহজ সম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ কাজ করে আয় করে, সেই আয় দিয়ে পণ্য ও সেবা ক্রয় করে। তারপর সেই ভোক্তা চাহিদার ওপর ভিত্তি করে ব্যবসা ও উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কিন্তু এআই যদি ব্যাপকভাবে মানুষের কাজ প্রতিস্থাপন করে, তাহলে এই চক্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, অর্থাৎ মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। ধীরে ধীরে বেকার হয়ে যেতে শুরু করবে অগণিত মানুষ, যার প্রভাব পড়বে বিশ্ব অর্থব্যবস্থায়। বিশেষ করে যারা প্রযুক্তিনির্ভর নানা কাজে শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন, তাদের বেশির ভাগ কাজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর হয়ে পড়লে তাদের পক্ষে পূর্বতন পেশায় টিকে থাকা অসম্ভব হবে।

দ্রুত ও সহজসাধ্য কাজের পাশাপাশি এটাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক বৈপরীত্য। একদিকে প্রযুক্তি উৎপাদন বাড়াবে, অন্যদিকে মানুষের আয় কমিয়ে দিতে পারে। একদিকে কোম্পানির মুনাফা বাড়বে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কমে যেতে পারে। ফলে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যেখানে পৃথিবী আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি উৎপাদনশীল হবে, কিন্তু মানুষের বড় একটি অংশ সেই উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করার ক্ষমতা হারাবে।

তবে এটাও সত্য যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইকে ঘিরে বিশ্বজুড়ে এখন এক নতুন ধরনের আশাবাদ তৈরি হয়েছে। প্রযুক্তি উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী এবং সিলিকন ভ্যালির প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দাবি করছেন, এআই মানবসভ্যতাকে এমন এক যুগে নিয়ে যাবে যেখানে উৎপাদনশীলতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পাবে। তাদের ভাষায়, আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি 'প্রাচুর্যের যুগে', যেখানে প্রযুক্তির শক্তি মানুষের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করবে এবং অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে।

কিন্তু এই আশাবাদের আড়ালে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ক্রমেই সামনে আসছে : এই প্রাচুর্যের সুবিধা আসলে কারা ভোগ করবে? প্রযুক্তির মালিক প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী এবং অল্প কিছু ধনী ব্যক্তি, নাকি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষও এর সুফল পাবে?

প্রশ্নটি নতুন নয়। অর্থনৈতিক ইতিহাসে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রতিটি বড় ঢেউয়ের সঙ্গে একই বিতর্ক ফিরে এসেছে। শিল্পবিপ্লব যেমন উৎপাদন বাড়িয়েছে, তেমনি বহু মানুষের কাজের ধরনও বদলে দিয়েছে। আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই পরিবর্তনের আরও গভীর সংস্করণ নিয়ে হাজির হয়েছে, কারণ এটি শুধু শারীরিক শ্রম নয়, মানুষের জ্ঞানভিত্তিক কাজকেও চ্যালেঞ্জ করছে।

'প্রাচুর্য' ধারণাটি নতুন নয়। ধর্মীয় দর্শন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় এর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন কার্ল মার্কসও। ১৮৭৫ সালে লেখা 'Critique of the Gotha Program' গ্রন্থে তিনি বলেছিলেন, সমাজে প্রকৃত প্রাচুর্য তখনই সম্ভব যখন

মো. আদনান আরিফ সালিম

উৎপাদনশক্তি এত বেশি উন্নত হবে যে সম্পদের প্রবাহ আরও ব্যাপক হবে এবং মানুষ তার জীবনকে নতুনভাবে সংগঠিত করতে পারবে।

আজকের প্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের এআই সম্পর্কিত স্বপ্নের সঙ্গে এই ধারণার কিছু মিল রয়েছে। তাদের বিশ্বাস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমন এক উৎপাদনশীলতার বিপ্লব ঘটাবে যা অর্থনীতিকে দ্রুত সম্প্রসারিত করবে। টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক থেকে শুরু করে ওপেনএআইয়ের স্যাম অল্টম্যান পর্যন্ত অনেক প্রযুক্তি নেতা দাবি করেছেন, এআই ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে বাস্তব অর্থনীতিবিদদের পূর্বাভাস অনেক বেশি সতর্ক। অনেক গবেষণা বলছে, এআই বিশ্ব অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারে, কিন্তু এর প্রভাব হয়তো প্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের কল্পনার মতো নাটকীয় হবে না। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও মূল প্রশ্ন থেকে যায়, সেই অতিরিক্ত সম্পদ সমাজের কোথায় এবং কীভাবে বণ্টিত হবে। এআইয়ের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়বে শ্রমবাজারে। এখানে মূল প্রশ্ন হলো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি মানুষের কাজকে সহযোগিতা করবে, নাকি মানুষের বিকল্প হয়ে উঠবে?

একটি সম্ভাবনা হলো, এআই মানুষের দক্ষতা বাড়াবে। যেমন- একজন লেখক, গবেষক, প্রকৌশলী বা চিকিৎসক এআইয়ের সাহায্যে আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে এআই মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। ভবিষ্যতের কর্মীরা হয়তো নিজেরা সব কাজ করবেন না, বরং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

কিন্তু অন্য একটি সম্ভাবনা আরও উদ্বেগজনক। যদি এআই ক্রমেই মানুষের মতো জটিল চিন্তাশীল কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হয়, তাহলে অনেক প্রতিষ্ঠান নতুন কর্মী নিয়োগের পরিবর্তে প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করতে পারে। বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ের অফিসভিত্তিক চাকরি, তথ্য বিশ্লেষণ, গ্রাহকসেবা, লেখালেখি এবং প্রশাসনিক কাজগুলো বড় ধরনের পরিবর্তনের মুখে পড়তে পারে।

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বিপুলসংখ্যক প্রাথমিক পর্যায়ে এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

> যদি এআই সত্যিই প্রাচুর্যের যুগ নিয়ে আসে, তাহলে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে সেই প্রাচুর্য যেন কেবল প্রযুক্তির মালিকদের জন্য না হয়। প্রযুক্তির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য শুধু বেশি উৎপাদন নয়, বরং মানুষের জীবনকে আরও উন্নত করা; এমন একটি ভবিষ্যৎ যেখানে মানুষ কম সময় কাজ করে বেশি স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা এবং মানবিক জীবনের সুযোগ পাবে, সেটিই হওয়া উচিত এআই বিপ্লবের প্রকৃত লক্ষ্য। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন প্রযুক্তি কতটা শক্তিশালী হবে তা নয়, বরং প্রশ্ন হলো সেই শক্তির নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে এবং তার সুফল সমাজের কত মানুষের কাছে পৌঁছাবে। কারণ প্রকৃত প্রাচুর্য তখনই অর্থবহ হবে, যখন তা সবার জন্য সুযোগ তৈরি করবে, কেবল কিছু মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করবে না। যদি সেটা না হয় তবে ভয়াবহ আয়বৈষম্য থেকে একটা চরম অস্থিতিশীল ও অমানবিক বিশ্বের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন
স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০
• ওমরাহ প্যাকেজ
• ওমরাহ ভিসা
• মোয়াল্লেম
• হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়
সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
৭৪৯
JFK-Dhaka-JFK Return
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত
DELTA AIR LINES
Biman BANGLADESH AIRLINES
AmericanAirlines
ETIHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
Emirates
KUWAIT AIRWAYS
Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO
বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার
বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।
জামান রঞ্জু
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কে.এম. শহিদ
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
মাহির
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জাহাঙ্গীর
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
নিলয়
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
নাহিয়ান আজাদ
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road,
Jackson Heights
NY 11372
ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B,
Tucker, GA 30084
Tel: 404-704-7753
DHAKA OFFICE
C-752, Ridge Dale Shopping Center
Uttar Badda, Dhaka-1212
01349328919
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

মানবাধিকার কমিশন এবং গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন : কার জন্য লেখা হলো

কাজী মারুফুল ইসলাম

জুলাই সনদ যখন গণভোটে অনুমোদিত হলো, তার ভেতরে একটি নিঃশব্দ অঙ্গীকার ছিল: এমন একটি রাষ্ট্র, যা আর তার নাগরিককে রাতের অন্ধকারে গুম করে দেবে না। শহীদ মিনারের সিঁড়িতে যে মায়েরা এক দশক ধরে সন্তানের ল্যামিনেট-করা ছবি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন-'মায়ের ডাক'-এর সেই মুখগুলো-তাঁদের কাছে ওই অঙ্গীকারই ছিল অভ্যুত্থানের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। ৬ সেপ্টেম্বর, বিরোধী দলের ওয়াকআউটের মধ্য দিয়ে, সংসদে দুটি আইন পাস হলো-জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন এবং গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন। প্রশ্নটি তাই সরল, অথচ অস্বস্তিকর-এই আইন রাষ্ট্র কার কথা ভেবে লিখেছে?

একটি আইন মূলত দুই ধরনের নাগরিকের কথা ভেবে লেখা যায়। একজন সেই নাগরিক, মধ্যরাতে যাঁর বাড়ির ফটকে নম্বরবিহীন মাইক্রোবাস থামলে তাঁর মুঠোফোনে অন্তত একটি প্রভাবশালী নম্বর সংরক্ষিত থাকে। আরেকজন সেই নাগরিক, যেমন করার মতো যাঁর কোনো নম্বরই নেই। নতুন দুই আইনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা শেষ পর্যন্ত এই একটি প্রশ্নেই এসে দাঁড়ায়-বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র এই দুজনের মধ্যে কাকে সামনে রেখে কলম ধরেছিল?

এ দুটি স্বতন্ত্র আইন, যদিও পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। একটি আইন গুমকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার শাস্তির ব্যবস্থা গড়ে তোলে। অন্যটি নতুন করে গড়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সব ধরনের অধিকারের, গুমসহ, ছায়ী প্রহরী। সাধারণ নাগরিকের ওপর এদের প্রভাব বুঝতে হলে আগে এদের আলাদা করে পড়া দরকার, তারপর একসঙ্গে।

শুরু করা যাক গুম আইন দিয়ে। এবং যা নতুন ও ইতিবাচক তা স্বীকার করে নিয়েই। বাংলাদেশে এই প্রথম গুমকে সাধারণ অপহরণের সঙ্গে মিশিয়ে না ফেলে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। আইনে রাখা হয়েছে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান, একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার, তদন্ত ও বিচারের নির্দিষ্ট সময়সীমা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা পাঠানোর ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের সুযোগ। যে দেশে গত দেড় দশকে 'গুম' শব্দটি প্রাত্যহিক অভিধানে ঢুকে গেছে, সেখানে একটি স্বতন্ত্র আইন নিঃসন্দেহে কম প্রাপ্তি নয়। মানবাধিকার কমিশন আইনটিরও নিজস্ব কিছু ইতিবাচক দিক আছে-যেমন বাছাই সভার লিখিত কার্যবিবরণী প্রকাশ কিংবা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কমিশনার হওয়ার পথ বন্ধ করা।

সমস্যা অঙ্গীকারে নয়, অঙ্গীকার রক্ষার জন্য দুই আইন যে যন্ত্র নির্মাণ করেছে, তার ভেতরে। দুই আইন জুড়ে ছড়িয়ে থাকা তিনটি নকশাগত সিদ্ধান্ত এই উদ্যোগের গোটা উদ্দেশ্যটিকে প্রশ্নের মধ্যে ফেলে দেয়।

প্রথমত, মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের এখন বেছে নেবেন কারা, আর কমিশনটি আদৌ সরকারের নাগালের বাইরে থাকছে কি না? ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) পর্যালোচনায় ধরা পড়েছে সবচেয়ে নিঃশব্দ পরিবর্তনটি-অধ্যাদেশে থাকা 'কমিশন সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীন হইবে না' কথাটি খসড়া থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার জায়গায় বসেছে এমন এক বাছাই কমিটি, যার সভাপতি সংসদের স্পিকার এবং সদস্য দুই মন্ত্রী, সরকারি দলের একজন সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব। অথচ অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশে এই কমিটিতে ছিলেন প্রধান বিচারপতির মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি, একজন প্রবীণ সাংবাদিক এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে কাজ করা একজন প্রতিনিধি। যে সংসদে একটি দল দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনের অধিকারী, সেখানে এটি নিরপেক্ষ কমিটি নয়, নির্বাহী বিভাগের নিজের পরিদর্শককে নিজেই বেছে নেওয়া। সরকার বলছে, এই বিধান কমিশনকে আরও শক্তিশালী করেছে; যুক্তি হিসেবে দেখানো হচ্ছে, প্রতিবেশী দেশে এমন কমিটির নেতৃত্বে থাকেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সবচেয়ে দুর্বল দৃষ্টান্তকে মানদণ্ড বানিয়ে নিজেকে বড় দেখানো যায় না; আর একটি মানবাধিকার কমিশনের প্রকৃত মানদণ্ড প্রতিবেশীর আইন বা 'প্যারিস নীতিমালা' নয় যে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানোই এই প্রতিষ্ঠানের কথা।

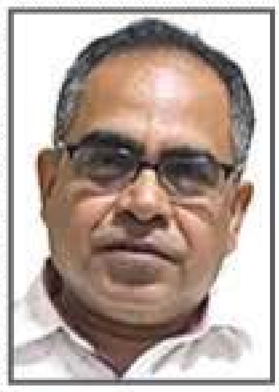

দ্বিতীয়ত, গুমের তদন্ত করবেন কারা-এ প্রশ্নের উত্তর দুই আইনের মধ্যে সাযুজ্য আছে। গুম আইন প্রতিটি অভিযোগ তুলে দেয় একজন নির্ধারিত তদন্ত কর্মকর্তার হাতে-বাস্তবে যিনি সাধারণত উপপরিদর্শক (এসআই) পদমর্যাদার। এখানে একটা শর্ত দেওয়া হয়েছে-যে বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই বাহিনী নিজের মামলা তদন্ত করতে পারবে না; তদন্তভার যাবে অন্য বাহিনীর কাছে। কাগজে-কলমে শর্তটি আশ্বস্ত করে। বাস্তবে এটি রাষ্ট্রীয় দমনযন্ত্রের এক শাখাকে আরেক শাখার বিচারক বানায়।

আর যে কমিশন এই শূন্যতা পূরণ করতে পারত, নিজের নতুন আইনই তাকে সেই ভূমিকা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশে গুমের অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা ছিল মানবাধিকার কমিশনের নিজেরই হাতে; নতুন মানবাধিকার কমিশন আইন সেই ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। আর অভিযুক্ত যদি হয় কোনো শৃঙ্খলা বাহিনী, কমিশন তখন বড়জোর ওই বাহিনীর প্রধানের কাছে তাঁরই বাহিনী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন চাইতে পারবে। 'সন্তুষ্ট' হলে বিষয়টি সেখানেই শেষ, নইলে কেবল 'সুপারিশ'। টিআইবি বলছে, এটি ২০০৯ সালের আইনের একটি ধারারই প্রায় হুবহু প্রত্যাবর্তন-যে দুর্বলতার কারণেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিদানকারী সংস্থা বাংলাদেশের কমিশনকে আজও সর্বোচ্চ 'এ' মর্যাদা দেয়নি। আর আটককেন্দ্র, গোয়েন্দা ও সামরিক স্থাপনাসহ, যেখানে গুম হওয়া মানুষদের রাখা হতো বলে অভিযোগ-নিয়ন্ত্রিত ও অমোঘিত

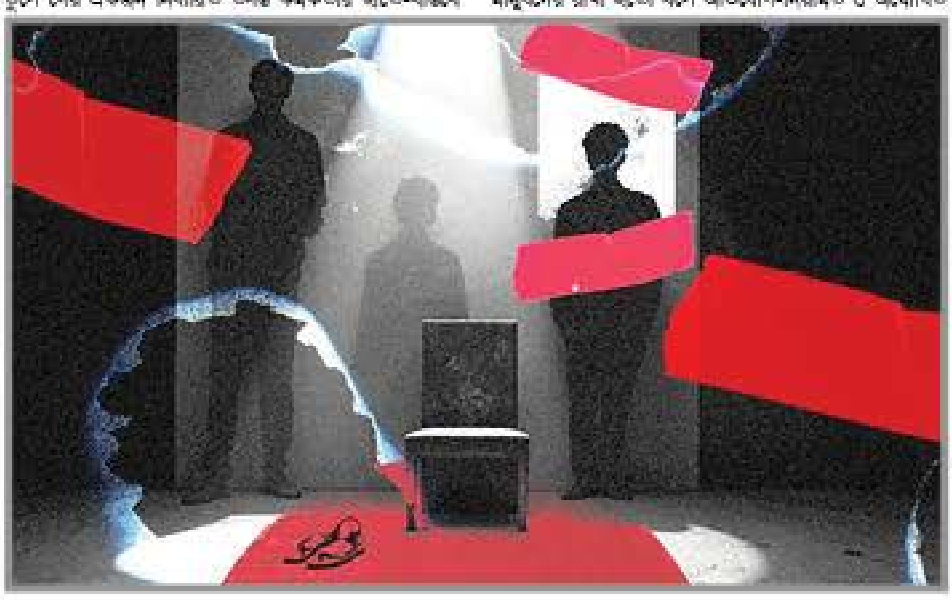

সরকারকে এর দাম দিতে হবে। দাম দিতে হবে একটি মুদ্রায়, অভ্যুত্থান যার বাস্তবতা ইতিমধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে-বৈধতা। আর ক্ষুব্ধ মানুষের পরবর্তী প্রজন্ম শিখে নেবে, বিদ্রোহের গর্ভে জন্ম নেওয়া সরকারও একবার আসনে বসলে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একচেটিয়া ক্ষমতাটিকেই আগলে রাখে। তাই ফিরে আসি সেই দুই নাগরিকের কাছে। মুঠোফোনে নম্বর থাকা মানুষটি, চিরকালের মতোই, ভালো থাকবেন। এইমাত্র লেখা আইনটি, আবারও, অন্যজনের জন্য নয়। যত দিন না একটি স্বাধীন কমিশন রাষ্ট্রেরই তদন্ত করতে পারবে, আর যত দিন না গুমের অভিযোগ জানানো মানুষটি গুম করা মানুষটির চেয়ে বেশি নিরাপদ থাকবেন, তত দিন 'প্রতিরোধ ও প্রতিকার' কথাটি সেই প্রতিশ্রুতিরই নাম হয়ে থাকবে, যা ঠেকিয়ে রাখতেই আইনটি এত যত্ন করে লেখা হয়েছে

নতুন বেতন কাঠামো : বেসরকারি খাতের চাকরিজীবীদের কী হবে

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) সুস্পষ্ট কর ছাড় চালু করতে হবে, যেমন করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানো অথবা মুদ্রাস্ফীতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বেসরকারি কর্মচারীদের জন্য সরাসরি স্বয়ংক্রিয় রিবেট প্রদান করা। পরিশেষে রাষ্ট্রকে কর শনাক্তকরণ নম্বরকে (টিআইএন) জনসেবামূলক সুবিধার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে, যাতে যাচাইকৃত করদাতারা ভর্তুকিযুক্ত সরকারি স্বাস্থ্যসেবা এবং রাষ্ট্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পান। সকল নাগরিকের জন্য সরকারকে অবশ্যই ভারসাম্য রক্ষায় গতিশীল ও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন কাঠামোর উন্নতি নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাদের নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করলেই যেভাবে বাজারে প্রভাব পড়ে, সেখানেও সরকারের করণীয় আছে

শেখ নাহিদ নিয়াজী

বৈষম্যের বিরুদ্ধে চব্বিশের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হলেও দুর্ভাগ্যবশত পুরোনো অর্থনৈতিক বৈষম্য এক চুলও নড়েনি। সরকারি-বেসরকারি চাকরির মধ্যে ব্যাপক ফারাক। সম্প্রতি সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতন কাঠামোর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি, যখন সরকারি চাকরিজীবীদের হঠাৎ বড় অঙ্কের বেতন বৃদ্ধি পায়, তখন জাতীয় অর্থনীতিতে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করে। এর ফলে সবার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বাড়ি ভাড়া এবং পরিষেবা খাতের খরচও বেড়ে যায়। বেসরকারি খাতের কর্মচারীদের জন্য এটি একটি দ্বৈত সংকট তৈরি করে, যেখানে বাজারের মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায়।

এই অর্থনৈতিক মডেলের মূল অবিচার এর অর্থায়নের পদ্ধতির মধ্যে নিহিত। কারণ নতুন বেতন কাঠামো বস্তুত করদাতাদের টাকারই ভর্তুকিপ্রাপ্ত। লাখ লাখ বেসরকারি খাতের পেশাজীবী, শিক্ষক থেকে করপোরেট অফিসাররা তাদের কষ্টার্জিত আয় থেকে প্রতি মাসে উৎসে দিয়ে থাকেন। তারা নির্ভরযোগ্য এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতীয় কোষাগারে অর্থ প্রদান করেন। অথচ বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে প্রায় কোনো বাস্তব পরিষেবা বা রাষ্ট্রীয় সুবিধা পান না বললেই চলে। জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলা বিপুলসংখ্যক বেসরকারি খাতের কর্মচারীর বিষয়ে সরকার উদাসীন বলেই মনে হয়। ব্যাংকিং খাত ছাড়া বেশির ভাগ বেসরকারি খাতের কর্মীদের কোনো সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামো নেই। অনেক বেসরকারি সংস্থায় ভালো মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নেই। যে কারণে তাদের কর্মচারীরা ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য কোনো প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি বা পেনশন পান না। যে কারণে বেসরকারি কর্মী ক্রমাগত আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে জীবনযাপন করেন।

বেসরকারি খাতের সাধারণ করদাতারা অসুস্থ হলে সরকারি হাসপাতাল কিংবা অন্য জায়গায় বিশেষ কোনো সুবিধা বা বিশেষায়িত সেবা পান না। তারা তাদের সন্তানদের ভালো স্কুল-কলেজে ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সুবিধা পান না। স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার এই ব্যয়বহুল, বাণিজ্যিকীকৃত বেসরকারি বাজারে সব নিজেদেরই ব্যবস্থা করতে হয়।

বর্তমান কাঠামো ইঙ্গিত দেয়, রাষ্ট্র আমলাতন্ত্রের জন্য একটি 'বিশেষ ক্লাব' হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। যখন জননীতি দেশের কৃষি, তৈরি পোশাক, প্রযুক্তি এবং পরিষেবা খাতের চালিকাশক্তি লাখ লাখ মানুষকে উপেক্ষা করে সরকারি কর্মচারীদের ব্যাপকভাবে সুবিধা দেয়, তখন তা আর গণতান্ত্রিক থাকে না। এটি নাগরিকদের একটি বেদনাদায়ক প্রশ্ন করতে বাধ্য করে: দেশটি কি দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা পরিচালিত ও শাসিত হতে থাকবে? একটি ন্যায্য ও ন্যায়সংগত সমাজের পরিবর্তে, এই নীতি এমন এক অলিগার্কদের দেশের প্রতিধ্বনি, যেখানে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সন্তুষ্ট ও অনুগত রাখার জন্য সম্পদ প্রবাহিত করা হয়।

একটি সত্যিকারের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির জন্য জবাবদিহির রূপরেখা প্রয়োজন। এই সংকট মোকাবিলায় সরকারকে অবশ্যই বেসরকারি খাতের কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা এবং অবসর-পরবর্তী সুবিধার জন্য বিশেষভাবে নিবেদিত উল্লেখযোগ্য জাতীয় তহবিল গঠন করতে হবে। এই রাষ্ট্র-সমর্থিত তহবিলটি সর্বজনীন অবসরভিত্তিক ভবিষ্য তহবিল, গ্র্যাচুইটির নিশ্চয়তা অথবা বেসরকারি কর্মীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি 'পেনশন প্রকল্প' সহজতর করতে পারে। এ ধরনের তহবিলে সরকারি অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে সরকার অবশেষে প্রমাণ করবে, এটি তার রাজস্ব সৃষ্টিকারী নাগরিকদের মূল্যায়ন করে। এই তহবিল সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হতে পারে, যা নিশ্চিত করবে যে এমনকি মাঝারি ও ছোট আকারের বেসরকারি কোম্পানি বা সংস্থাগুলোও এ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে এবং তাদের কর্মীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে পারবে।

সরকারকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে- বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে তীব্র অস্থিরতার সম্মুখীন। রাষ্ট্র যদি তার নিজস্ব শ্রমশক্তিকে মুদ্রাস্ফীতি থেকে রক্ষা করার জন্য হস্তক্ষেপ করতে পারে, তবে রাজস্ব সৃষ্টিকারী বেসরকারি খাতের কর্মীদের সুরক্ষা দেওয়া তার নৈতিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব। এই প্রাতিষ্ঠানিক অবিচার দূর করতে সরকারকে বেসরকারি খাতের জন্য কাঠামোগত সংস্কার আনতে হবে। প্রথমত, শ্রম মন্ত্রণালয়কে বাধ্যতামূলক করপোরেট সুরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে, যাতে প্রতিটি বেসরকারি কোম্পানি প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি প্রদান করে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) সুস্পষ্ট কর ছাড় চালু করতে হবে, যেমন করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানো অথবা মুদ্রাস্ফীতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বেসরকারি কর্মচারীদের জন্য সরাসরি স্বয়ংক্রিয় রিবেট প্রদান করা। পরিশেষে রাষ্ট্রকে কর শনাক্তকরণ নম্বরকে (টিআইএন) জনসেবামূলক সুবিধার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে, যাতে যাচাইকৃত করদাতারা ভর্তুকিযুক্ত সরকারি স্বাস্থ্যসেবা এবং রাষ্ট্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পান।

সকল নাগরিকের জন্য সরকারকে অবশ্যই ভারসাম্য রক্ষায় গতিশীল ও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন কাঠামোর উন্নতি নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাদের নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করলেই যেভাবে বাজারে প্রভাব পড়ে, সেখানেও সরকারের করণীয় আছে।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।

আপনার ঘর বা ব্যবসার জন্য
সিকিউরিটি ক্যামেরা ও ভিডিও ডোরবেল দরকার?

- রেসিডেনসিয়াল ও বিজনেসের জন্য ইনডোর ও আউটডোর ইনস্টলেশন।
- প্রফেশনাল সার্ভিস ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
929-365-1935

আটলান্টিক সিটিতে জমজমাট ঘুড়ি উৎসব

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে গত ২০ সেপ্টেম্বর বর্ণিল ঘুড়ি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। নগরীর বেদের ফিল্ডে আয়োজিত এ উৎসবে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সী মানুষের অংশগ্রহণে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। খোলা আকাশে রঙ-বেরঙের ঘুড়ির ওড়াউড়িতে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে প্রাঙ্গণ।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অনেকেই অংশ নেন ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দে। শিশুদের উচ্ছ্বাস আর আকাশছোঁয়া নানা আকৃতির ঘুড়ি উৎসবে যোগ করে ভিন্নমাত্রা। আটলান্টিক সিটির অফিস অব মাল্টিকালচারাল সার্ভিসেসের উদ্যোগে আয়োজিত এ উৎসব সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। ঘুড়ি ওড়ানোর পাশাপাশি ছিল সংগীত, বিনোদন, খাবার এবং শিশুদের জন্য বিভিন্ন পারিবারিক কার্যক্রম। আয়োজকরা জানান, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের মানুষকে একটি আনন্দঘন আয়োজনে একত্রিত করা এবং পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করাই ছিল এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। উৎসবে অংশ নেওয়া লোকজনও এমন আয়োজনের প্রশংসা করেন। তাদের মতে, ব্যস্ত জীবনের বাইরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া এবং নতুন প্রজন্মকে ঘুড়ি ওড়ানোর মতো ঐতিহ্যবাহী বিনোদনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ।

সব মিলিয়ে, নীল আকাশে রঙিন ঘুড়ির মেলা আর মানুষের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে বেদের ফিল্ডে তৈরি হয় এক আনন্দঘন পরিবেশ। প্রবাসী বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের অংশগ্রহণে আটলান্টিক সিটির ঘুড়ি উৎসব হয়ে ওঠে সম্প্রীতি, বিনোদন ও পারিবারিক আনন্দের এক মিলনমেলা।

এস্টোরিয়ায় বাংলাদেশী মালিকানাধীন বিশ্বস্ত অটো রিপেয়ার শপ

Open 24 Hours

UA REPAIR

Body Work
Computerized wheel Alignment
Complete Mechanical Work
Rebuild Transmission
Tires & Wheel Balancing
N.Y.S. Inspection
Low Price & Fully Guaranteed

United
Auto Repair & Body Shop, Inc.
Contact: Azam Tel: 718-786-6677
Cell: 917-567-3637, Email: unitedautony@gmail.com

- ১০০% গ্যারান্টি সহ যাবতীয় রিপেয়ার
- দক্ষ মেকানিকের দ্বারা ত্রুটি নির্ণয়
- সুলভ মূল্যে ফুল অটো রিপেয়ার
- নতুন ও রিবিল্ড ট্রান্সমিশন স্থাপন

ইউনাইটেড অটো রিপেয়ার
ইয়েলো ক্যাব, লিমোজিন ও ডিভারীর জন্য বিশেষ ছাড়
38-06 31st Street (Betn. 38th & 39th Ave.), Astoria, NY 11101

নারায়ণগঞ্জ সোসাইটির শোক সংবাদ

আজকাল রিপোর্ট

নারায়ণগঞ্জের কৃতি সন্তান কুইন্সের জ্যামাইকা প্রবাসী মোস্তাক আহমেদ সজল এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন নিউ ইয়র্কস্থ নারায়ণগঞ্জ জেলা সোসাইটি নর্থ আমেরিকা ইনক্। সংগঠনের সভাপতি মোস্তফা জামান শামীম, সাধারণ সম্পাদক হাজি শাহীন আহমেদ, প্রধান উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা মো. গোলাম হোসেন ও উপদেষ্টা (সাবেক সভাপতি) হুমায়ুন কবির সুমন এক যৌথ বিবৃতিতে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা সহ শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য নারায়ণগঞ্জ সোসাইটির কার্যকরী সদস্য তানভীর আবিরের পিতা মোস্তাক আহমেদ সজল (৫৭) গত ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাতে ঠান্ডা জনিত কারণে জ্যামাইকা হাসপাতালে ভর্তি হন এবং এদিনই সকাল ৮টা ৩০ মিনিটের সময় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। উল্লেখ্য মরহুম সজল এর পিতার নাম মরহুম শৌকিউদ্দীন এবং তিনি নারায়ণগঞ্জ ৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাজি জালাল উদ্দিন এর ভাতিজা ও বর্তমান সংসদ সদস্য এডভোকেট আবুল কালাম এর চাচাতো ভাই। মরহুমের মৃতদেহ ১৯ সেপ্টেম্বর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে জানাজা শেষে আপ স্টেটের অরেঞ্জ কাউন্টির বাংলাদেশ সেমিট্রি কবরস্থানে দাফন করা হয়। নারায়ণগঞ্জ সোসাইটির পক্ষ থেকে মরহুমের জন্য সকলের কাছে জান্নাত নসিব কামনা করে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

আটলান্টিক সিটিতে ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

প্রেমীদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল আয়োজনস্থল। র‍্যাম্পে একের পর এক নতুন ডিজাইনের পোশাক নিয়ে হাজির হয়েছিলেন মডেলরা। দেশ-বিদেশের ডিজাইনারদের সৃজনশীলতা, পোশাকের বৈচিত্র্য এবং আধুনিক ফ্যাশন ট্রেন্ড উঠে এসেছিল এবারের আয়োজনে। ফ্যাশন শোর পাশাপাশি পুরো আয়োজন জুড়ে ছিল সৃজনশীলতা, বিনোদন ও নেটওয়ার্কিংয়ের নানা সুযোগ। এতে অংশ নিয়েছিল ফ্যাশন ডিজাইনার, মডেল, উদ্যোক্তা এবং ফ্যাশন অনুরাগীরা। এবারের আটলান্টিক সিটি ফ্যাশন উইক আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, আয়োজনটি উদযাপন করেছে তার ১৫তম বার্ষিকী। ২০১১ সালে যাত্রা শুরু করা এই আয়োজন বছরে তিনবার অনুষ্ঠিত হয়। সময়ের সঙ্গে এটি আটলান্টিক সিটির ফ্যাশন ও সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডারে একটি পরিচিত আয়োজন হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। ফ্যাশন স্টাইল ম্যাগাজিন ও কিংবি মিডিয়ার অংশীদারিত্বে আয়োজিত আটলান্টিক সিটি ফ্যাশন উইকে অংশ নিয়েছেন হাজারো ফ্যাশনপ্রেমী।

ZILLUR TAX ACCOUNTING & INSURANCE SERVICES
Tax Filing & Payroll
IRS Audit Assistance
Insurance &
Real Estate Services
Zillur Rahim
EA, CAA, MBA
IRS Enrolled Agent
OUR SERVICES
Personal Tax Filing
Business Tax Filing
New Business Setup
Home & Business Insurance
Immigration Services
ITIN Number Application
Notary Services
zillurincometaxnyc@gmail.com
www.zillurtaxandinsurance.com
Cell: 646-322-3254
Office: 718-374-3110
88-11 169 Street, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432

PEOPLE N TECH
A Global Leader In IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
Selenium Automation Testing
SQL Server Database Administration
Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
347-425-3878
careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

MOHAMMAD ZAHID ALAM
PRESENTS
সংগীত মানুষকে এক করে সংস্কৃতি আমাদের পরিচয়
সুরে সুরে ভালো লাগার এক মিলনমেলা
লাইভ কনসার্ট
কনা
ইমরান
ঝিলিক
০৩ অক্টোবর শনিবার
সন্ধ্যা ৬টা
ইভ্যাঞ্জেল ক্রিস্টিয়ান সেন্টার
39-20 27TH ST. LONG ISLAND CITY, NY 11101
আয়োজনে
TEH BEAUTIFUL LADIES OF USA
জেনারেল $30
ভিআইপি $50
ভিভিআইপি $100
টিকেটের জন্য স্ক্যান করুন
Zahid Alam
+1(929) 328-5971
President & CEO NYSDC
আপনাদের সবার জন্য আমন্ত্রণ
CONTACT | SILVEE AKOND & NADIA CHOWDHURY

এই সপ্তাহের কবিতা

ফরাসি সনেট

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

যেথায় দুর্গম গিরি বিস্তৃত কান্তার,
অজানার পথে ভ্রম তিমির অকূল।
ভাঙিলে শাসন বিধি মোহের মাশুল,
প্রাচীরের ঘেরা বাগে সুবাস অপার।

তর্জনী হেলিলে বজ্র বিষম হুঙ্কার,
মানিয়াও হিয়া তবু অশান্ত ব্যাকুল।
কাঁটার শূলেই বিঁধে পুরাতন ভুল,
অদম্য আবেগে খুঁজে অন্য পারাবার।

সীমানার রেখা যেন চেতনারই রূপ,
অবারিত দ্বারে খোলে অন্তর স্বরূপ।

স্বপ্নের ডানায় মেলে প্রত্যাশার সুখ,
নতুন দিগন্ত ডাকে, ছিঁড়ে সব ডোর।
দূর নীলিমায় মেশে উজাড়িয়া বুক,
অবদম টানে পায় আলোকিত ভোর।

ঘুষ

বিভাস গুহ

ঘুষের বাজার চরম এখন
সকল অফিস পাড়ায়
কারো এমন সাধ্যতো নেই
ঘুষ ছাড়া ফাইল নাড়ায়।

ছোট বড় যে কাজই হোক
ঘুষই কাজের কাজি
ঘুষটা দিলে তবে কর্তা
কাজটা করতে রাজি।

নইলে বলে কর্তাবাবু
আছি ভীষণ চাপে
লাগবে সময় কাজটা হবে
তবে ধাপে ধাপে।

কয়েকটা দিন পরে আসেন
কাজটা রাখব করে
আমার কী আর লাভটা বলুন
ফাইলটা রেখে ধরে।

বুঝেনইতো মশায় এখন
বাজার কেমন চলে
উপরি কিছু দিলে কর্তা-
বাবুর মনটা গলে।

বাবুর মনের গোপন খবর
দিলাম কিন্তু বলে
ভেবেচিন্তে দেখেন মশায়
ভিড়বেন কিনা দলে।

আমি মশায় ছাপোষা লোক
কর্তার মতে চলি
কর্তা যেটা বলতে বলে
সেটাই শুধু বলি।

শিশির পড়ে ঘাসে

মাসুদ রানা

সকাল সকাল পাখি ডাকে মিষ্টি সুরে সুরে,
এদিক-সেদিক উড়ে বেড়ায় যাচ্ছে অনেক দূরে।
শিশির পরে ঘাসের উপর রোদের আলো ঝরে,
রাখাল ছেলে বাঁশি হাতে মাঠের পথে ধরে।

মাঠের মাঝে ঘুরে বেড়ায় দোয়েল শ্যামার দলে,
নদীর পারে কাশবন ফুলে হাওয়ার সাথে দুলে।
শাপলা পাতার বুকে জুড়ে ডাহুক পাখির বাসা,
দুজন মিলে ঘর-বাঁধিবে মনে অনেক আশা।

নতুন ধানের পাতায় পাতায় সবুজ গালিচার সুখ,
কৃষকের ওই বেঁচে থাকার স্বপ্নের মাঠেতে বুক।
কানা বগে বসে থাকে একটা মাছের আশায়,
ঘন্টার পরে ঘণ্টা বাজে ধৈর্য নাহি হারায়।

বাবলা ফুলের গন্ধে গন্ধে ফুলে ভোমর উড়ে,
মধুর নেশায় ভোমর দলে ফুলের উপর ঘুড়ে।
ফড়িং উড়ে সবুজ ঘাসে পাখি এসে ধরে,
পেট ভরিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাঁশ-বাগানের তরে।

সন্ধ্যা হলে ঘরে ফেরে রাখাল গরুর পালো,
খালে-বিলে জল শুকিয়ে হাঁটু জলে এলো।
নীল আকাশে উড়ে চলে বগের সারি সারি,
নদীর ধারে কলসি কাঁখে সুন্দরীর দল নারী।

আলোর শহর

আনজানা ডালিয়া

তোমার মুখটা যেন সুচারু পটে আঁকা
যেন ওই রাজার কুমার স্বপ্নে দেখা
তোমাকে সমুদ্রে দেখি, পাহাড়ে দেখি, দেখি মেঘলোকে
এই তো আমিও আছি তোমার সন্মুখে
দখিনা হাওয়ায় রটাবে আরাধ্যের ফুল
কখনও বলবেনা তুমি জীবনের ভুল।
গোটা এক আলোর শহর আঁকবো ওই চোখে
যেখানটা কুয়াশার ভিড় রেখেছে ঢেকে।

ঢেউ

মাহনূর রহমান

সাগরের পারে এই মনটা যেন
নিঝুম ডাকাডাকি করে যে,
নির্মল ঠান্ডা বাতাসে
মেঘের পারাপার দেখে যে।

কি যেন এক অবিরাম দেশে
নিজের অজান্তে ঘোরে যে,
ঢেউয়ের ঝিমঝিম গমনে
সরল এই হওয়া গমগম করে যে।

আমি তো আমার নিত্যনতুন
জীবনের গল্প শুনি যে,
সাগরের এই ঢেউয়ে আমার আমি
নীল দোলনায় দুলি যে।
শান্ত মনের গোধূলিতে
রমরমা স্বপ্ন বুনি যে।

স্নিগ্ধ শরতের শান্ত রূপ

মশিউর রহমান রুবেল

ঋতুর রাণী শরৎ সুন্দর
স্নিগ্ধ ও অপরূপ রূপ,
শ্বেত-শুভ্র চারিদিকে আজ
শান্তিময় এক চুপ।

নির্মল শুভ্রতা ও শান্তিময় পরিবেশ
ছড়িয়ে পড়েছে ভুবনে,
আবছা আলোয় শিউলিরা হাসে
ভোরের আকুল পবনে।

নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা
ভেসে চলে অবিরাম,
সবুজ ঘাসেতে শিশিরবিন্দু
ঝরায় মুক্তোর দাম।

কাশফুলের নরম ছোঁয়া নিয়ে
বাতাস করে খেলা,
রূপালী আলোয় কাশবনে
বসেছে রূপের মেলা।

এই অনাবিল সৌন্দর্য দেখে
জুড়ায় যে আঁখিমন,
শরতের প্রেমে ব্যাকুল হয়
ক্ষণিকের এ জীবন।

শরৎ সুন্দর ঋতু

মো. সৈয়দুল ইসলাম

গ্রীষ্মের কি প্রচণ্ড তাপ,
আহ! বর্ষার অবিরাম বৃষ্টি
এই দুইয়ের বিদায়ে শান্ত রূপ নিয়ে দেখা দেয় শরৎ।
শরৎ স্নিগ্ধ, সুন্দর এক ঋতু
শরতের আকাশ থাকে নীল,
ডানা মেলে সেথায় উড়ে গাঙচিল;
হালকা মেঘেরা সাদা তুলার মতো এদিক ওদিক ভেসে বেড়ায়।
শরতে কাশফুল ফোটে,
বাহ্ খুকির, একটিবার দেখার ইচ্ছে জাগে
কচি খুকি লিপস্টিক ঠোঁটে নীল শাড়িতে ছুটে কাশবনে।
পুবাল হাওয়ায় কাশেরা দোল খায়,
কাশফুলের দোল দোল দৃশ্য মুগ্ধ করে সবার মন।
খালে-বিলে শাপলা ফোটে,
সাদা শাপলা, কোথাও আবার লাল
ভোরের শাপলা দেখতে কতোই না সুন্দর!
শিউলি কামিনীও শরতের ফুল,
ফুলের সুবাসে চারপাশ থাকে ভরপুর;
কোমল মন যেতে চায় না তাই দূর।
শরতের সকালে ঘাসের ডগায় শিশির হাসে,
এ যেনো মুক্তার হাসি---
শরতের অপরূপ সৌন্দর্য্য নয়ন কাড়ে;
বারবার কাছে টানে,
যতোই দেখি প্রাণ জুড়িয়ে যায় ;
মানুষের মনে শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয় এই শুভ্র শরত।

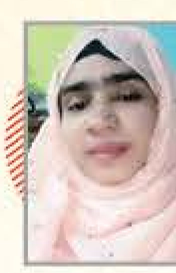

শরতের চিঠি

রাহেলা আক্তার

শুভ্র মেঘের ভেলায়
ভেসে বেড়াবো অর্ণবের অসীম নীলে-
তপ্ত দেহের পারফিউমের গন্ধ,
হাতছানি দিয়ে ডাকবে শরতের শুভ্র কাশবনে।
অজস্র কাশফুলের সমাহারে, প্রণয়ের
বুকপকেটে ধারণ করবো অসীম নীল।
অভিমানী মেঘের অশ্রু মুছে দিবো,
শুভ্রতার ছোঁয়ায় ভেসে যাবো
শরতের প্রেম যমুনায়।

ভুঁইচাঁপা মাঝে দিয়ে,
গাঁথি শিউলি ফুলের মালা
পরাবো বলে শরতের গলায়।
উড়ো মেঘের ডানায় ভর করে
হারিয়ে যাবো শুভ্রতার ছোঁয়ায়।
বছর শেষে শরৎ আসবে বলে
প্রণয়পটে জানান দেয় চিঠি দিয়ে,
অপেক্ষায় থাকি বিশ্বাসের মোড়ক নিয়ে।

এই সপ্তাহের কবিতা

সেদিনের কথা

এবিএম সালেহ উদ্দীন

(ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নিহতের স্মরণে)

১.
যখন
অন্ত কামনার মঞ্চে দোল খেতে খেতে
প্রজাপতি খেলা করছিল ভোরের হাওয়ায়
ওয়াশিংটন স্কোয়ারের কবুতরের সাথে
ফুলের গায়ে পুষ্প-পরাগের উঠানামা
শরতের ঘোলাটে মেঘের আড়ালে
ঢেকে গেল উড়ন্ত বিমান
সমুদ্রের ক্ষুদ্র স্রোতের মতো
মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়া আগুনের লেলিহান শিখায়
আমাদের নিয়ে গেল সন্তাপের সীমানায়
আমি স্তম্ভিত, হতবাক!-দাঁড়িয়ে দেখলাম
১১০ তলা থেকে পতাকা উড়িয়ে বাঁচার আকুতি
অপরদিকে ধ্বংসস্তূপের মাঝে
অগ্নিনির্বাপণকারীরা সিঁড়িতেই ঝরে গেল নিমিশে
সুউচ্চ টাওয়ারগুলো নেই
চোখের পলকে পাথর আর মানুষের কঙ্কাল ছাই
সবকিছু ধূলিসাৎ হয়ে গেছে! কিন্তু আগুন থামেনি!
সন্ত্রাসের ভয়ার্তরূপ দেখে বিবশ হয়ে যাওয়া
বিবেকবোধকে থামিয়ে দিয়ে
আজও ধেয়ে চলেছে মানববিধ্বংসী সন্ত্রাসবাদ!
সুপার পাওয়ারের পাতানো খেলায়
গ্রাস করে চলেছে মানবসভ্যতা
আকাশ নিস্তুপ,-নিথর পৃথিবী
বারুদপুঞ্জের ধূমায়িত বিষেরের তীব্রতায়
নারী ও শিশুর গলিত লাশের বহর
দিগন্ত জুড়ে আর্তনাদের সমূহ কান্নায়
তীব্র দাহনে তবুও মানুষ বাঁচাতে চায়
কেননা,-এই সুন্দর পৃথিবীর আলো-আঁধারি
সবই মিথ্যে হয়ে যাবে!
তাই তো-
এখনও ছুটে চলে
জীবনের প্রত্যাশায়
২.
সেদিন
অফিসে পৌঁছানোর পথেই শুনি
কর্তব্যটানে চলে গিয়েছে,-'টুইন টাওয়ারে'
মানুষ ছুটছে দিকবিদিক
এরইমধ্যে খবর এলো,-ক্রিস্টিনা নেই!
আমার হৃৎপিণ্ডের ভেতরে তীব্র দাহন
মুহূর্তেই থেমে গেল সময়ের কণ্ঠস্বর
গোল হয়ে যাওয়া আগুনের তীব্রতা:
এতো ধ্বংস আর দাহনের জ্বালা
কতকাল বহন করবে নশ্বর পৃথিবী
আধুনিক সহিংসতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
অতৃপ্তি হিংস্রতার তীব্র দাহনে
জ্বলে পুড়ে ছাই হওয়া দেহগন্ধের ধূমায়িত বাতাসে
আমরাও জড়িয়ে পড়েছি নিকষ অন্ধকারে
এইসব
অভিশপ্ত মিসাইলের বারুদগন্ধ আঁধারে
আর কতকাল
প্রতীক্ষার প্রহর গুনবো?
বিবেকবান মানুষের সন্ধানে...

জান্নাতের দুয়ার

লুৎফুর রহমান চৌধুরী

ঠেলে দিলে যারে তুমি
সে তো তোমার মাতা
পাগল হয়ে খুঁজবে একদিন
হারিয়ে ওই ছাতা।

ধন পেয়ে চিনলি না ধন
ওরে কুলাঙ্গার
নিজের হাতে বন্ধ করলি
জান্নাতের দুয়ার।

মায়ের আঁচল ভিজে গেছে
দুচোখেরই জলে
বোবার মতো বসে থাকে
ফিরে আসবে বলে।

সময় থাকতে সঠিক পথে
এসো এবার ফিরে
পিতা মাতার অনেক স্বপ্ন
তোমাকে যে ঘিরে।

জান্নাত পেতে হলে অধম
ধরো মায়ের চরণ
হয়তো মাতা ক্ষমা করে
করবে আবার বরণ।

শরত আসে

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

শরত আসে মনটা সুখে
তাক ধিনা ধিন,
মিঠেল রোদে সবুজ গাঁয়ে
আলো ভরা দিন।
শরত আসে ডাকছে পাখি
রঙ নীলে মেলা,
সবুজ শোভা রূপের হাসি
শিশু করে খেলা।
শরত আসে কাশের বনে
কাশ ফুলে ঘ্রাণ,
রাঙিয়ে যায় দু'চোখ আহা!
রঙে রাঙা প্রাণ।
শরত আসে দেশের গান
চাষি কণ্ঠে ধরে,
নূপুর পায়ে ঝুমুর পায়ে
খুকু নৃত্য করে।
শরত আসে বাজছে ঢোল
পূজা সাজে ধুম,
সারা পাড়ায় রঙিন বাতি
নেই চোখে ঘুম।

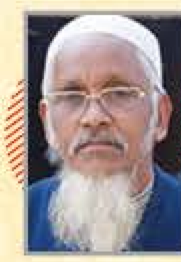

ঝরলো কত তাজা প্রাণ

মো. রজব আলী

অধিক তাপে বরফ গলে
আসলো যখন হড়পা বান,
অকালেতে সেই বানেতে
ঝরলো কত তাজা প্রাণ।

ত্বরিত বেগে নেপালেতে
ঢুকলো যখন বানের জল,
ঘর বাড়ি ও খেতের ফসল
দেখতে দেখতে হলো তল।

তরতাজা সব মানুষগুলোর
বন্ধ হলো জীবন শ্বাস,
বানের জলে ভেসে গেলো
হাজার হাজার মৃত লাশ।

গরু মহিষ ছাগল ভেড়া
অগণিত ভেসে যায়,
কেউ রাখেনি কারো খবর
প্রাণ বাঁচানো ছিলো দায়।

কারো বাড়ি কারো গাড়ি
এক মুহূর্তে হলো শেষ,
বানের জলে পানির তলে
ডুবলো তখন সারা দেশ।

বাজার মূল্য

ফেরদৌস জামান খোকন

বাজার করতে গেলেই আমরা
চিন্তা করতে থাকি,
অল্পতেই যে টাকা শেষ হয়ে
কেনাকাটা থাকে বাকি।

মাছ কিবা গোশ সেটা দূরে থাক
সবজি কিনতে শেষ,
বাজার করতে লাগবে হাজার
তবুও চলছে দেশ।

ধনীর ঘরের দুলাল দেশের
সুখেতে বসত করে,
লুটপাট করা টাকা দিয়ে তরা
সুখ কিনে আনে ঘরে।

ছেলেমেয়ে বলে মাছ খাবে ঝোলে
পুঁটিমাছ কিনে আনি,
মাছ দেখে তারা হয়ে দিশেহারা
চোখে টলমল পানি।

আহা কত দিন আমাদের মত
বাজার করতে গিয়ে,
আশা নিয়ে যাই কিছু কিনে খাই
ভেঙে যায় জানি হিয়ে।

আলো-ছায়ার লুকোচুরি

এম. আবু বকর সিদ্দিক

শরৎ রানি এলো হেসে
সাদা বসন পরে,
বৃষ্টি করে বিদায় ক্ষণে
বলল নত স্বরে।

রানি তোমায় প্রণাম করি
রাজ্যটা নাও হাতে,
আর কটা দিন মায়ারভোরে
থাকব তোমার সাথে।

শুভ্র মেঘের পিঠে বসে
শরৎ রানি হাসে,
কালো মেঘে নূপুর বাজায়
বসে রানির পাশে।

সূয্যি মামা মুখটি ঢাকে
মেঘের আঁচল টেনে,
সুযোগ পেলে উঁকি মারে
আর্দ্র এ জমিনে।

দিনটা জুড়ে আলো-ছায়ার
লুকোচুরি খেলা,
কাশফুলেরা হাওয়ার তালে
নাচে সারাবেলা।

জীবনের কাব্যানুবাদ

আরিয়ান আহমেদ

জীবন কখনো তুচ্ছ নয় তো, নয় তো হেলায় ফেলার,
যেখানে যেমন, চলুক সেখানে মানিয়ে নেওয়ার খেলা।
অভিযোগ ছেড়ে মানিয়ে নেওয়াতেই জীবনের যত সুধা,
নইলে তো বাড়ে আত্মপ্রবঞ্চনা, বাড়ে যে আত্মক্ষুধা।

আঘাত ছাড়া কি পূর্ণতা পায় মাটির গড়া ওই থালা?
ধাক্কা না খেলে শেখা হয়ে ওঠে জীবনের পাঠশালা।
কেউ পায় কম, কেউ পায় বেশি- বেদনার এই ঋণ,
আঘাতের ঊর্ধ্বে যায়নি তো কেউ, কাটেনি ব্যাকুল দিন।

যা কিছু পাওনি, যা হারিয়েছ, দুঃখ যে যত গভীর,
জেনে রেখো তা-ই মানবের বুকে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যছির।
সামান্যতম দুঃখের ছোঁয়া রূপান্তর আনে প্রাণে,
ছোট অনুশোচনা নতুন গল্পে ভাঙা মন ডেকে আনে।

ঝড় পেরোলেই ফুটবে আলো, সহনশীলতার সাথে,
সুন্দর এই জীবন ফুটুক প্রজ্ঞার ফুলপাতে।

নীরব কান্না

মহসিন আলম মুহিন

নীরবে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু মানে না বারণ কেন,
মনের অজান্তে নীল দিগন্তে হারায় মনটা যেন।।

হাহাকার বুকে শূন্যতায় ধুকে একপেশে আজ জীবন,
ক্লান্ত তনু মন দুমড়ে মুচড়ে ক্ষীণ-বেঁচে থাকার ধরণ।।

যায় না বোঝানো মনের ভাষা! বোঝেনা অন্তর জ্বালা,
অকুল দরিয়ায় কুল পাওয়া তার বিষাদে হিয়া কালা।।

আপন যারা কেহ নেই তারা! জীবনের আশে পাশে,
বিষে বিষে দেহ নীল রং ধরে নয়নেতে জল ভাসে।।

অধজনদের, মুখখানি যে তার! বোঝা যায় আচরণে,
অহেতুক কথা, সাথে উগ্রতা কারণে বা অকারণে।।

বলার নেই ভাষা! শুধুই যে হতাশা! জীবন চলে না থামা!
ঘুম ঘুম চোখ! বুকের গহীনে শোক! ফিকে হয় সব আশা।

Iran will never bow down

Pezeshkian says in UN speech

Ajkal Desk

Iranian President Masoud Pezeshkian addressed the UN General Assembly on Wednesday, making strong accusations against the United States and Israel. During his speech, he held up photographs of the late former Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and Iranian schoolchildren killed in attacks. Pezeshkian said Iran would never bow down. At one point, the only US representative in the assembly hall walked out when civilian casualties were mentioned.

In his speech, Pezeshkian portrayed Iran as a victim of aggression by the United States and Israel and said his country would remain firm in its position. He said, "Iran must become stronger to avoid threats and protect the country's future from being put at risk. Our defence system has been designed so that no one can think they can bomb Iranian cities and get away without accountability."

The Iranian president said his country does not want nuclear weapons. However, he said Iran would not accept any restrictions on its civilian nuclear programme.

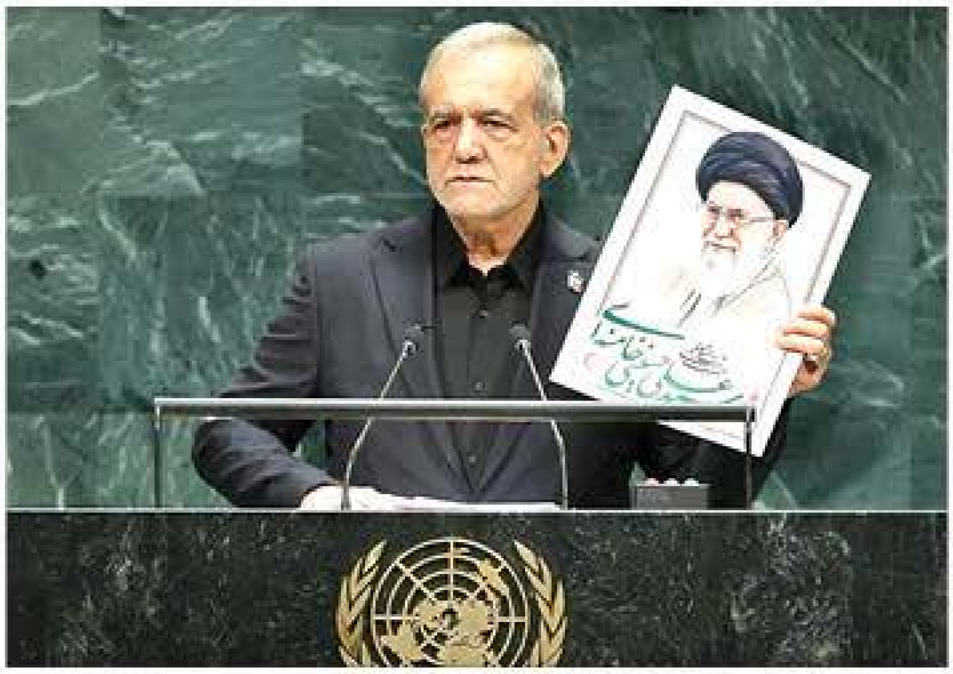

Pezeshkian holds up photos of Iranian schoolchildren killed in the attack — Reuters

Tehran and Washington have been at odds for years over Iran's nuclear programme. Iran insists that any agreement must allow it to enrich uranium for medical research and electricity generation. Washington, however, opposes any form of uranium enrichment.

Pezeshkian said, "Peaceful nuclear technology is part of our natural progress as a country."

He also reiterated Iran's longstanding demand for the withdrawal of US military forces from the Middle East. Pezeshkian said, "Our regional problems must be resolved by the countries of this region, within the region itself. We must not become pawns in the games of outside powers."

Before the war, the Strait of Hormuz was a route for transporting one-fifth of the world's oil and liquefied natural gas (LNG). The strategically important waterway has now become one of the main flashpoints of tensions between Iran and the United States.

Pezeshkian said in his speech, "It cannot be that everyone benefits from the Strait of Hormuz while we are denied the opportunity to have ships pass through this waterway. The permanent deployment of hostile naval fleets and the expansion of war will not bring peace."

Pezeshkian also criticised Israel's attacks on Iran. Israel has featured prominently in the speeches of almost all Middle Eastern leaders who have addressed the General Assembly so far. They have expressed anger over Israeli military operations against Palestinians as well as Israeli attacks in Iran, Lebanon and Syria.

Pezeshkian also suggested that there are double standards within the international community. He said, "Israel kills, but Iran is sanctioned. This is truly a tragedy that, when heard, the only possible reaction is for someone to laugh." Towards the end of his speech, Pezeshkian said, "We will never bow down or kneel. We are ready for dialogue, diplomacy and negotiations. Continued on page 26

Tarique lays out five-point Rohingya roadmap for 'safe, dignified' return to Myanmar

Anik Raj

Prime Minister Tarique Rahman has called for concerted international action to create the conditions for the safe, voluntary and dignified return of Rohingya refugees from Bangladesh to Myanmar, putting forward a five-point plan at a high-level UN meeting.

He said Bangladesh had fulfilled its humanitarian duty towards the refugees and urged the international community to show the same resolve in addressing the crisis and creating conditions for their return.

"Bangladesh has carried its responsibility with humanity. Now the international community must carry its responsibility with conviction.

"If the necessary [conditions] are created, Bangladesh will be ready to facilitate Continued on page 26

World leaders jostle over dangers as Donald Trump backs 'SI'

Ajkal Desk

World leaders jostled over how to address the dangers of the fast-advancing technology yesterday after President Donald Trump announced that the US government would rename artificial intelligence "super intelligence" in official communications.

AI has become a major topic at the UN General Assembly after incidents of the technology falling out of the control of humans and warnings by company insiders drew global alarm and calls for better government supervision of the industry.

Speaking to the assembly, Trump stood by his firm opposition to regulating AI, while arguing the word "artificial" undersold the technology and voicing hope the rest of the world would adopt the new term. Super Intelligence "sounds much better" and "it's much more accurate," he said.

The rebrand is the latest in a series of renamings pursued by the Trump administration, which changed the Gulf of Mexico to the Continued on page 26

Taylor Swift to release expanded 'The Life of a Showgirl

Ajkal Desk

Taylor Swift has announced a deluxe edition of her record-breaking 2025 album, titled "The Life of a Showgirl: The Encore", set for release this Friday, according to Variety.

The surprise expanded edition features four newly recorded songs -- Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding, and Babylon -- born out of a spontaneous celebration in Sweden with producers Max Martin and Shellback to mark the original record's historic opening week.

The additions complete a 16-track sequence, resolving weeks of fan speculation following cryptic clues in the Opalite music video and a recent sketch during the Emmy Awards broadcast.

The new tracks will arrive across digital streaming platforms at midnight on Friday, featuring cover artwork by fashion photographers Mert Alas and Marcus Piggott, though no physical formats have yet been confirmed.

The release also puts an end, for now, to speculation that Swift would release Taylor Swift (Taylor's Version) this autumn to mark the 20th anniversary of her debut album.

Donald Trump and Mamdani Reach Understanding on Housing Issue

Shah Nawaz

Trains running below, with a new community built above—featuring 12,000 affordable housing units, schools, parks, and health centers. Potentially creating around 30,000 jobs. New York Mayor Zohran Mamdani envisions building such a new urban area over the vast Sunnyside Rail Yard in Queens. However, the key to realizing this dream—discussed for nearly a century—now lies with Washington. It requires over $21 billion in federal aid and multiple federal approvals. To secure this cooperation, Mamdani presented the project once again to President Donald Trump at Gracie Mansion on Monday, September 21. While no funding commitment was secured, both administrations agreed to advance the discussions further.

Trump, who was in New York for the UN General Assembly session, met with Mamdani at the mayor's official residence on Monday. Despite significant political and policy differences between the two leaders, the meeting prioritized finding areas of cooperation to address New York's housing crisis and the high cost of living.

(Photo Credit: Chip Somodevilla/Getty Images)

The approximately 180-acre Sunnyside Rail Yard in West Queens is not merely vacant land; trains from Amtrak, the Long Island Rail Road, and New Jersey Transit operate across it. The plan involves constructing a massive deck over a large portion of the rail yard while keeping train operations running. This deck would effectively become new land, upon which housing and civic infrastructure would be developed in phases.

The Mamdani administration's plan includes the construction of 12,000 affordable housing units here, with approximately 6,000 designated as mixed-income housing. There are also plans to build schools, parks, healthcare centers, and other civic amenities. According to City Hall estimates, the project could generate around 30,000 unionized jobs. The project's greatest challenge is funding. Constructing a massive platform over active railway lines is extremely expensive and engineering-wise complex. Last February, during a meeting with Trump at the White House, Mamdani had also sought over $21 billion in federal aid for the project. According to City Hall estimates, if implemented, the project could become one of the largest housing and infrastructure investments in New York in over five decades.

Trump did not announce any funding during Monday's meeting, though he did not dismiss the project's potential either. Noting that he was familiar with the Sunnyside area, he remarked that discussions regarding the development of the rail yard had been ongoing for nearly 50 years, and an opportunity to finally implement the plan might now exist.

Following the meeting, Mamdani stated that a new phase of discussions would begin between City Hall's housing and operations teams and relevant White House officials. However, he acknowledged that there was still "a long way to go" before the project could become a Continued on page 26

Supplementary Agreement Signed Between Biman Bangladesh Airlines and Boeing for the Acquisition of 11 Additional Aircraft

Ajkal Desk

A supplementary agreement has been signed between Biman Bangladesh Airlines, the national flag carrier of Bangladesh, and Boeing, the leading US aircraft manufacturer, for the acquisition of 11 additional state-of-the-art Boeing aircraft.

Rumi A. Hossain, Chairman of the Board of Directors of Biman Bangladesh Airlines, and Brad McMullen, Senior Vice President of Commercial Sales and Marketing at Boeing, signed the agreement on behalf of their respective organizations at a ceremony held on the sidelines of the United Nations General Assembly session in New York, USA.

The signing ceremony was attended by M. Rashiduzzaman Millat, Minister of Civil Aviation and Tourism of Bangladesh; Humayun Kabir, State Minister for Foreign Affairs; Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun, Chairman of the 'Invest Bangladesh' authority; Mahdi Amin, Advisor to the Prime Minister; Howard Lutnick, US Secretary of Commerce; and Christopher Landau, US Deputy Continued on page 26

Trump's Crackdown on Immigration

No Green Card for Those Receiving Government Aid

Manowarul Islam

The Trump administration has introduced new restrictions for immigrants seeking Green Cards. Those who avail themselves of government services may be deemed ineligible for a Green Card; for instance, recipients of benefits such as Medicaid, food stamps, or housing assistance will face limited prospects of obtaining a Green Card or citizenship. This decision came into effect last Friday, although 22 states have filed lawsuits challenging the policy.

Applications from immigrants seeking lawful permanent resident status (Green Card holders) may be rejected if they—or certain relatives—receive government benefits such as Medicaid, food stamps, or even financial aid for students.

Green Card holders are permitted to live and work permanently in the United States. Attaining this status is the final step toward citizenship. This policy marks the latest move by the Trump administration aimed at curbing legal immigration and discouraging people from enrolling in welfare programs.

The administration had introduced a similar policy during President Trump's first term, but it was subsequently blocked by court orders. This week, 22 states filed lawsuits against the new policy. They have termed it a "disastrous" move that will force families to face a difficult choice: either forgo government assistance essential for meeting basic needs or risk future deportation.

According to the Department of Homeland Security's own estimates, approximately 10 million people could withdraw from government assistance programs under this policy, potentially saving the government millions of dollars.

What is the "public charge" rule?

Since 1882, the federal government has withheld Green Cards from immigrants deemed likely to become a "public charge"—meaning individuals who might become dependent on Continued on page 26

Beauty to receive 'Distinguished Teacher' honour after viral 'Shraboner Megh' video

Ajkal Desk

Beauty Rani Pal, headteacher of Pithaitikor Government Primary School in Fenchuganj, Sylhet, who came into the spotlight after posting a video of herself walking and dancing to the song 'Shraboner Megh' on social media, has been selected for the district-level 'Distinguished Teacher' honour.

Alongside her, six other teachers from Sylhet have also been selected for the honour at the district and divisional levels. According to sources at the Sylhet district and divisional primary education offices, the selection process at the primary school level has been completed ahead of World Teachers' Day on October 5.

The other three teachers selected at the district level are Md Jamal Uddin Laskar, headteacher of Jahiria Government Primary School in Sylhet Sadar upazila; Mosammat Nurjahan Begum, headteacher of Adampur Government Primary School in Osmaninagar upazila; and Adori Rani Das, assistant teacher at No. 1 Chowdhury Bazar Government Primary School in Golapganj upazila.

The district primary education office said the teachers were selected at the district level from among those shortlisted from different upazilas. The information of the selected teachers was sent to the divisional office in a memorandum signed by District Primary Education Officer Sakhawat Ershad on September 21.

Meanwhile, three teachers from four districts of Sylhet Division have been selected as 'Distinguished Teachers' at the divisional level. They are Latifa Nilufer, headteacher of Giasnagar Government Primary School in Moulvibazar Sadar upazila; Dolly Rani Deb, headteacher of Gajnaipur Government Primary School in Nabiganj upazila of Habiganj; and Md Nurul Alam, headteacher of Nayabandi Government Primary School in Madhyanagar upazila of Sunamganj. A letter signed by Acting Divisional Deputy Director A.K.M. Saiful Hasan on September 22 said the selection process for distinguished teachers at the primary school level had been Continued on page 26

এস্টোরিয়া'র প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে পরিবার পরিজন নিয়ে ফ্রেশ এবং সম্পূর্ণ দেশীয় স্বাদের রকমারি হালাল খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

* গ্রাহকের সন্তুষ্টি ও সেবা প্রদানই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।
* সকল অনুষ্ঠানের ক্যাটারিং অর্ডার নেয়া হয়।
* সুন্দর ও মনোরম পার্টি হলে আজই আপনার বুকিং কনফার্ম করুন।

HALAL

30 -05 36th Ave , Astoria
NY 11106
Tell : 718 -392 -4071

For Catering and Party Hall Booking
Please Call :
Masum : 347 -678 -4774
Tanzil : 646 -938 -8069

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of

FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রেনোভেশন/রিপিয়ার/কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন? আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।

আমরা Binghamton এ কাজ করে থাকি

আমাদের কাজসমূহ:

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/ মেরামত
* যে কোন প্রকার প্লাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/ রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনিং
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।

Free ইস্টিমেট করা হয়ে থাকে

যোগাযোগ:

WOVENA CONSTRUCTION INC

172-11, 93 Ave, Jamaica, NY 114333

Phone: 347-822-9052, 716-828-6677

wovenatexusa@gmail.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

বিশেষ সুবিধা:
মহিলাদের জন্য আলাদা
মহিলা গাইডের
সুব্যবস্থা রয়েছে।

KARNAFULLY
TRAVEL INC.

এক্সক্লুসিভ ওমরাহ প্যাকেজ
নভেম্বর ২০২৬

ভ্রমণ তারিখ

জেএফকে - জেদ্দা	মদিনা - জেএফকে	মোট দিন
৪ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	৯ দিন (২টি জুম্মা - মক্কা ও মদিনায়)

প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:

- বিমান টিকিট (যাতায়াত)
- ভিসা
- ৫-তারকা হোটেল হারাম শরীফের কাছে (ক্লক টাওয়ারে) ভিআইপি নাস্তার ব্যবস্থা।
- লাক্সারি বাসে সম্পূর্ণ স্থল পরিবহন (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর)
- গাইডের সাথে উমরাহ পালন
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ (গাইড সহ)।
- মক্কা তায়েফ এবং মদিনা ওয়াদি-ই-জ্বিন অতিরিক্ত ভ্রমণ।
- মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা আছে।
- রাওদার পারমিট পেতে সহায়তা করা হয়।

প্রতি রুমে ৪ জন

KARNAFULLY TRAVEL INC.

37-16 73rd St. Suite #201 FR, Jackson Heights, NY 11372

facebook Karnafully Hajj & Umrah service

Office : 718-205-6050
Celll & WhatsUp : 917 691 7721
Celll & WhatsUp : 646 724 5933 (MINU)

karnafullytravel@yahoo.com | www.karnafullytravel.com

হোয়াইট হাউজে সিএনএন, এমএস নাও, পলিটিকো নিষিদ্ধ

৩ পৃষ্ঠার পর

মামলাটি দায়ের করা হয়। মামলাটির নম্বর ১:২৬-সিভি-০৩২৮৭ এবং এটি ফেডারেল বিচারক টিমোথি জে. কেলির কাছে শুনানির জন্য পাঠানো হয়েছে।
মামলায় তিন সংবাদমাধ্যম অভিযোগ করেছে, তাদের সাংবাদিকদের প্রেস-ক্রেডেনশিয়াল বাতিল এবং হোয়াইট হাউসে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টে সুরক্ষিত সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টের যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। তারা আদালতের কাছে জরুরি ভিত্তিতে একটি টেম্পোরারি রেস্ট্রেইনিং অর্ডার (টিআরও) চেয়েছে, যাতে সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউসে প্রবেশাধিকার পুনর্বহাল করা হয়। আদালতে আজ বুধবার মামলাটির অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদনের ওপর শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। বিচারক টিমোথি জে. কেলি এর আগে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে সিএনএনের তৎকালীন হোয়াইট হাউস প্রতিবেদক জিম অ্যাকোস্টার প্রেস-ক্রেডেনশিয়াল পুনর্বহালের পক্ষে সাময়িক আদেশ দিয়েছিলেন।
গত ১৮ সেপ্টেম্বর ট্রাম্প সিএনএন, এমএস নাও ও পলিটিকোকে হোয়াইট হাউস থেকে নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেন। এরপর গত ১৯ সেপ্টেম্বর তিন প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকরা হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করতে গেলে তাদের প্রেস ব্যাজ নিষ্ক্রিয় থাকার কথা জানানো হয় এবং কয়েকজন সাংবাদিকের ব্যাজ সিক্রেট সার্ভিস জব্দ করে।
তিন সংবাদমাধ্যমের অভিযোগ, তাদের প্রতিবেদন ট্রাম্প প্রশাসনের পছন্দ না হওয়ার কারণেই প্রবেশাধিকার বাতিল করা হয়েছে। মামলায় তারা বলেছে, সংবাদমাধ্যমের প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে সরকারি প্রবেশাধিকার সীমিত করা হলে তা মতভিত্তিক বৈষম্যের প্রশ্ন তৈরি করে। তারা আরো বলেছে, এ ধরনের পদক্ষেপ বহাল থাকলে ভবিষ্যতে অন্য সংবাদপ্রতিষ্ঠানও সরকারের অপছন্দের প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে একই ধরনের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারে।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। গত ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি বলেন, হোয়াইট হাউস মুক্ত সংবাদমাধ্যমের ওপর আক্রমণ করছে না; বরং তার ভাষায়, প্রশাসন ফেক নিউজ-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। হোয়াইট হাউসও বলেছে, প্রেসের স্বাধীনতা সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত হলেও কোনো নির্দিষ্ট সংবাদপ্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকের হোয়াইট হাউসে প্রবেশাধিকার সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত নয়।
এই বিরোধের মধ্যে প্রেসিডেন্টের নিয়মিত টেলিভিশন প্রেস পুল নিয়েও নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সিএনএনকে প্রেস পুলের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর অন্যান্য বড় টেলিভিশন নেটওয়ার্কও ট্রাম্পের নিউইয়র্ক সফরের ভিডিও কভারেজ নিয়ে যৌথভাবে কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ট্রাম্পের সফরের কিছু কর্মসূচি নিয়মিত টেলিভিশন পুল কভারেজ ছাড়াই অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়।
মামলায় সংবাদমাধ্যমগুলো ১৯৭৭ সালের একটি ফেডারেল আপিল আদালতের নজিরসহ আগের কয়েকটি মামলার কথা উল্লেখ করেছে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে সিএনএনের সাংবাদিক জিম অ্যাকোস্টার প্রেস পাস বাতিলের ঘটনায়ও আদালত সাময়িকভাবে তার প্রবেশাধিকার পুনর্বহাল করেছিল। বর্তমান মামলায় সেই আইনি নজিরগুলোর প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই আদালতে যুক্তি উপস্থাপন করা হবে।

জনগণের সম্পদ রক্ষা পবিত্র কর্তব্য

৫ পৃষ্ঠার পর

ভারতসংলগ্ন পঞ্চগড়ে জ্বালানি তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, ১৯৮৯ সালে সেখানে ঢাকঢোল পিটিয়ে তেল উত্তোলন শুরু হয়, উদ্বোধন করেন স্বৈরশাসক এরশাদ। কিন্তু আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের এক সপ্তাহের মধ্যেই উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়। এখন সেখানে খনির চিহ্নমাত্র নেই, লোকে চাষবাস করছে, অথচ ভারত কিন্তু সেখান থেকে ঠিকই জ্বালানি তেল উত্তোলন করে চলেছে। ওপরে থাকার ওই সুবিধা। অনুরূপভাবে বাংলা ও আসাম সীমান্তে গ্যাসক্ষেত্রে যে ভয়ানক সব দুর্ঘটনা ঘটেছে, যাতে আমাদের এলাকার শত শত কোটি টাকার গ্যাসসম্পদ পুড়ে গেছে, সেগুলো দুর্ঘটনা নাকি ঘটনা, সে নিয়ে সন্দেহ আছে, কেননা সংলগ্ন এলাকায় ওপরের দিক থেকে ভারতে গ্যাস উত্তোলন সমানে চলছে। এশিয়া এনার্জি নামের একটি ক্ষুদ্র বিদেশি কোম্পানিকে দিয়ে আমাদের উত্তরাঞ্চলে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লার খনি খনন করে সেখানকার মানুষের স্থায়ী ক্ষতিসাধনের আয়োজন করা হয়েছিল, জনপ্রতিরোধের মুখে তা কার্যকর করা যায়নি। তবু তৎপরতার অবসান হয়নি।
সবশেষে উদ্যোগটি ছিল গভীর সমুদ্রে দুটি কোম্পানিকে গ্যাস উত্তোলনের জন্য ইজারা দেওয়া। উত্তোলিত গ্যাসের শতকরা ৮০ ভাগ কোম্পানি নিয়ে নেবে, বাকি ২০ ভাগ আমরা পাব, কিন্তু আমরা তা ব্যবহার করতে পারব না, কেননা দূর সমুদ্র থেকে গ্যাস টেনে আনার মতো পাইপলাইন তৈরির সামর্থ্য আমাদের নেই, যার ফলে ওই গ্যাসও উত্তোলনকারী কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দিতে হবে। পরে আবার সেই গ্যাসই তাদের কাছ থেকেই এবং তাদের দ্বারা নির্ধারিত উচ্চমূল্যেই ক্রয় করতে হবে। সব মিলিয়ে অবস্থাটা দাঁড়াবে নাইজেরিয়ার মতো, যেখানে তেলের প্রাচুর্যই নাইজেরীয়দের জন্য দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে, এবং নাইজেরিয়া এখন বসবাসের দিক থেকে নিকৃষ্টতম দেশের একটিতে পরিণত হয়েছে।
সমুদ্রসীমা নিয়ে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিরোধ ছিল। সে বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে। যে এলাকাটি আমাদের বলে চিহ্নিত হয়েছে, সেখান থেকে গ্যাস উত্তোলনের জন্য বিদেশি কোম্পানিকে ডেকে আনা হচ্ছে। গ্যাস উত্তোলন অবশ্যই করতে হবে, না করলে আমরা জ্বালানি পাব কোথা থেকে, বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে কেমন করে, সার পাব কোথায়, ঘরে চুলা জ্বালার উপায় কী; কিন্তু উত্তোলন করা চাই গ্যাসের ওপর এ দেশের মানুষের মালিকানার অধীনে, তার বাইরে নয়। নইলে স্বাধীনতার অর্থটা কী দাঁড়াবে?
গ্যাসসম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে একটা আত্মঘাতী কাজ। মার্কিনিদের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিও দেশের সার্বভৌমত্ববিরোধী। এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বিরোধী দল পদে পদে সরকারের বিরোধিতা করে, কিন্তু এ ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে তারা আশ্চর্যজনক নিশ্চুপ। বোঝা যাচ্ছে, দেশের সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে তারা একই পথের পথিক, যে পথ দেশের জন্য মঙ্গলজনক তো নয়ই, বরঞ্চ অত্যন্ত বিপজ্জনক।
কিন্তু ইতিহাস তো এসব কাজ আগেও ক্ষমা করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। তবে সেই ভবিষ্যৎ আমরা পাব কী, যদি এখনই প্রতিরোধ গড়ে না তুলি? প্রতিরোধ না গড়লে একেবারেই আমরা শেষ হয়ে যেতাম। একাত্তর কিন্তু মিথ্যা নয়, সে বলছে মুক্তির সংগ্রাম চলবেই। এবং নিরাপত্তা অর্থে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বংশানুক্রমিক নিরাপত্তা নয়, চাই সমগ্র দেশবাসীর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা।
এই নিরাপত্তার লক্ষ্যে সংগ্রাম করার জন্য বড় রাজনৈতিক দলকে মাঠে দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু মানুষকে তো বাঁচতে হবে; তাই জনগণের সম্পদ রক্ষা করবে এমন রাজনৈতিক শক্তিকে বিকশিত করতে সচেষ্ট হওয়া দেশপ্রেমিক মানুষমাত্রেরই অবশ্যপালনীয়, কর্তব্য ও দায়িত্ব। এটা ভুললে যে ক্ষতিটা হবে, তা হবে অপূরণীয়।
লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

খেলাপি ঋণে শীর্ষে বাংলাদেশ, দায় কার?

৭ পৃষ্ঠার পর

জমে থাকা ক্ষত এখন প্রকাশ্যে এসেছে। কার্পেট সরানো হয়েছে বলেই ধুলো দেখা যাচ্ছে। তাই ধুলো দেখিয়ে কার্পেট সরানোর কাজটিকেই দোষারোপ না করে প্রশ্ন হওয়া উচিত-এত বছর ধুলো কারা কার্পেটের নিচে রেখে গিয়েছিল?
পতিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর তাঁরা বড় অঙ্কের ঋণ পেয়েছেন। এসব ঋণের বড় অংশ পরিশোধ হয়নি। অথচ খেলাপি হওয়ার পরও নানা সুবিধা দিয়ে অনেক ঋণকে দীর্ঘদিন হিসাবের খাতায় সচল রাখা হয়েছে।
ফলে ব্যাংকের হিসাবের খাতায় অনেক সময় বাস্তবতার চেয়ে ভালো একটি চিত্র দেখানো হয়েছে। একটি ঋণ কাগজে খেলাপি নয়-এর অর্থ এই নয় যে ঋণটি বাস্তবেও সুস্থ অবস্থায় রয়েছে। বহু ঋণ পুনঃতফসিল করা হয়েছে, পরিশোধের সময় বাড়ানো হয়েছে, নতুন সুবিধা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু মূল ঋণ পরিশোধ হয়নি। এভাবেই প্রকৃত খেলাপি ঋণের একটি বড় অংশ দীর্ঘদিন হিসাবের আড়ালে রাখা হয়েছে।
২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাংক খাতের চাপা পড়ে থাকা চিত্র সামনে আনার উদ্যোগ নেয়। ঋণ শ্রেণীকরণের নিয়ম কঠোর করা হয়, ব্যাংকগুলোর প্রকৃত আর্থিক অবস্থা যাচাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়, দুর্বল ব্যাংক চিহ্নিত করা হয় এবং অনিয়ম ও ঋণ জালিয়াতির অনুসন্ধান শুরু হয়।
এর ফলেই এত দিন আড়ালে থাকা খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র দ্রুত সামনে আসতে শুরু করে। বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেয়ার পরও সেই চিত্র আড়াল না করে প্রকাশ্যে রাখার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।
অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত শ্বেতপত্রেও অর্থনীতি ও আর্থিক খাতের নানা অনিয়ম, দুর্বলতা, অর্থ পাচার এবং প্রভাবশালী মহলের প্রভাবের বিষয় উঠে এসেছে। এসব পর্যবেক্ষণও দেখায়, ব্যাংক খাতের সংকট কোনো সাম্প্রতিক ঘটনা নয়; এটি বহু বছরের জমে থাকা সমস্যা।
আইএমএফের বিভিন্ন প্রতিবেদনেও ব্যাংক খাতের দুর্বল সুশাসন, দুর্বল তদারকি, শিথিল নিয়ন্ত্রণ এবং বড় ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধের দুর্বল সংস্কৃতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠিত ঋণ বিবেচনায় নিলে প্রকৃত সমস্যার আকার ঘোষিত খেলাপি ঋণের চেয়েও বড় হতে পারে। তাহলে প্রশ্ন হলো-আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ব্যাংক খাতে যে অনিয়ম ও ঋণ লুটপাট হয়েছে, তার দায় বর্তমান বিএনপি সরকারের ওপর আসবে কেন?
আরেকটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। খেলাপি ঋণের অনেক ঋণগ্রহীতা দীর্ঘদিন ধরে ঋণ পরিশোধ করেননি। কেউ কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। বছরের পর বছর আসল অর্থ পরিশোধ না হওয়ায় এর সঙ্গে সুদ ও অন্যান্য দায় যুক্ত হয়েছে। ফলে পুরোনো ঋণের অঙ্কও সময়ের সঙ্গে বেড়েছে। এই বাস্তবতায় বর্তমান সময়ে খেলাপি ঋণের যে অঙ্ক বাড়ছে, সেটি বর্তমান সরকারের সময়ে বিতরণকৃত ঋণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে-এমনটি বলারও সুযোগ নেই। বরং এখন বর্তমান সরকারের দায়িত্ব হলো- খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ্যে আনার পর সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো তা আদায় করা এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের সংকট যাতে আর তৈরি না হয়, সেই ব্যবস্থা করা।
কারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপি হয়েছেন আর কারা প্রকৃত ব্যবসায়িক সমস্যার কারণে ঋণ পরিশোধ করতে পারেননি-তা আলাদা করতে হবে। ঋণ জালিয়াতি ও ব্যাংক লুটপাটের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী মহল যাতে ব্যাংককে নিজেদের অর্থের উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।
কারণ শুধু খেলাপি ঋণের প্রকৃত অঙ্ক প্রকাশ্যে আনাই সংস্কার নয়। প্রকৃত সংস্কার তখনই হবে, যখন সেই অর্থ উদ্ধারে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং নতুন করে একই ধরনের অনিয়মের পথ বন্ধ করা যাবে।
বাংলাদেশের খেলাপি ঋণের গল্প তাই শুধু ৬ লাখ কোটি টাকার গল্প নয়। এটি গত দেড় দশকে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় জমে ওঠা অনিয়ম, দুর্বল তদারকি, ব্যাংক লুটপাট এবং ঋণসংস্কৃতির অবক্ষয়ের দীর্ঘ ইতিহাস।
২০০৯ সালের প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা থেকে ২০২৩ সালের ১ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকা, এরপর ২০২৪ সালে দ্রুত উল্লম্ফন এবং শেষ পর্যন্ত ২০২৬ সালের জুনে ৬ লাখ ৬ হাজার কোটি টাকা-এই ধারাবাহিকতা দেখলেই বোঝা যায়, সমস্যাটি কত পুরোনো এবং কত গভীর।
দেয়ালের ফাটল আজ দেখা যাচ্ছে বলে ফাটল আজ তৈরি হয়েছে-এমন নয়। বহু বছরের পুরোনো ক্ষত এবার প্রকাশ্যে এসেছে। বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের ক্ষেত্রেও সত্যটি একই।
এখন প্রয়োজন সেই পুরোনো ক্ষত আবার ঢেকে রাখা নয়; ক্ষত কোথায় এবং কতটা গভীর-তা স্বীকার করে স্থায়ীভাবে তার চিকিৎসা করা। কারণ, কার্পেট সরানো হয়েছে বলেই এখন ধুলো দেখা যাচ্ছে। সেই ধুলো আবার কার্পেটের নিচে লুকিয়ে রাখার সময় নয়; বরং ধুলো পরিষ্কার করে ব্যাংক খাতকে সুস্থ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনার সময়।
লেখক: সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ)।

জাতিসংঘ অধিবেশনে ইরানকে ধ্বংসের হুঁশিয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্পের

৩ পৃষ্ঠার পর

কূটনৈতিক বক্তব্যের ওপর নির্ভর না করে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংকটে সরাসরি পদক্ষেপ নিয়েছে। ইরান থেকে ভেনেজুয়েলা এবং গ্রিনল্যান্ড থেকে ইউক্রেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক শক্তি ব্যবহারের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি নিজের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা দেন। ভাষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ইরান। ট্রাম্প বলেন, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বড় নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং ইরান যাতে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে, সেটিই তাঁর প্রশাসনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানকে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, সামরিক পদক্ষেপের ফলে ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতার ওপর আঘাত করা হয়েছে এবং তেহরানকে এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
তবে ইরানকে নিয়ে তাঁর বক্তব্যে সামরিক হুমকির পাশাপাশি আলোচনার পথও খোলা রাখার ইঙ্গিত ছিল। ট্রাম্প বলেন, ইরান যদি একটি চুক্তিতে রাজি হয়, তাহলে দেশটি নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারে। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য একদিকে সমঝোতার সম্ভাবনা, অন্যদিকে সামরিক চাপ-দুই ধরনের বার্তাই ছিল।
ইরান প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, তাঁর সামনে একটি বড় সিদ্ধান্ত রয়েছে ইরানের সঙ্গে এমন একটি চুক্তি হবে কি না, যার মাধ্যমে দেশটি পুনর্গঠন করে নতুন ভবিষ্যতের দিকে যেতে পারবে, নাকি যুক্তরাষ্ট্র আরও কঠোর সামরিক পদক্ষেপ নেবে। তিনি ইরানের ইসলামিক রিপাবলিককে অ্যানিহিলেট বা ধ্বংস করার সম্ভাবনার কথাও প্রকাশ্যে উল্লেখ করেন। ট্রাম্পের বক্তব্য অনুযায়ী, ইরানকে এমন অবস্থায় যেতে দেওয়া হবে না, যেখানে তারা পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য দেশের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে। তবে ইরানের বিরুদ্ধে পরবর্তী সামরিক পদক্ষেপের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা সময়সীমা তিনি ঘোষণা করেননি।
তাঁর বক্তব্যে মূলত তেহরানের ওপর চাপ সৃষ্টি এবং সম্ভাব্য চুক্তির জন্য একটি কঠোর অবস্থান তুলে ধরা হয়। ট্রাম্প বিশ্বের অন্যান্য দেশকেও ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক চাপ বাড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি ইরানের ওপর 'সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা' কার্যকর করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চান। তাঁর যুক্তি হলো, ইরানের ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়ানো হলে দেশটির সামরিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা দুর্বল হতে পারে। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, ইরানকে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা গেলে জ্বালানি বাজারেও ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
বিশেষ করে হরমুজ প্রণালিতে জ্বালানি পরিবহনের ওপর ইরান-সংক্রান্ত সংকটের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, সংঘাতের কারণে তেলের দাম বেড়েছে। তাঁর মতে, ইরানের ওপর চাপ বাড়লে এবং জ্বালানি পরিবহনের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তেলের দাম আবার কমে আসতে পারে।

ঔপনিবেশিক ক্লেদাক্ত কালিমায় ম্লান হয়ে যায় নোবেলের গরিমা

৬ পৃষ্ঠার পর

জনপদগুলি উপনিবেশ-উত্তর সময়ে কেন সেই পথ অনুসরণ করতে পারে না? উন্নয়নের কক্ষপথ পরিবর্তন এত দুরূহ কেন?
ফাঁনো তো বলছেন, মানুষগুলোও ঔপনিবেশিক হতে চায় (ফাঁনো, ১৯৮৬)। যখন থেকে আমরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলা শুধু গুরুত্বই দিই নি বরং আধুনিকতার অনিবার্য উপাদান হিসেবে ভাবতে শুরু করেছি তখন থেকেই আমাদের মনস্তত্ত্বে ঔপনিবেশিকতা ঢুকে গেছে। উত্তর-উপনিবেশকালে যেমন জায়গায় ঔপনিবেশিক চিহ্ন, নিদর্শন ঢুকে থাকে এবং যা মনে হয় তথাকথিতঅনিবার্য নির্ভরতা তাকেই বলা যায় 'পোস্ট-কলোনিয়াল হ্যাঙওভার'। চীন বা ভারতে এই হ্যাঙওভারের উপস্থিতি অর্থনৈতিক। বাংলাদেশে এটি সামাজিকও বটে। তবে এই হ্যাঙওভারের উপস্থিতি মনস্তাত্ত্বিক শিকড়ে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমাদের ইংরেজ-নির্ভরতা এখনও কাটে নাই। ফাঁনোর ভাষায়, এই তথাকথিত 'ডিপেন্ডেন্সি কমপ্লেক্স', ইংরেজ ভাষার উপর নির্ভরতা, ইংরেজ আদব-কায়দার অনিবার্য উপস্থিতির ধারণা তৈরি করে দিয়েছে ঔপনিবেশিকরাই। তাঁর 'ব্ল্যাক স্কিন, হোয়াইট মাস্কস' গ্রন্থের ১৬৮ পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন,
"I wonder sometimes whether school inspectors and government functionaries are aware of the role they play in the colonies. For twenty years they poured every effort into programs that would make the Negro a white man. In the end, they dropped him and told him, 'You have an indisputable complex of dependence on the white man." (আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে স্কুল পরিদর্শক এবং সরকারি কর্মকর্তারা উপনিবেশগুলিতে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন কিনা। বিশ বছর ধরে তারা এমন কর্মসূচিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে যা নিগ্রোদের একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ করে তুলবে। শেষ পর্যন্ত, তারা তাকে ফেলে দিয়ে বলে, 'তোমার শ্বেতাঙ্গ মানুষের উপর নির্ভরতার এক অবিসংবাদিত জটিলতা রয়েছে'।)
এখানে ফাঁনো শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যকার ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বের দিকে নজর দিলেও প্রায় সবরকম উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে এই বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই নির্ভরযোগ্যতার নামে উত্তর-উপনিবেশায়নের বৈধকরণ চালানো হয়। আমাদের ইংরেজি ছাড়া গতি নাই, তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ছাড়া গতি নাই। যেন ঔপনিবেশিক শাসনকালে ইংরেজরা একটি শিরদাঁড়া তৈরি করে দিয়েছিল আমাদের যেটি ছাড়া এখনও আমরা হাঁটতে পারি না। এই নির্ভরযোগ্যতার তত্ত্ব সঠিক না। একইসাথে এগুলো মিথও বটে। এইসব মিথ তৈরি করতে অবশ্যই ভূমিকা রাখছে এবং এখনও রেখে চলছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ। কালোরা যেমন সাদা হতে চায় তেমনি বাংলাদেশিরাও ইংরেজ হওয়ার চেষ্টা করে। শুধু তারাই হতে চায় না, তাদের বানানোও হয়। এই চাওয়া-বানানোর কার্যক্রম চলতে থাকে সামাজিকভাবে, শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে (ফাঁনো ১৯৮৬)।
বি-উপনিবেশায়নের চর্চা তাই এদেশে শুরু হওয়া জরুরি। আমাদের ইংরেজ হতে চাওয়ার মধ্যে গর্বের কিছু নাই। যদিও এই হতে চাওয়াটা নষ্ট না। এটা সুপ্ত আকারে মন-মানসিকতায় ঠাঁই নিয়েছে। এজন্যে উত্তর-ঔপনিবেশিক চিহ্ন খুঁজে বের করতে হবে। চিহ্নগুলো ধরে উত্তর-উপনিবেশায়ন কোথায় কোথায় ঘটছে তা দেখতে হবে। সেই জায়গাগুলো ধরে ফেললে শিরদাঁড়ায় কুঠারাঘাত করতে সমস্যা হবার কথা নয়। ঔপনিবেশিক শিরদাঁড়ায় দাঁড়িয়ে কোন জাতি জাতীয়তাবাদের যদি দাবি তুলে তবে বিষয়টি আসলে মানায় না, এটা উত্তর-উপনিবেশায়নকে বৈধতা দেয়। এই প্রবণতা মেনে নেওয়া যায় কি?
জীবদ্দশায় অ্যাডাম স্মিথ এর দুটি বই বের হয় দ্য থিওরি অব মরাল সেন্টিমেন্টস (১৭৫৯) ও সামষ্টিক পরিচিত দুই খণ্ডে ৭০০ পৃষ্ঠার অ্যান ইনকোয়ারি ইন টু দ্য নেচার অ্যান্ড কজেস অব দ্য ওয়েলথ অব নেশনস, যা লিখতে তাঁর ১৭ বছর লেগেছিল।দ্য থিওরি অব মরাল সেন্টিমেন্টস বইয়ে তিনি 'অদৃশ্য হাত' এর ধারনাকে উপস্থাপন করেন, মুক্ত বাজার কীভাবে প্রতিযোগিতা, চাহিদা ও সরবরাহ ও স্বীয়-স্বার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে তা তুলে ধরেন এবং মানব প্রকৃতির জটিলতা ও সমমর্মিতা (এমপ্যাথি) অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় বই ওয়েলথ অব নেশনস-এ তিনি মুক্তবাজার অর্থনীতি ও মুক্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের আহ্বান জানান। আড়াইশতও বেশি বছর আগে ইংরেজরা যখন এই বাংলা ভূখণ্ডকে অর্থনৈতিক আস্তানা বানিয়েছিলো সেই থেকে শুরু- উপমহাদেশের উপনিবেশায়ন। এই উপনিবেশায়ন পরে বাইরের দেহ পাল্টিয়েছে। কিন্তু ভেতরের রক্তের রঙ পাল্টায় নাই। বরং বিভিন্ন উৎসাহ, উদ্দীপনা পেয়ে রক্তের রঙ লাল হতে হতে কালো হয়েছে। দেশ হয়েছে স্বাধীন, স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর পরে নানা কিছু পাওয়া, না পাওয়ার নৈরাশ্য, সব কিছু ভেঙে যাচ্ছে, স্বাধীনতার চেতনা, আদর্শ ইত্যাদির কথা তুলে পেনিসিলিন খোঁয়া উড়ানো হয়। কিন্তু এই ভেঙে পড়া, জাতির আত্মসংকটের প্রকাশ একদিনে ঘটে নাই। বরং এই আত্মসংকট উৎপাদন করা হয়েছে একটি দীর্ঘ মনোযোগী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তাই সত্তর কিংবা আশির দশকে জাতির মধ্যকার বিভাজন, সংশয়, অসঙ্গতি স্পষ্ট না হলেও এখন ইউরোপের উত্তর-উপনিবেশকালে, বিউপনিবেশায়নের ধাক্কায় এই বাংলাদেশেও ঔপনিবেশিক সিস্টেম প্রকট হয়ে উঠছে। তাই আমাদের বেশিদূর যেতে হবে না। দেশের ভেতর নানা অনুষঙ্গের মধ্যেই ঔপনিবেশিক চিহ্ন খুঁজে পাওয়া সম্ভব। খোঁজার জন্যে আমাদের খুব বেশি পরিশ্রমও করতে হবে না। এই দেশের তথাকথিত 'জ্ঞান উৎপাদনের কারখানা' বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দিকে তাকালে বিভিন্ন যন্ত্র থেকে কী প্রকার জ্ঞানীয় রস বের হয়ে আসছে বা এই যন্ত্রের চালিকাশক্তি কারা, সর্বোপরি এই কারখানাগুলো যে এখনও বিলেতি কাঠামো হয়েই 'একদা এই দেশে আমরা ছিলাম, এখনও আছি'- জানান দিচ্ছে তা বোঝা যায়। এই সমস্ত কারখানা থেকে উঠে আসা শিক্ষিত সমাজের কেতাদুরস্ত ভাষা, অঙ্গভঙ্গি, চালচলন, মনস্তত্ত্বের রূপরেখা সবই যে ঔপনিবেশিক নিদর্শন তাও বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না।
এ কর্তৃত্ব বা আধিপত্যের পেছনে কার্যকর সাংস্কৃতিক মনোভঙ্গি ব্যাখ্যা করার জন্য এডওয়ার্ড সাঈদ ব্যবহার করেন ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যতত্ত্ব পরিভাষাটি। প্রাচ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাঈদ বলেন, প্রাচ্য হলো পশ্চিমের জ্ঞান জগতের নির্মাণ; পশ্চিমের নিকট প্রাচ্য ছিল দূর ও অজানা। সেই দূর ও অজানাকে জানার চেষ্টায় প্রাচ্য হয়ে ওঠে পশ্চিমের অন্য বা Other-পশ্চিমের প্রতিপক্ষ। ফলে পশ্চিম (অর্থাৎ নিজ) হয় ভালো, 'প্রাচ্য' (অন্য) মন্দ। এ 'প্রাচ্য' বাস্তব প্রাচ্য নয়, পশ্চিমের সৃষ্টি মাত্র। পশ্চিম প্রাচ্যে তার উপনিবেশ গড়ার বহু পূর্ব হতে প্রাচ্যের ইতিহাস, জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, বিশ্বাস সম্পর্কে অজস্র কাল্পনিক ধারণা সৃষ্টি করেছে, প্রচার করেছে, প্রজন্মক্রমে নিজেরা তা বিশ্বাসও করেছে। সে কল্পনাও ধারণার মূলে আছে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচ্যের নিকৃষ্টতার বোধ। ১৮ শতকের শেষ ১৯ শতকের শুরুতে এ ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই পশ্চিম প্রাচ্যে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়।
পাশ্চাত্যের মানুষেরা ঔপনিবেশিক প্রাচ্যে এসে বাস্তবতার নিরিখে তাদের সংশোধন না করে বরং তাকেই জোরদার ও পুনরুৎপাদন করে। বাস্তব প্রাচ্যকে তাদের নির্মিত 'প্রাচ্য' রূপেই দেখে, এমনকি বাস্তবের উপর চাপিয়ে দেয় তাদের কল্পনার প্রাচ্যকে। ফলে এই দূরত্ব আর ঘোচেনি। এভাবে প্রাচ্যকে হেয়করণ, দমন ও শাসন করার সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও মনোভাবই হলো প্রাচ্যতত্ত্ব। পশ্চিমা জ্ঞান জগতে 'প্রাচ্যতত্ত্ব' নামের এই ডিসকোর্সের পরিশোধিত বক্তব্য হল পৃথিবীতে পশ্চিমের মানুষ আছে আর আছে প্রাচ্যবাসী। প্রথমজোরা আধিপত্য করবে সেই আধিপত্যের শিকার হতে হবে অবশ্যই দ্বিতীয়জোনদেরকে যা সচরাচর বোঝায় তারা তাদের ভূমি দখল করে নিতে দেবে,তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে, তারা তাদের রক্ত ও সম্পদ তুলে দেবে কোন না কোন পশ্চিমা শক্তির হাতে।
প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাচ্যকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং প্রাচ্যের মানুষজনকে নিজস্ব শাসনে পরিচালিত হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করে। যেহেতু প্রাচ্য নিকৃষ্ট, অতএব তাই প্রাচ্যজনকে কথা বলতে দেয়া যায় না। কারণ সে নিজেকেও ভালো করে চেনে না, তাকে যতোটা চেনে পশ্চিমের লোকেরা। তাই প্রাচ্যের পক্ষে কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ- প্রাচ্য পরিণত হয় নিকৃষ্ট, নির্বাক, নিষ্ক্রিয় উপনিবেশে। আঠারো শতকের শেষ থেকে প্রাচ্যতত্ত্বের সক্রিয় যাত্রা শুরু হয়। এখনো তা অব্যাহত রয়েছে- যাবতীয় প্রভাব- প্রতিপত্তি সমেত, নব্য সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়ে।
"Colonialism & apartheid have left a sharply polarized society. Until we reduce the wide gaps between the educated & the illiterate, the sheltered & the homeless, & very rich & the poor, we will continue to be deeply divided" (উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদ সমাজকে তীব্রভাবে বিভক্ত করে ফেলেছে। যতক্ষণ না আমরা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, আশ্রয়প্রাপ্ত ও গৃহহীন, এবং খুব ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিস্তৃত ব্যবধান কমাতে পারি, ততক্ষণ আমরা গভীরভাবে বিভক্ত হতে থাকব।) –নেলসন ম্যান্ডেলা
লেখক : কবি, চিন্তক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব।

সামার সেল! সামার সেল!
Mybestfly
New York, United States
Dhaka, Bangladesh
Nov 21
Return Date
Search Flight
DISCOUNT
Plan your next flight
Emirates
Scan Me
এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং
সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়
ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট
www.mybestfly.com
Emirates
QATAR AIRWAYS القطرية
TURKISH AIRLINES
السعودية SAUDIA
Biman BANGLADESH AIRLINES
এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল
এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন
BOOK ONLINE
mybestfly.com
CALL TO BOOK
718-406-9745
Global Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

Supplementary Agreement Signed Between Biman Bangladesh Airlines and Boeing for the Acquisition of 11 Additional Aircraft

Continued from page 18

Secretary of State.

Also present were William Kimmit, Under Secretary of Commerce for International Trade; Brendan Nelson, Senior Vice President of Boeing Global; Stephanie Pope, President and CEO of Boeing Commercial Airplanes; S. Paul Kapur, US Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs; Paul Rigi, Vice President of Commercial Sales and Marketing (Eurasia, India, and South Asia) at Boeing Commercial Airplanes; and other senior officials from both organizations.

Speaking at the signing ceremony, Rumi A. Hossain, Chairman of the Board of Directors of Biman Bangladesh Airlines, said, "Today's supplementary agreement marks a significant step in Biman's ongoing fleet modernization and network expansion efforts. This order has been placed based on the specific requirements of our fleet planning. The effective and mutually cooperative relationship we have long shared with Boeing has instilled confidence in us regarding aircraft delivery and subsequent support management."

He further added, "As the national flag carrier, we are committed to enhancing Biman's network and capabilities to meet the growing connectivity needs of residents, expatriate Bangladeshis, business travelers, and tourists. This agreement has been executed as part of a comprehensive and well-structured long-term plan to further strengthen the country's international air connectivity in the coming years."

This new agreement will bolster Biman Bangladesh Airlines' long-term fleet modernization program. Simultaneously, it will contribute to enhancing Biman's operational capacity, flexibility, and efficiency. The agreement will also facilitate the maintenance of necessary compatibility and continuity with the existing Boeing fleet. As the national flag carrier, Biman Bangladesh Airlines is committed to building a modern, efficient, and commercially sustainable fleet to meet the country's growing international connectivity demands and to strengthen national air transport capabilities in the long run. Biman Bangladesh Airlines will continue to regularly review its fleet and network requirements, ensuring alignment with national priorities, applicable laws and regulations, and the evolving global aviation landscape. *(Press Release)*

Tarique lays out five-point Rohingya roadmap for 'safe, dignified' return to Myanmar

Continued from page 18

their return," he added.

Tarique was speaking on Wednesday morning at the UN committee meeting on the Rohingya crisis, co-hosted by Gambia and Bangladesh.

Alongside Bangladesh, representatives from eight nations -- including the UK, the US, Turkey, and Malaysia -- took part in the meeting.

The prime minister's five proposals:

- International and regional stakeholders must formulate a clear and credible roadmap for the prompt, safe, voluntary, dignified, and sustainable repatriation of the Rohingya to Myanmar. The international community and other states must support efforts to establish stability and leverage their influence to create conditions inside Myanmar that are conducive to repatriation.
- Violence against the Rohingya and other civilian populations in Myanmar must cease. The fundamental rights and safety of the Rohingya in their homeland must be guaranteed so that they regain the confidence to return.
- The international community must ensure adequate and predictable humanitarian assistance for the Rohingya. Similarly, support must be extended to the local host communities so that their development aspirations are not hindered by their generous hospitality.
- Justice and accountability are essential for sustainable repatriation. Bangladesh is deeply grateful for Gambia's leadership in ensuring accountability at the International Court of Justice. At the same time, we acknowledge the crucial role of the International Criminal Court in determining individual criminal responsibility, alongside other international judicial and investigative mechanisms. Continued support must be provided to international judicial and investigative bodies. Those responsible for grave crimes must be held to account.
- Regional and international cooperation must be further strengthened to combat the drug-based economy, human trafficking, digital fraud, illegal weapons, and other cross-border crimes that fuel instability in the region.

Tarique added that now is the time to move from empathy to identifying the root causes of the crisis and their solutions.He said It is time to transition from commitments to effective action. It is time to move from managing displacement to bringing an end to this displacement.

Donald Trump and Mamdani Reach Understanding on Housing Issue

Continued from page 18

reality. Ambitious plans for Sunnyside are, of course, nothing new. Since the rail yard opened in 1910, various proposals—ranging from housing and transit terminals to convention centers and stadiums—have been floated. In 1984, Trump himself explored the possibility of building a football stadium there. The Sunnyside Yard Master Plan was subsequently released in 2020.

Now, aiming to tackle New York's acute housing crisis, Mamdani seeks to revive and advance that long-standing plan. His administration's broader strategy includes a goal to create 200,000 new affordable housing units over the next decade.

According to administration data, funding has already been secured for the construction or preservation of 12,491 affordable housing units in the first six months of this year alone. There are also plans for a $22 billion capital investment in affordable housing over the next five years.

However, the challenges facing Sunnyside are of a different magnitude. New land must be created atop the site while keeping one of New York's most critical rail infrastructures operational. Added to this are issues regarding federal and local approvals, environmental reviews, engineering designs, and long-term financing. It is precisely because of these complexities that the project has remained in the planning stage for decades without ever reaching the construction phase.

Monday's meeting between Trump and Mamdani did not result in a final agreement. However, it has brought the Sunnyside project—which had long been stalled in design and discussions—back to the joint negotiating table involving City Hall and the White House.

Beauty to receive 'Distinguished Teacher' honour after viral 'Shraboner Megh' video

Continued from page 18

completed as part of the observance of World Teachers' Day.

Beauty Rani Pal was also selected as the best headteacher in Sylhet district this year. The recognition was given after evaluating her contributions to teaching, school management and extracurricular activities as headteacher of Pithaitikor Government Primary School in Fenchuganj upazila. She is a former student of the Department of English at Shahjalal University of Science and Technology. Her name was also included in the list of teachers shortlisted at the district level for the 'Distinguished Teacher' honour in 2023.

In July, a video of Beauty Rani Pal walking and dancing to the song 'Shraboner Meghgulo' went viral on social media, sparking discussions and criticism about her. After the video was posted, many people trolled and criticised her on social media. Some even demanded action against her for making the video. However, colleagues and people from various professions came forward in her support. Teachers from different parts of the country and people from various professions posted their own videos to the same song on social media as a show of solidarity with her. They expressed support for personal freedom and creative expression.

Officials concerned said the selection of distinguished teachers was based not on their popularity or discussion on social media, but on their contributions to education, teaching methods, school management, involvement in extracurricular activities and the relevant selection criteria.

Iran will never bow down

Continued from page 18

But we will never accept the language of force." Pezeshkian also claimed that Iranians had been holding demonstrations in support of their country "every night" for the past seven months.

Pezeshkian addressed the 193-member General Assembly a day after US President Donald Trump's speech. In his address on Tuesday, Trump argued in favour of war against Iran. He claimed that he had prevented Iran from obtaining nuclear weapons and warned that he could "wipe out the Islamic Republic" if no agreement was reached to end the conflict.

World leaders jostle over dangers as Donald Trump backs 'SI'

Continued from page 18

"Gulf of America" via executive order last year and, in August, renamed Lake Ontario "Lake America" amid a trade dispute with Canada. "The United States totally rejects any attempt to construct a globalist scheme to control... artificial intelligence," he said.

"Every major new technology brings challenges, and superintelligence is no exception," he added.

"The very same people who said we'll all be dead in 12 years because of global warming... are now saying that AI is going to kill us all, that robots are going to attack us, and that everything is going to be a total disaster."

Ahead of the UN assembly, leaders of more than 20 mostly European countries urged binding safety measures for advanced AI, warning that the technology's development could outpace the ability to control it. AI superpowers China and the United States did not endorse the idea.

Speaking at the UN meeting, Prime Minister Andy Burnham said Britain would launch an effort to establish global AI standards during its 2027 G20 presidency, while announcing an AI defence partnership with Washington to detect cyberattacks on critical infrastructure.

French President Emmanuel Macron proposed building AI technology independent from the great powers. "I don't want anyone to become the vassal of one of the great powers," Macron told the UN General Assembly, apparently in reference to China and the US.

"Our investment capabilities must be pooled to build a cutting-edge open-source AI model, which we will share. We should not depend on somebody else."

The US-based AI giants themselves are increasingly asking for global coordination on AI safety, with OpenAI's Sam Altman set to address the UN Security Council.

Anthropic chief Dario Amodei and Hugging Face co-founder Clement Delangue will also participate remotely, a French official said Tuesday.

UN chief Antonio Guterres, meanwhile, called for the US and China to start a dialogue on the technology's future akin to US-Soviet engagement at the height of the Cold War.

"Governments with the greatest AI capabilities have the greatest responsibilities to humanity, to establish channels for dialogue," Guterres said in his address to the assembly.

"At a pivotal moment during the Cold War, strategic rivals came to recognise the need to manage shared existential risks." China and the US are currently discussing creating a communication channel for AI concerns in anticipation of a Washington summit meeting between Trump and Chinese President Xi Jinping on Thursday.

No Green Card for Those Receiving Government Aid

Continued from page 18

the government for their livelihood. Immigration officials are authorized to consider factors such as the individual's age, health, and financial status in making these determinations. Until now, immigration officials primarily considered the use of institutional long-term care and cash assistance programs (such as 'Temporary Assistance for Needy Families,' which provides direct payments to low-income families with children). However, they generally did not factor in programs like 'food stamps' or 'Medicaid,' as these provide benefits to families without offering direct cash payments.

How is the Trump administration changing the rules?

The new policy expands the scope of government benefits that immigration officials can consider when determining if an individual is at risk of becoming dependent on the federal government. However, the policy remains vague regarding exactly which government benefits will be taken into account when rejecting green card applications.

Guidelines issued last month state that officials may consider "public benefits based on financial status"—such as housing assistance, food stamps, financial aid for college, and other similar benefits. Immigration policy experts argue that the lack of specific guidance could empower officials to consider a much broader range of government assistance, potentially including Medicaid and certain free school lunch programs.

Julia Gelatt, associate director of the U.S. Immigration Policy Program at the nonpartisan think tank 'Migration Policy Institute,' said, "This is a really big change. It now relies heavily on interpretation. This will certainly create more confusion and fear within immigrant communities."

(Source: The New York Times)

মানবাধিকার কমিশন এবং গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন : কার জন্য লেখা হলো

১২ পৃষ্ঠার পর

পরিদর্শনের ক্ষমতাও নতুন খসড়ায় টিকে থাকেনি। দুই আইন মিলিয়ে দেখলে, রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুতর অপরাধটির স্বাধীন তদন্তের আর শেষমেশ কারও হাতেই থাকে না।

সমস্যা কেবল নিয়োগে থেমে থাকে না। সমস্যা আসলে আইনের পরতে পরতে। কমিশনের মোট জনবলের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হতে পারেন প্রেষণে আসা সরকারি কর্মকর্তা; কমিশনের বাজেট, এমনকি কমিশনারদের বেতন-ভাতাও যা সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের অধীন সংযুক্ত তহবিলের ওপর 'দায়যুক্ত ব্যয়' হিসেবে সুরক্ষিত ছিল-এখন নির্ভর করছে নির্বাহী বিভাগের ইচ্ছার ওপর। আর যে আইনি সহায়তা শাখা একজন দরিদ্র অভিযোগকারীকে নিজের পকেটের টাকায় আইনজীবী না রেখেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়তে দিত, তা-ও নিঃশব্দে তুলে নেওয়া হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতাকে ফাঁপা করা হয়েছে ধাপে ধাপে। তৃতীয়ত, গুম আইনের একটি ধারা, যা আইনপ্রণেতাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ক্ষীণ করে দেয়। নতুন আইনে পরে 'মিথ্যা' প্রমাণিত হলে অভিযোগকারীর পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। ভেবে দেখুন, এই ঝুঁকি কে বহন করতে পারে। প্রভাবশালী অভিযোগকারী তা সয়ে নিতে পারেন। ক্ষমতাহীন মানুষটি-পোশাকশ্রমিক, ইউনিয়ন পর্যায়ের বিরোধী কর্মী, কিংবা যে বাবার ছেলে আর ঘরে ফেরেনি-কারাদণ্ডের আশঙ্কাকে মাপবেন রাষ্ট্র নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র নেবে কি না সেই ক্ষীণ সম্ভাবনার বিপরীতে। আর সেক্ষেত্রে মুখ বুজে থাকাই শ্রেয় মনে করতে পারেন। একটি মাত্র ধারায় আইনের ভয়-উৎপাদক শক্তিটি গুমকারীর দিক থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো অভিযোগকারীর দিকে।

এই তিন সিদ্ধান্ত একসঙ্গে পড়লে একটা প্রশ্নের উত্তর মেলে। ক্ষমতাঘনিষ্ঠ নাগরিকের কাছে এই পরিবর্তন প্রায় অর্থহীন, কারণ তাঁর নিরাপত্তার উৎস কখনোই কমিশন ছিল না, ছিল তাঁর পৃষ্ঠপোষক। আর ক্ষমতাহীন নাগরিকের জন্য আইনটি নিঃশব্দে সেই ক্ষমতা-বিন্যাসকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, যা বিলোপের দাবি সে করছিল।

অন্তর্ভুক্তি ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রের বিনির্মাণের জন্য এই আইনের পরিণতি সরাসরি। মুক্ত সমাজ টিকে থাকে সেই নাগরিকদের ওপর, যাঁরা রাষ্ট্র যা চাপা দিতে চায় তা প্রকাশ্যে আনেন। মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি আর কুক্ষিগত কমিশন-এই দুইয়ে মিলে তাঁদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক পরিস্থিতি তৈরি হয় না। গুম আইনের সবচেয়ে চোখে-পড়া বৈশিষ্ট্য তার কঠোরতা, আর সেই কঠোরতাই আসল বার্তা। মৃত্যুদণ্ড কঠোরতার একটি দৃশ্য তৈরি করে, অথচ স্বাধীন তদন্তের নিরপেক্ষ ও কঠিন কাজটি অসম্পন্নই থেকে যায়। দায়িত্বশীল রাষ্ট্র মানে জবাবদিহিতে বাধ্য রাষ্ট্র। এই আইন জবাবদিহির অভিনয় করে, জবাবদিহি দেয় না। গুমের জন্য বিএনপির চেয়ে বেশি মূল্য আর কোনো দল দেয়নি। 'মায়ের ডাক'-এর মায়েরা আজও যে ছবিগুলো বুকে বহন করেন, তার অনেকগুলোতেই আছে এই দলেরই কর্মীদের নাম। ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি ক্ষমতায় ফিরেছিল ঠিক এই ব্যবস্থাটি ভেঙে ফেলার অঙ্গীকারে। আর জুলাই অভ্যুত্থান ও তার সনদের ধার করা নৈতিক পুঁজিতে ভর করে। সাত মাসের মাথায় তাদের প্রথম বড় মানবাধিকার আইনটি অন্তর্বর্তী সরকারের খসড়ার চেয়েও দুর্বল!

অর্থাৎ, বিএনপি রাষ্ট্রের দমনপ্রয়োগমূলক কর্তৃত্বের গোড়ায় পানি দিয়ে গেল। এর স্পষ্টতম প্রমাণ একটিমাত্র ধারা, যা প্রায় অবিকল ফিরিয়ে আনে ২০০৯ সালের সেই আইনকেই-অভ্যুত্থান যাকে কবর দিতে চেয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, আওয়ামী লীগ থেকে অন্তর্বর্তী সরকার হয়ে বিএনপি-এই যাত্রায় দমনযন্ত্রের রক্ষকের হাত বদলায়। বদলায় না যন্ত্রটির কাঠামোগত স্বার্থ। সরকারকে এর দাম দিতে হবে। দাম দিতে হবে একটি মুদ্রায়, অভ্যুত্থান যার বাজারদর ইতিমধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে-বৈধতা। আর ক্ষুব্ধ মানুষের পরবর্তী প্রজন্ম শিখে নেবে, বিদ্রোহের গর্ভে জন্ম নেওয়া সরকারও একবার আসনে বসলে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একচেটিয়া ক্ষমতাটিকেই আগলে রাখে।

তাই ফিরে আসি সেই দুই নাগরিকের কাছে। মুঠোফোনে নম্বর থাকা মানুষটি, চিরকালের মতোই, ভালো থাকবেন। এইমাত্র লেখা আইনটি, আবারও, অন্যজনের জন্য নয়। যত দিন না একটি স্বাধীন কমিশন রাষ্ট্রেরই তদন্ত করতে পারবে, আর যত দিন না গুমের অভিযোগ জানানো মানুষটি গুম করা মানুষটির চেয়ে বেশি নিরাপদ থাকবেন, তত দিন 'প্রতিরোধ ও প্রতিকার' কথাটি সেই প্রতিশ্রুতিরই নাম হয়ে থাকবে, যা ঠেকিয়ে রাখতেই আইনটি এত যত্ন করে লেখা হয়েছে।

লেখক : কলামিস্ট।

জ্যাকসন হাইটসে ডাইভারসিটি প্লাজার পাশেই
BISSHO TRAVELS
বিশ্ব ট্রাভেলস
বিশ্ব ট্রাভেলস
BISSHO TRAVELS
QATAR
VISA
পাসপোর্ট
PASSPORT
অল্প খরচে
উমরাহ প্যাকেজ
অভিজ্ঞ মোয়াল্লেম দ্বারা পরিচালিত
Masjidul A Robin
Founder and CEO
★ আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেট
উমরাহ প্যাকেজ
ভিসা সার্ভিস
মানি ট্রান্সফার
ট্রাভেল গাইডেন্স
বাংলাদেশ/ইউএসএ পাসপোর্ট রিনিউ
আমাদের ভিসা সার্ভিস
সৌদি উমরাহ/টুরিস্ট ভিসা
ইন্ডিয়া ভিসা
ইউকে ভিসা
কানাডা ভিসা
ইউরোপ/শেনজেন ভিসা
দুবাই ভিসা
BISSHO TRAVELS
বিশ্ব ট্রাভেলস
Call করুন:
+1 (929) 994-4422
74-03 37th Rd,
Jackson Heights, NY 11372
bisshotravels@gmail.com
আপনার যাত্রা, আমাদের দায়িত্ব

বাংলাদেশ শান্তিময় মানবিক বিশ্ব দেখতে চায়

১ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং আমার মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা খালেদা জিয়া দেশ এবং জনগণের পক্ষে জীবন দিয়েছিলেন। একইভাবে আজ আমিও আমার দেশ এবং জনগণের স্বার্থের পক্ষে এবং একটি শান্তিময় বিশ্ব সমাজের প্রত্যাশায় এখানে দাঁড়িয়েছি।

ফ্যাসিবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময়ের আন্দোলন সংগ্রামের পথ ধরে বর্তমানে ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশে চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনে জনগণ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। আমি দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণকে অভিনন্দন জানাই। আমরা বিশ্বাস করি, জনগণই আমাদের সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।

গ্লোবালাইজেশনের এই সময়ে বিশ্বের যে প্রান্তে যা কিছুই ঘটুক, প্রতিটি রাষ্ট্রেই কমবেশি এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মানব সৃষ্ট বিরাজমান সংঘাতের ফলে বর্তমানে অনেক দেশেই অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ছে। তৈরি হচ্ছে মানবিক সংকট। যুদ্ধ ও সংঘাতের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি তীব্র চাপের মুখে রয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা-সংকট, বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে।

আমরা বিশ্বাস করি, যেকোনো সংঘাতের সমাধান আলোচনা, কূটনৈতিক প্রক্রিয়া এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই হওয়া উচিত। বিবদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমতা, ন্যায্যতা, পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা এবং সম্মান ও মর্যাদা রক্ষাই হওয়া উচিত দ্বিপাক্ষিক কিংবা বহুপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি। আমাদের প্রত্যাশা একটি শান্তিময় বিশ্ব, এমন একটি মানবিক বিশ্ব সমাজ, যেখানে মারণাস্ত্র নয় বরং পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে উঠবে যুক্তি-তর্ক, কূটনীতি, শিক্ষা ও মানবতা। একে অপরের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি সমঝোতামূলক বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘকে দেখতে চায়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন খাতের বাজেট সামরিক খাতে সরিয়ে নেওয়ার প্রবণতা বিশ্বশান্তির অন্তরায়। শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ ও সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ব মানবতা এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের যেকোনো উদ্যোগের পক্ষে বাংলাদেশের সমর্থন আমি আজ আবারো পুনর্ব্যক্ত করছি। স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশা নিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণের মনে উদ্বেগ রয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারসহ তাদের ন্যায্য দাবির প্রতি বাংলাদেশ পুনরায় তার অবিচল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে, জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশনের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বহুপাক্ষিকতার নীতিতে অটল। 'পিসবিল্ডিং কমিশনের' ভাইস-চেয়ার হিসেবে বাংলাদেশ টেকসই শান্তি, সংঘাত প্রতিরোধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ 'নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা' বিষয়ক কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। বাংলাদেশ এ বছর 'উন্নয়নের অধিকার বিষয়ক ঘোষণা'র ৪০তম এবং 'অভিবাসন ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা'র ২৫তম বার্ষিকী পালন করছে।

অভিবাসন প্রক্রিয়া মানবসভ্যতার মতোই প্রাচীন। বিশ্বের অনেক দেশেই অভিবাসীগণ তাদের জন্মভূমি এবং অভিবাসিত দেশ, উভয় দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল অভিবাসন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অভিবাসীদের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরও জোরালো বৈশ্বিক সহযোগিতা আশা করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে দীর্ঘ নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১২ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিতে হচ্ছে। এর ফলে আমাদের সম্পদ, পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। জনবহুল বাংলাদেশ মনে করে, রোহিঙ্গা সংকটের উৎস ও উৎপত্তি মিয়ানমারে; তাই এর সমাধানও সেখানেই নিহিত। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে নিরাপদে ফিরিয়ে নেয়াই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান।

এই সংকটের চূড়ান্ত সমাধানের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় এবং কার্যকর সমর্থন প্রত্যাশা করে। পাশাপাশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের জীবন রক্ষাকারী সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত রাখার জন্যও আমি জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাই। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ব্যর্থ হলে অদূর ভবিষ্যতে এটি এক মানবিক সংকটে রূপ নিতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের তেমন ভূমিকা না থাকলেও বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বহন করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ঝুঁকি মোকাবেলা করে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনের পথ বেছে নিয়েছে। সুতরাং, ক্লাইমেট জাস্টিস, জলবায়ু অর্থায়ন এবং অভিযোজন সহায়তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিওপি-৩১ এ আরও জোরালো বৈশ্বিক পদক্ষেপ আশা করে।

বাংলাদেশে পরিবেশ সুরক্ষায় সরকার কর্মসূচি জোরদার করেছে। এরই অংশ হিসেবে সরকার আগামী পাঁচ বছরে সারাদেশে ২৫ কোটি গাছ লাগানোর কর্মসূচি শুরু করেছে। ক্লিন এনার্জি এবং সোলার এনার্জি ব্যবহারের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। দেশকে বন্যা-খরার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সারাদেশে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন কর্মসূচি শুরু করেছে। বাংলাদেশে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ 'সুন্দরবনে' মিঠা পানির প্রবাহ বৃদ্ধি এবং বৃহৎ জলাধারের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণের জন্য তিস্তা মহাপরিকল্পনা এবং 'পদ্মা ব্যারেজ' প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজও শুরু করেছে। একইসঙ্গে পানি সংরক্ষণ ও দূষণ রোধে অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপ জোরদার করার পাশাপাশি আন্তঃসীমান্ত পানি ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে সরকার ১৯৯২ সালের 'ওয়াটার কনভেনশন' স্বাক্ষর করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ দেড় দশকের ফ্যাসিবাদী শাসন শোষণের অবসান ঘটিয়ে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ফ্যাসিবাদ মুক্ত হয়েছে। ফ্যাসিবাদী শাসনামলে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হওয়া গুম খুন, অপহরণ, দুর্নীতি, লুটপাট আর টাকা পাচারের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে পুনরায় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করেছে। ফ্যাসিবাদী শাসন শোষণে ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশ মেরামতের জন্য সরকার কৌশল অনুসরণ করছে।

বাংলাদেশের সামনে বর্তমানে এক অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুযোগে বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করতে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বাংলাদেশকে 'ম্যানুফ্যাকচারিং হাব' হিসেবে গড়ে তুলতে বিস্তারিত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই কার্যক্রমে বাংলাদেশ তাঁর উন্নয়ন সহযোগীদের পাশে পেতে চায়। দেশের তরুণ উদ্যোক্তা, গবেষক এবং উদ্ভাবকদের জন্য স্টার্ট আপ উদ্যোগ বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি করে দিতে সরকার চলতি অর্থ বছরে ৫০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে নারীরা সরকারের সব পরিকল্পনার অগ্রভাগে রয়েছেন। নারী শিক্ষা, নারীদের কর্মসংস্থান এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির বিষয়টিকে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। নারী উদ্যোক্তা তৈরির জন্য বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে নারীদের জন্য সহজতর শর্তে অর্থায়নের সুযোগ সম্প্রসারিত করেছে। স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত নারীদের বিনাবেতনে শিক্ষার সুযোগ অবারিত করা হয়েছে।

শুধু ভোটের গণতন্ত্র নয় সরকার অর্থনীতির গণতন্ত্রায়নও নিশ্চিত করতে চায় যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির সুফল প্রতিটি পরিবার এবং প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে। সেই লক্ষ্য পূরণে ইতোমধ্যেই ফ্যামিলি কার্ড, ফার্মার্স কার্ড, স্পোর্টস কার্ড এবং ই-হেলথ কার্ড এর মত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য সহায়তা কর্মসূচি চালু করেছে।

প্রতিটি পরিবারের নারী প্রধানের নামে ইস্যু করা ফ্যামিলি কার্ডকে সরকার নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবেই বিবেচনা করে। প্রতিটি সেক্টরে সহায়তার জন্য প্রবর্তন করা কার্ডগুলোকে সমন্বয় করে একটি 'ইউনিভার্সাল কার্ড' চালু করাও সরকারের পরিকল্পনায় রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে দেয়া ৩১ দফা কর্মসূচি সরকার বাস্তবায়ন করে চলেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি'র 'লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড' এই প্রতিপাদ্যের সঙ্গে বর্তমান সরকারের ৩১ দফা কর্মসূচির কমপক্ষে ৭৩ শতাংশ কার্যক্রমের সরাসরি এবং ২৭ শতাংশ কার্যক্রমের পরোক্ষভাবে মিল রয়েছে।

সরকার আশা করে, এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে শহর এবং গ্রামের মধ্যে উন্নয়ন বৈষম্য দূর হবে এবং একইসঙ্গে ২০৩০ এজেন্ডার সব ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং স্পোর্টসকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এবার শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

আগামী ৫ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে শিক্ষাখাতে জিডিপি বাড়িয়ে ৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। নৈতিক মানদণ্ডের কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কারিগরি এবং ব্যবহারিক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে/ শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রথম শ্রেণি থেকে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাগ এবং পোশাক অর্থাৎ স্কুল ইউনিফর্ম এবং বিনামূল্যে দুপুরের খাবার দেয়া হচ্ছে। সরকার আশা করে, এর ফলে স্কুলে শিক্ষার্থীর হার এবং স্কুল শিক্ষার মান বাড়বে। খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষা সিলেবাসে প্রথমবারের মতোস্পোর্টসকেও একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে গত জুন মাসে স্কুল শিক্ষার্থীদের নিয়ে সারাদেশে মাসব্যাপী আয়োজিত একটি ফুটবল টুর্নামেন্টে ২ মিলিয়নের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই গড়বে আগামী বিশ্বের ভবিষ্যৎ। আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স,বায়ো-টেকনোলোজি এবং বিজ্ঞানের এক নতুন যুগে প্রবেশ করছি। প্রযুক্তি খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, তবে এর সুযোগ এখনো সবার জন্য সমান নয়। বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠী এবং ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল সক্ষমতা আমাদের সামনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে উন্নত প্রযুক্তি, জ্ঞান ও গবেষণার সুযোগ সবার নাগালের মধ্যে আনতে হবে।

আমরা চাই না, আজকের ডিজিটাল বিভাজন আগামী দিনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিভাজনে পরিণত হোক। বাংলাদেশ উদ্ভাবন ও মেধাস্বত্বকে সম্মান করে। একই সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে সাশ্রয়ী প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা জরুরি।

বিজ্ঞানের এই অগ্রযাত্রায় কোনো দেশ যেন পিছিয়ে না থাকে। সবার জন্য ন্যায্য ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়তে বাংলাদেশ একসঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বিকাশ এবং দ্রুত সম্প্রসারণের সুফল যাতে দেশে দেশে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানো যায় এ ব্যাপারে জাতিসংঘের একটি কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি।

তিনি ভাষণে বলেন, বাংলাদেশ 'স্বল্পোন্নত দেশ'-এর তালিকা থেকে উত্তরণের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশের পাশাপাশি অন্যান্য সকল দেশের ক্ষেত্রে এই উত্তরণ প্রক্রিয়াটিকে টেকসই করতে সুনিশ্চিত অর্থায়ন, বাজারে অধিকতর প্রবেশাধিকার, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলোতে ধারাবাহিক সহায়তা অপরিহার্য।

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিটি দেশ একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ মনে করে, বিশেষ করে আঞ্চলিক পর্যায়ে বাণিজ্য সহায়তা ও সম্প্রসারণ কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অর্থবহ সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা একে অপরের সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করতে পারি।

কোভিড মহামারি বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছিল। তবে বিশ্বকে বার্তা দিয়েছে, বিশ্ব সমাজকে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই একের প্রতি অন্যের সহায়তা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা অপরিহার্য। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে টিকা, চিকিৎসা-সামগ্রী ও রোগ নির্ণয়ের সরঞ্জামের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা জরুরি। যাতে এগুলো সবার জন্য সহজলভ্য হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে ক্ষমতাহীন রেখে রাষ্ট্র কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। জনগণের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমরা এমন একটি সমৃদ্ধ স্বনির্ভর কল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই যে রাষ্ট্রে দলমত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই নিশ্চিন্তে, নিরাপদে সমান অধিকার, সম্মান এবং মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে সক্ষম হবে।

তিনি ভাষণে বলেন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন, জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিনিয়োগ পরিবেশ সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। সরকার ব্যবসা ও বিনিয়োগের পরিবেশবান্ধব একটি নিরাপদ এবং স্থিতিশীল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে চলেছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে আমরা অংশীদারিত্ব উদ্ভাবন এবং দেশি বিদেশী বিনিয়োগকে স্বাগত জানাই।

আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে তরুণরা নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ খুঁজে পাবে, নারীরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবন পরিচালনা করতে পারবে, প্রতিটি শিশু তাদের সকল সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ নিয়ে বেড়ে উঠবে, সর্বোপরি জনগণ পাবে নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা। এজন্যই আমরা বলি 'সবার আগে বাংলাদেশ : সবার জন্য বাংলাদেশ'। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের সকল নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি পুনরায় বাংলাদেশের অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আয়নায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

রাজনীতির প্রদর্শনী হয়, তখন প্রশ্নটি শুধু দলীয় রাজনীতির থাকে না; প্রশ্ন ওঠে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি, প্রবাসীদের মর্যাদা এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও। ২০২৬ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিউইয়র্কে পৌঁছানোর পর বাংলাদেশি প্রবাসীদের একাংশের স্বাগত কর্মসূচির পাশাপাশি রাজনৈতিক পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির চিত্রও সামনে এনেছে। ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী ম্যানহাটনের গ্র্যান্ড হায়াত নিউইয়র্ক হোটেলে ওঠেন। বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিমানবন্দর ও হোটেলের আশপাশে তাকে স্বাগত জানাতে কর্মসূচি পালন করেন।

এর মধ্যেই হোটেলের সামনের সড়কে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ-সমর্থকদের পাল্টাপাল্টি অবস্থান ও স্লোগানের ঘটনা নতুন করে সামনে এনেছে প্রবাসী রাজনীতির পুরনো বিতর্ককে। এক পক্ষের কর্মসূচির বিপরীতে আরেক পক্ষের কর্মসূচি, দুই দিক থেকে স্লোগান, উত্তেজনা, সব মিলিয়ে নিউইয়র্কের ব্যস্ত নগরজীবনে বাংলাদেশি রাজনীতির আরেকটি দৃশ্যপট তৈরি হয়েছে।

জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশনের এবারের মূল প্রতিপাদ্য- "Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All"। ৮ সেপ্টেম্বর অধিবেশন শুরু হয়েছে এবং এ অধিবেশনে বিশ্বজুড়ে আস্থা পুনর্গঠন, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা ও বহুপক্ষীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

এমন একটি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক আয়োজনের সময়ে নিউইয়র্কের রাস্তায় বাংলাদেশি রাজনৈতিক বিরোধের প্রকাশ তাই স্বাভাবিকভাবেই আলোচনার জন্ম দেয়। তবে এই চিত্রটি একেবারে নতুন নয়। ২০২৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটে। তার সঙ্গে ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এনসিপির তাসনিম জারা ও জামায়াতের নেতারাও। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে ওই ঘটনার সঙ্গে আওয়ামী লীগ-সমর্থকদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠে আসে এবং নিউইয়র্ক পুলিশ একজনকে আটক করে। পরে আখতার হোসেন এ ঘটনায় নিউইয়র্কে মামলা করেন। একই সময়ে নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগ ও এনসিপি-সমর্থকদের পাল্টাপাল্টি স্লোগান ও কর্মসূচির খবরও প্রকাশিত হয়।

অর্থাৎ, ২০২৫-এর ঘটনা শুধু একটি বিমানবন্দরের বিচ্ছিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা ছিল না। নিউইয়র্কে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিভাজন কীভাবে প্রবাসী সমাজের প্রকাশ্য পরিসরে চলে এসেছে, সেটিও তা দেখিয়েছে। ২০২৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত একটি পত্রিকার এক প্রতিবেদনে প্রশ্ন তোলা-বিদেশে রাজনৈতিক দলের শাখা বা কমিটি পরিচালনার বিষয়টি যখন বাংলাদেশের নির্বাচনী আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তখন এ ধরনের কর্মকাণ্ড নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অবস্থান কী? প্রতিবেদনে আরপিও-এর বিধান উল্লেখ করে বলা হয়, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের বিদেশে শাখা বা কমিটি রাখার সুযোগ নেই।

আইন কী বলে? এখানেই বিষয়টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি। বাংলাদেশের Representation of the People Order, 1972-এর 90C(1)(e)-তে বলা হয়েছে, কোনো রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের বাইরে কোনো অফিস, শাখা বা কমিটি প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার বিধান থাকলে সেই দল নিবন্ধনের যোগ্য হবে না।

অর্থাৎ বিষয়টি শুধু রাজনৈতিক সংস্কৃতির নয়, আইনি কাঠামোরও অংশ। তবে এটিকে সরলভাবে "বিদেশে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক রাজনৈতিক মত প্রকাশ করতে পারবেন না"-এমন অর্থে নেওয়া ঠিক হবে না। ব্যক্তির মতপ্রকাশের অধিকার এবং বাংলাদেশের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক শাখা পরিচালনা-দুটি আলাদা বিষয়।

এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রবাসীরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে দেশের রাজনীতি নিয়ে মত দিতে পারেন, আলোচনা করতে পারেন, সমর্থন বা বিরোধিতা করতে পারেন। কিন্তু একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের আনুষ্ঠানিক বিদেশি শাখা, কমিটি বা সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচনী আইনে আলাদা বিধান রয়েছে।

২০২৬ সালের নির্বাচন কমিশনের বর্তমান তথ্যেও আওয়ামী লীগের নিবন্ধন "স্থগিত" হিসেবে দেখানো হচ্ছে। ২০২৫ সালের মে মাসে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার পর নির্বাচন কমিশন তার নিবন্ধন স্থগিত করেছিল।

সুতরাং বিদেশে আওয়ামী লীগের নামে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রশ্নটি বর্তমান রাজনৈতিক ও আইনি বাস্তবতায় আরও সংবেদনশীল। বাংলাদেশের প্রবাসী সমাজের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ইতিহাস দীর্ঘ। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিরা জনমত গঠন, তহবিল সংগ্রহ, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন আদায় এবং বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

পরবর্তী সময়ে প্রবাসী সংগঠনগুলোর একটি অংশ দলীয় রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এতে একদিকে রাজনৈতিক যোগাযোগ ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে দেখা দিয়েছে কমিটি, পদ-পদবি, নেতৃত্বের আনুগত্য ও সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিরোধ।

একই শহরে একই দলের একাধিক কমিটি, নেতৃত্ব নিয়ে প্রকাশ্য বিরোধ, পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন কিংবা কর্মসূচি, এসব এখন আর অচেনা দৃশ্য নয়।

প্রশ্ন হলো, এর মূল্য দিচ্ছেন কারা? মূল্য দিচ্ছেন সেই প্রবাসী বাংলাদেশিরাই, যারা দিনের পর দিন কাজ করে পরিবার চালান, দেশে অর্থ পাঠান এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, প্রবাসী আয় বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রার উৎস। ফলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পরিচয় শুধু কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসেবে সীমাবদ্ধ করা তাদের বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

আমেরিকার মাটিতে স্বাধীনতা আছে, বিশৃঙ্খলার লাইসেন্স নেই: যুক্তরাষ্ট্রে মতপ্রকাশ ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার রয়েছে। রাজনৈতিক মতের প্রকাশ, প্রতিবাদ, সমাবেশ, এসব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক অংশ।

কিন্তু মতপ্রকাশের অধিকার আর অন্যকে হেনস্তা করার অধিকার এক নয়।

ডিম ছোড়া, গালাগালি, শারীরিক ধাক্কাধাক্কি কিংবা প্রতিপক্ষকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি করা কোনো রাজনৈতিক যুক্তির বিকল্প হতে পারে না। ২০২৫ সালের নিউইয়র্ক বিমানবন্দরের ঘটনার পর নিউইয়র্ক পুলিশ তদন্ত করেছে এবং একজনকে আটকও করেছিল-যা দেখায়, বিদেশের মাটিতে সংঘটিত আচরণের জবাবদিহি সংশ্লিষ্ট দেশের আইনেই হতে পারে। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে মতভেদ থাকবে। দল থাকবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, সমর্থন থাকবে, বিরোধিতাও থাকবে। কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি ব্যক্তিগত অপমান, শারীরিক আক্রমণ বা সংঘর্ষে রূপ নেয়, তাহলে সেটি আর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির শক্তি নয়-বরং তার দুর্বলতার প্রকাশ।

দল নয়, দেশ আগে-এ শিক্ষা কি প্রবাসেও প্রযোজ্য?২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের প্রবাসী সমাজের একটি বড় অংশ দলীয় পরিচয়ের বাইরে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিল। দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে কথা বলেছেন, মানববন্ধন করেছেন, অর্থ ও সামাজিক সহায়তা দিয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর সেই একই প্রবাসী সমাজে দলীয় বিভাজন আবার দৃশ্যমান হওয়া একটি বড় প্রশ্ন সামনে আনে-দেশের জন্য যে নাগরিক পরিচয় এত শক্তিশালী, দলীয় পরিচয়ের সামনে তা কেন বারবার দুর্বল হয়ে পড়ে? সমাধান হিসেবে কেউ বিদেশে দলীয় শাখা পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার কথা বলছেন, আবার কেউ বলছেন-প্রবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেই দলীয় সাংগঠনিক কাঠামোর বিষয়ে পরিষ্কার নিয়ম দরকার। এই বিতর্কের চূড়ান্ত সমাধান রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, আইনপ্রণেতা এবং প্রবাসী সমাজের আলোচনার বিষয়। কিন্তু একটি জায়গায় ঐকমত্য থাকা সম্ভব-বিদেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিটি বাংলাদেশির আচরণ যেন দেশের মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে।

প্রবাসী সংগঠনগুলো চাইলে দলীয় পরিচয়ের বাইরে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, পেশাজীবী, মানবিক ও উন্নয়নভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম আরও শক্তিশালী করতে পারে। এতে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভাষা, ব্যবসা, বিনিয়োগ ও সামাজিক সম্পর্কের প্রচার হতে পারে; একই সঙ্গে প্রবাসীদেরও দলীয় সংঘাতের বাইরে একটি বৃহত্তর নাগরিক পরিচয় তৈরি হতে পারে। নিউইয়র্কের রাস্তায় বিএনপি-আওয়ামী লীগের পাল্টাপাল্টি স্লোগান কিংবা ২০২৫ সালের বিমানবন্দরে আখতার হোসেনকে ডিম ছোড়ার ঘটনা-প্রতিটি ঘটনাকে আলাদা আলাদা করে দেখলে এগুলো হয়তো সাময়িক রাজনৈতিক উত্তেজনা। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে দেখলে এগুলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদেশের মাটিতেও কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ যখন শান্তি, উন্নয়ন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা বলে, তখন সেই দেশের নাগরিকদের আচরণও অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি বার্তা বহন করে।

রাজনীতি থাকবে। মতবিরোধ থাকবে। নির্বাচন থাকবে। ক্ষমতার প্রতিযোগিতাও থাকবে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে অপমান করা, হেনস্তা করা কিংবা বিদেশের রাস্তায় সংঘাতে জড়িয়ে পড়া কোনো দেশের গণতান্ত্রিক পরিপক্বতার মাপকাঠি হতে পারে না। প্রবাসীরা বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তারা দেশের দূতও-সরকারি পদে নয়, নাগরিক পরিচয়ে। তাই প্রশ্নটি শেষ পর্যন্ত শুধু আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত কিংবা অন্য কোনো দলের নয়। প্রশ্নটি বিদেশের মাটিতে আমরা নিজেদের কীভাবে উপস্থাপন করতে চাই?

বাংলাদেশের নাম উচ্চারিত হবে তার মানুষের শ্রম, সাফল্য, সংস্কৃতি, উদ্ভাবন ও মানবিকতার জন্য নাকি দলীয় সংঘাত, গালি, ডিম ছোড়া আর পাল্টাপাল্টি মিছিলের জন্য? নিজেকে বদলানোর যে কথা উদ্দিষ্টদের সামনে এতদিন ধরে বলা হয়, তার রাজনৈতিক অর্থ হয়তো এখানেই-পৃথিবী বদলানোর আগে রাজনৈতিক আচরণের সংস্কৃতি বদলাতে হবে। আর সেই পরিবর্তনের শুরু হতে পারে নিজের কাছ থেকেই।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ওজন পার্কে চারুকণ্ঠের বাংলা স্কুলের উদ্বোধন

৬২ পৃষ্ঠার পর

প্রবাসে জন্ম নেওয়া ও বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের শিকড়ের পরিচয় তুলে ধরতে এই স্কুলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ফারজিন রাকিবা কবির জানান, 'চারুকণ্ঠ' শুধুমাত্র ভাষা শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা সংস্কৃতির সুকুমার কলা যেমন- সংগীত, আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সহযোগিতা করেছেন -আহসানুল হক, রেহানা পারভীন পপি, শীলা মুহিত, শম্পা,সুনা, মার্থা বাড়ৈ, জান্নাতুল বাকি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন - মেজবাহ আবেদিন, সাঈদ উর রব, শামসুল আবেদিন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক গোলাম মুহাম্মদ মুহিত, টি ভ্যারাইটি সৈনিক আরিফুর চৌধুরী প্রমুখ।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন -মুহাম্মদ আবদুল আজিজ নাঈমী, আবু সাঈদ রতন, অন্তু দীপ চৌধুরী, সোয়েব আহমেদ।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

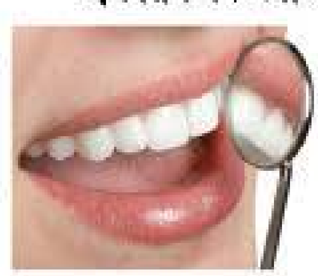

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)

Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

কনস্ট্রাকশন / রেনোভেশন

Free Estimate

নতুন কিচেন / রিনোভেশন • বাথরুম ইনস্টলেশন/ রিপেয়ার কার্পেটিং / ফ্লোরিং / ওয়াল • টাইলস, প্লাম্বিং ও ইলেক্ট্রিক সহ যে কোন কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।

বাংলা কনস্ট্রাকশন ইনক
73-05 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email:bmz01x@gmail.com
Phone: 646-996-7171

HOPE & CHERISH
—HOME CARE—
HOME CARE
PCA, HHA, OPWDD & PEDIATRIC SERVICE
COUNTIES SERVED
BRONX • BROOKLYN • MANHATTAN
STATEN ISLAND • QUEENS • NASSAU
WE ARE PROVIDING PCA/HHA CERTIFICATION, TRAINING, AND RECRUITMENT
Please Contact
718-252-3590
CELL: 646-591-8396 | TEXT: 646-591-8396
EMAIL: SHAH@HOPENCHERISH.COM
WWW.HOPENCHERISH.COM
3345 NEPTUNE AVE, BROOKLYN, NY 11224

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি জিন্দাবাদ
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি জিন্দাবাদ
সবার আগে বাংলাদেশ
প্রবাসের মাটিতে স্বাগতম
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান
বাংলাদেশের পতাকা
বাংলাদেশের মর্যাদা
বিশ্বমঞ্চে আরও
সমুন্নত হোক।
জাকির এইচ চৌধুরী
সাবেক সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র যুবদল
ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনিং

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillsid
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-

Email: info@goldenagehomecare.co

AGE
RE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
ঃ স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
820
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
om | www.goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

NY INSURANCE

BROKEAGE INC.

TLC INSURANCE SPECIALIST

718 476-2025

NY CAR & LIMO

SERVICES INC

BLACK & GREEN CAR BASE

718 727 4444

BEGINNER'S

DRIVING ACADEMY

YOUR DRIVER LICENSE IS OUR RESPONSIBILITY

929 244-7730

DMV EXPRESS

PLATES
NEW, SURRENDER & TRANSFER

TITLE
NEW & DUPLICATE TITLE REQUEST

REGISTRATION
NEW, REPLACE, RENEWAL & TRANSFER

929-244-7730

EXCELSIOR

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE
HOME CARE

সম্মানিত কমিউনিটির সকলের অবগতির জন্য

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি Golden Age Home Care-এর ধারাবাহিক অগ্রগতি ও সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও বানোয়াট তথ্য ও গুজব ছড়ানোর অপচেষ্টা করছেন।

আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই,
এসব প্রচারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য।

Golden Age Home Care সবসময় সততা, দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কমিউনিটির মানুষের পাশে থেকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং **ভবিষ্যতেও সেবার অঙ্গীকার করছে।**

কোনো গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্যে বিশ্বাস না করে, Golden Age Home Care সম্পর্কে যেকোনো তথ্য বা প্রশ্নের জন্য সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ

718-775-7852 | 646-591-8396

ওবামাকেয়ার থেকে ৭ লাখ ৬০ হাজার মানুষ বাদ

৩ পৃষ্ঠার পর

সার্ভিসেসের (সিএমএস) প্রশাসক ড. মেহমেত ওজ এ ঘোষণা দেন। ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের প্রতারণাবিরোধী উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৩ লাখ ১৫ হাজার এনরোলমেন্ট বাতিল করা হয়েছে। এসব এনরোলমেন্টের আওতায় থাকা প্রায় ৭ লাখ ৬০ হাজার মানুষের স্বাস্থ্যবীমা কভারেজ বাতিল করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, এসব ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের ঘাটতি ছিল এবং কিছু ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে বা অস্তিত্বহীন পরিচয়ে স্বাস্থ্যবীমায় তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স বলেন, সরকার নিশ্চিত করতে চাইছে যে ওবামাকেয়ারের ভর্তুকি যারা পাচ্ছেন, তারা সত্যিই সেই সুবিধা পাওয়ার যোগ্য কি না। তাঁর নেতৃত্বাধীন টাস্কফোর্স সরকারি কর্মসূচিতে প্রতারণা ও অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য কাজ করছে। এদিকে আরও প্রায় ৪ লাখ ১৯ হাজার এনরোলমেন্ট অতিরিক্ত যাচাইয়ের আওতায় আনা হবে। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিচয় ও স্বাস্থ্যবীমা ভর্তুকি পাওয়ার যোগ্যতা যাচাই করা হবে। তবে অতিরিক্ত যাচাইয়ের আওতায় থাকা সবাই যে প্রতারণা করেছেন, এমন দাবি প্রশাসন করেনি।

স্বাস্থ্যবীমায় নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এজেন্ট ও ব্রোকারদের ভূমিকা নিয়েও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, শনাক্ত হওয়া অনিয়মের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সঙ্গে এজেন্ট ও ব্রোকারদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ কারণে নতুন গ্রাহক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নতুন এজেন্ট ও ব্রোকারদের ওপর ছয় মাসের স্থগিতাদেশ আরোপ করা হয়েছে।

২০২৬ সালের শুরুতে প্রায় ১ কোটি ৯২ লাখ মানুষ অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট মার্কেটপ্লেসের স্বাস্থ্যবীমায় সক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত ছিলেন বলে প্রশাসনের তথ্যের ভিত্তিতে জানানো হয়েছে তবে গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফিস পরীক্ষায় অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট ভর্তুকিতে প্রতারণার ঝুঁকি থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলেও এর প্রকৃত পরিমাণ কত, তা এখনো স্পষ্ট নয়। গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফিস কাল্পনিক পরিচয় ব্যবহার করে ২০২৪ ও ২০২৫ সালে ২৪টি আবেদন পরীক্ষা করে দেখতে পায় যে প্রায় সব আবেদনই ভর্তুকিযুক্ত স্বাস্থ্যবীমার অনুমোদন পেয়েছিল।

স্বাস্থ্যবীমার খরচ বাড়তে থাকা এবং অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট ভর্তুকি নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই নতুন এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত কোভিড-পরবর্তী ভর্তুকি শেষ হওয়ার পর অনেক গ্রাহকের স্বাস্থ্যবীমার প্রিমিয়াম বেড়েছে। ফলে অনেক পরিবারকে বেশি খরচের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।
আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি
আমাদের প্যাকেজ বিবরণ
ওমরা ভিসা
এয়ার টিকেট
১ দিন মক্কায় টুর
১ দিন মদিনা টুর
মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল
(4 Star Hotel with Breakfast.)
মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ
(একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)
* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।
NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com
NAFS TRAVEL
37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

এআইকে ঘিরে বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় মহাবিপর্যয়ের শঙ্কা

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রযুক্তিবিদ ও অপারেটর ধাঁচের মানুষের চাকরি এআইয়ের কারণে হারিয়ে যেতে পারে। একইভাবে রোবটিকসের সঙ্গে এআইয়ের সমন্বয় ঘটলে পরিবহন, উৎপাদন এবং অন্যান্য খাতেও কর্মসংস্থানের বড় পরিবর্তন আসতে পারে। এতে প্রযুক্তির বিশ্বমোড়লরা যেমন উপকৃত হবে, তেমনি তার বিপরীতে দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হবেন সাধারণ প্রযুক্তিকর্মীরা। এমনকি এর প্রভাবে বন্ধ হয়ে যাবে অনেক স্বল্পপুঁজির স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্যতম বড় চিন্তার জায়গা হলো, এটি যদি উৎপাদন বাড়ায় কিন্তু মানুষের আয় কমিয়ে দেয়, তাহলে সেই উৎপাদিত পণ্য ও সেবা কিনবে কে? অর্থনীতির একটি মৌলিক সত্য হলো, ভোক্তার আয় ছাড়া বাজার টিকে থাকতে পারে না। যদি বড় একটি অংশের মানুষ স্থায়ী কর্মসংস্থান হারায় এবং তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়, তাহলে এআইনির্ভর ব্যবসাগুলোও দীর্ঘ মেয়াদে সমস্যায় পড়তে পারে। এখানেই এআই যুগের সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য তৈরি হয়। প্রযুক্তি একদিকে সমাজকে আরও ধনী করতে পারে, অন্যদিকে সেই সম্পদের মালিকানা যদি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহলে বৈষম্য আরও বাড়তে পারে। তার মানে প্রযুক্তি খাতের বড় বড় কোম্পানি আরও ধনী হবে, ছোট কোম্পানিগুলো হয়ে পড়বে কর্মহীন। পাশাপাশি লাখে লাখে প্রযুক্তিকর্মী বেকার হয়ে পড়বেন। অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করছেন, যদি এআই মানুষের শ্রমের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে অর্থনীতির আয়কাঠামোতে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। বর্তমানে শ্রমিক ও মূলধন উভয়েই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অংশীদার। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি উৎপাদনের প্রধান উৎস হয়ে ওঠে প্রযুক্তি ও মূলধন, তাহলে শ্রমের অংশ কমে যেতে পারে। এর ফলে এমন একটি অর্থনীতি তৈরি হতে পারে যেখানে প্রযুক্তির মালিকরা ক্রমাগত আরও ধনী হবেন, আর সাধারণ মানুষের আয় স্থবির হয়ে পড়বে। এই পরিস্থিতি শুধু সামাজিক বৈষম্য বাড়াবে না, গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার জন্যও বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে এআইকে থামিয়ে দেওয়া উচিত। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি কখনোই সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যায় না এবং তা করার প্রয়োজনও নেই। বরং মূল প্রশ্ন হলো, এআই থেকে সৃষ্ট সম্পদ কীভাবে ন্যায্যভাবে ভাগ করা যায়।

কিছু অর্থনীতিবিদ প্রস্তাব করেছেন, এআই থেকে লাভবান প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা জনগণের মধ্যে আরও বিস্তৃত করা যেতে পারে। যেমন- একটি জাতীয় সম্পদ তহবিল গঠন করে প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোর অংশীদারত্ব নেওয়া এবং সেই আয় নাগরিকদের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে। অন্যরা ধনসম্পদের ওপর কর আরোপ বা সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার কথা বলছেন। মূল বিষয় হলো, প্রযুক্তি নিজে কোনো নৈতিক সিদ্ধান্ত নেয় না। এআই কীভাবে ব্যবহৃত হবে, তার সুবিধা কারা পাবে এবং ক্ষতির বোঝা কারা বহন করবে, তা নির্ধারণ করবে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা।

ইতিহাসে অনেক প্রযুক্তিগত বিপ্লব মানুষের জীবন বদলেছে। বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, শিল্পযন্ত্র, কম্পিউটার- সবকিছুই মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু প্রতিটি পরিবর্তনের সময়ই প্রশ্ন উঠেছে, উন্নয়নের সুফল কি সবাই পেয়েছে, নাকি কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন প্রযোজ্য। যদি এআই সত্যিই প্রাচুর্যের যুগ নিয়ে আসে, তাহলে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে সেই প্রাচুর্য যেন কেবল প্রযুক্তির মালিকদের জন্য না হয়। প্রযুক্তির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য শুধু বেশি উৎপাদন নয়, বরং মানুষের জীবনকে আরও উন্নত করা; এমন একটি ভবিষ্যৎ, যেখানে মানুষ কম সময় কাজ করে বেশি স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা এবং মানবিক জীবনের সুযোগ পাবে, সেটিই হওয়া উচিত এআই বিপ্লবের প্রকৃত লক্ষ্য। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন প্রযুক্তি কতটা শক্তিশালী হবে তা নয়, বরং প্রশ্ন হলো সেই শক্তির নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে এবং তার সুফল সমাজের কত মানুষের কাছে পৌঁছাবে। কারণ প্রকৃত প্রাচুর্য তখনই অর্থবহ হবে, যখন তা সবার জন্য সুযোগ তৈরি করবে, কেবল কিছু মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করবে না। যদি সেটা না হয় তবে অভাবনীয় আত্মবৈষম্য থেকে একটা চরম অস্থিতিশীল ও অমানবিক বিশ্বের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

ড. মো. আনন্দ্য আতিক সালিম : সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রধানমন্ত্রী বরাবর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসীদের স্মারকলিপি কনস্যুলেটে হস্তান্তর

৩২ পৃষ্ঠার পর

কনস্যুলেট জেনারেলের কাছে স্মারকলিপিটি দেওয়া হয়। কনসাল জেনারেল স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন এবং প্রবাসীদের উত্থাপিত বিষয়গুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান। ফখরুল আলম বলেন, আমরা চেয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে সরাসরি দেখা করে দাবিদাওয়াগুলো দিতে। কিন্তু তার সাথে দেখা করা সম্ভব হয়নি। কারণ তিনি এবারের এত কম সময়ের সফরে এসেছেন। তিনি জাতিসংঘের অনুষ্ঠানের বাইরে তেমন কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন না। এই কারণে আমরাও সময় পাইনি। আমাদেরকে বলা হয়েছে কনস্যুলেটের মাধ্যমে কনসাল জেনারেলের কাছে দেওয়ার জন্য তিনি সেটি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে পৌঁছে দিবেন। আমরা প্রবাসীদের দাবিগুলো জানাচ্ছি। আশা করছি তিনি বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন এবং দাবিগুলো পূরণ করবেন।

স্মারকলিপিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জনাব তারেক রহমান সমীপে, প্রবাসী বাংলাদেশীদের কিছু ন্যায্য এবং জরুরী দাবি পূরণের আবেদন জানান। সেখানে বলা হয়, জীবন জীবিকাসহ নানা কারণ আর প্রয়োজনে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন। দেশত্যাগ আমাদের রক্তক্ষরণের বিষয়। তারপরও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং দায়বদ্ধতার কারণে প্রবাসী বাংলাদেশীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছেন। স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকারই প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ রক্ষার কথা বলেছেন, নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি তারা প্রবাসীদের তেমন কোন স্বার্থই রক্ষা করেননি। আমরা প্রবাসী ফোরামের পক্ষ থেকে প্রতিটি সরকারকে আমাদের প্রাণের দাবি ৯ দফা নানা সময়ে উপস্থাপন করেছি। এখন আমাদের দেশে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের প্রত্যাশিত গণতান্ত্রিক সরকার। সে সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিরাট ভূমিকা ছিল। তাই আমরা আশাবাদী আপনার সরকার আমাদের দাবীসমূহ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করবে।

আমাদের দাবিসমূহ: ০১. জাতীয় সংসদে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রবাসীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। ০২. নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউ ইয়র্ক রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু। ০৩. বাংলাদেশের প্রশাসনসহ বিভিন্ন অফিস-আদালতে প্রবাসীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্মানজনক মূল্যায়ন করে সকল কাজ সম্পাদন করার কার্যকর ব্যবস্থা করা। ০৪. দেশে বসুন্ধরাসহ ভূমিদস্যুদের হাত থেকে প্রবাসীদের রক্ষা। বিশেষ করে চুক্তি মোতাবেক ক্রয় করা জমি, প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট সহজে সংশ্লিষ্ট প্রবাসীর কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ০৫. ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ করা। ০৬. দৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা। ০৭. প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের অর্থে গড়ে ওঠা অর্থনীতির লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার বন্ধ করাসহ পাচারকারীদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। ০৮. প্রিয় জন্মভূমি সফরকালে প্রবাসীদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ০৯. বাংলাদেশে প্রবাসীদের ঘরবাড়ি ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা ও মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। এই দাবি দাওয়া জানিয়েছেন, সংগঠনের উপদেষ্টাঃ ড. মহসিন পাটোয়ারী, ডাঃ ইকবাল চৌধুরী, ডাক্তার ওয়াদুদ ভূঁইয়া, মাক মিসবাহ উদ্দিন, মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জেম, অ্যাটর্নি শেখ সেলিম, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, মোহাম্মদ এন মজুমদার, ইঞ্জিনিয়ার আশতাক চৌধুরী, শেখ শাহ জামান, ফখরুল আলম, আহ্বায়ক, প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরাম, নিউইয়র্ক, ইউএসএ, মেম্বারঃ আজহারুল হক মিলন, আহসান হাবিব, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, রবি সাইয়েদ, ডাঃ নাজিবুর রহমান, ডাঃ নার্গিস রহমান, আবু নাসের, শেখ হায়দার আলী, আব্দুল মতিন, সামছু উদ্দিন আহমেদ শামীম, কাসেম আবুল রাজু, শাহ মোয়াজ্জেম হোসাইন। প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরামের আহ্বায়ক ফখরুল আলম নেতারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত লাখো বাংলাদেশি দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। রেমিট্যান্স পাঠানোর পাশাপাশি প্রবাসীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও মানবিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসীদের নাগরিক অধিকার, সম্পত্তি, ভোটাধিকার, পাসপোর্ট এনআইডি, কনস্যুলার সেবা এবং দেশে বিনিয়োগসংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতা রয়েছে। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, এসব সমস্যা সমাধানে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ প্রয়োজন। বিশেষ করে বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সঙ্গে সরকারের সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানো এবং প্রবাসীদের জন্য সেবাগুলো আরও সহজ ও আধুনিক করার ওপর গুরুত্ব দেন তারা। প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরাম এর আগে ২০২৪ সালে নিউইয়র্ক কনস্যুলেটের মাধ্যমে তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে ১৩ দফা দাবি পেশ করেছিল। সে সময়ও সংগঠনটি প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা ও অধিকারসংক্রান্ত বিষয় সরকারের সামনে তুলে ধরে। যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্মারকলিপিতে প্রবাসীদের নাগরিক ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, দেশে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করা এবং পাসপোর্ট ও কনস্যুলার সেবা আরও দ্রুত ও হয়রানিমুক্ত করার বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশে প্রবাসীদের বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারসংক্রান্ত সমস্যা সমাধান, বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ, রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়া আরও সহজ করা এবং প্রবাসীদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা চালুর দাবিও তুলে ধরা হয়েছে। প্রবাসী নেতারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে সরকারকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একটি কার্যকর কাঠামো তৈরি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রবাসীদের মতামত গ্রহণ এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ওপরও তারা গুরুত্বারোপ করেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বর্তমানে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। তিনি ২১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন এবং ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সফরের কর্মসূচি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফরকে কেন্দ্র করে প্রবাসীদের বিভিন্ন সংগঠনও তাদের দীর্ঘদিনের দাবি ও প্রত্যাশার বিষয়গুলো সরকারের কাছে তুলে ধরছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরামের পক্ষ থেকে নিউইয়র্ক কনস্যুলেটের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করা হলো। সংগঠনের নেতারা আশা প্রকাশ করেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সমস্যাগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে এবং প্রবাসীদের জন্য কার্যকর, স্বচ্ছ ও সহজতর সেবা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.
- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters
Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

এয়ার টিকেটিং

হজ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার

HOTEL
হোটেল বুকিং

ভিসা প্রোসেসিং

ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?

- বিশেষজ্ঞ দল
- যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সহায়তা
- নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with

إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

السعودية SAUDIA
QATAR AIRWAYS القطرية
Emirates
TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই
646-637-7590
Email: khanma663@gmail.com

COOL Multiservices LLC
Real Estate, Tax, Insurance & Consultancy
We Offer Mortgage
Wireless Communication Limo Service

শাহ্ হামজার স্মরণে
বিশ্বাসের উত্তরাধিকার, উৎকর্ষতার ভবিষ্যৎ

১৯৯৯ সাল থেকে কুল মাল্টিসার্ভিসেস এলএলসি আমাদের কমিউনিটির একটি নির্ভরযোগ্য ভরসার নাম। দীর্ঘ এই পথচলায় আমরা সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করেছি।
আজ আমরা গর্বের সাথে জানাচ্ছি—আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের সেবার পরিধি ও দক্ষতা আরও বিস্তৃত করেছি।
আপনি যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত সহায়তা চান, কিংবা নিজের স্বপ্নের একটি বাড়ির খোঁজে থাকেন—যে দলকে আপনি বছরের পর বছর বিশ্বাস করেছেন, সেই দল আজও আপনার পাশে আছে।

আমাদের প্রধান সেবাসমূহ

* ট্যাক্স প্রস্তুতি ও পরামর্শ
  দ্রুত, নির্ভুল ও সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞ সহায়তা।
* মর্টগেজ ও ঋণ সমাধান (প্রি এপ্রোভাল)
  সহজ শর্ত, প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার ও ব্যক্তিগত গাইডলাইন।
* রিয়েল এস্টেট সেবা
  বাড়ি কেনা বা বিক্রি—বাজার বিশ্লেষণ করে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা।

আপনার স্বপ্নের বাড়ির শুরু এখান থেকেই

প্রথমবার বাড়ি কিনছেন?
আপনাকে আন্তরিক স্বাগতম।
এই প্রক্রিয়াকে জটিল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহীদের জন্য প্রি-অ্যাপ্রুভালসহ প্রতিটি ধাপে পাশে থেকে সহায়তা করি, যাতে আপনার "স্বপ্নের বাড়ি" বাস্তবে রূপ নেয়।

কুল-এর সাথে যুক্ত হয়ে উপভোগ করুন
২৫ বছরেরও বেশি সময়ের সততা, অভিজ্ঞতা ও পেশাদার সেবার নিশ্চয়তা।

: যোগাযোগ :
১৯৭০১ হিলসাইড অ্যাভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩
৭১৮-৮০৩-৮২০০
ইমেইল: coolmultiservicesllc@gmail.com

হ্যান্ডস অন
ফিসিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া
এলআইসি. ফিসিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway
170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020
জ্যাকসন হাইটস অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

PROBASHI BANGLADESHI FORUM INC.

New York, NY
probashibforum@gmail.com
+1 917-714-2360

আবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
জনাব তারেক রহমান সমীপে
প্রবাসী বাংলাদেশীদের কিছু ন্যায্য
এবং জরুরি দাবি পূরণের

জীবন জীবিকাসহ নানা কারণ আর প্রয়োজনে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন। দেশত্যাগ আসলে রক্তক্ষরণের বিষয়। তারপরেও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং দায়বদ্ধতার কারণে প্রবাসী বাংলাদেশীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছেন। স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকারই প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ রক্ষার কথা বলেছেন, নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্যি তারা প্রবাসীদের তেমন কোন স্বার্থই রক্ষা করেননি। আমরা প্রবাসী ফোরামের পক্ষ থেকে প্রতিটি সরকারকে আমাদের প্রাণের দাবি ৯ দফা নানা সময়ে উপস্থাপন করেছি। এখন আমাদের দেশে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের প্রত্যাশিত গণতান্ত্রিক সরকার। সে সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিরাট ভূমিকা ছিল। তাই আমরা আশাবাদী আপনার সরকার আমাদের দাবীসমূহ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পুরণ করবে।

আমাদের দাবিসমূহ:

০১. জাতীয় সংসদে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রবাসীদের অংশিদায়িত্ব নিশ্চিত করা।
০২. নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু।
০৩. বাংলাদেশের প্রশাসনসহ বিভিন্ন অফিস-আদালতে প্রবাসীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্মানজনক মূল্যায়ন করে সকল কাজ সম্পাদন করার কার্যকর ব্যবস্থা করা।
০৪. দেশে বসুন্ধরাসহ ভূমিদস্যুদের হাত থেকে প্রবাসীদের রক্ষা। বিশেষ করে চুক্তি মোতাবেক ক্রয় করা জমি, প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট সহজে সংশ্লিষ্ট প্রবাসীর কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
০৫. ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ করা।
০৬. দ্বৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা।
০৭. প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের অর্থে গড়ে ওঠা অর্থনীতির লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার বন্ধ করাসহ পাচারকারীদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।
০৮. প্রিয় জন্মভূমি সফরকালে প্রবাসীদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
০৯. বাংলাদেশে প্রবাসীদের ঘরবাড়ি ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা ও মামলার দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা।

নিবেদনে,

ফখরুল আলম
আহবায়ক
প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরাম
নিউইয়র্ক, ইউএসএ

উপদেষ্টা:
ড. মহসিন পাটোয়ারী
ডা: ইবরুল চৌধুরী
ডাক্তার ওয়াদদু ভূইয়া
মাফ মিসবাহ উদ্দিন
মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জেম
অ্যাটর্নি শেখ সেলিম
অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী
মোহাম্মদ এন মজুমদার
ইঞ্জিনিয়ার আলতাফ চৌধুরী
শেখ শাহজাহান

মেম্বার:
আজহারুল হক মিলন
আহসান হাবিব
ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার
রাব্বি সাইয়েদ
ডা: নাফিসুর রহমান
ডা: নার্গিস রহমান
আবু নাসের
শেখ হায়দার আলী
আব্দুল মতিন
সামছু উদ্দিন আহমেদ শামীম
কাসেম আবুল রাজু
শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসাইন

সরকারি সহায়তা নিলে গ্রিনকার্ড নয়

৬৪ পৃষ্ঠার পর

(ডিপোর্টেশন) ঝুঁকির মুখে পড়া। ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী, এই নীতির ফলে প্রায় প্রায় ১০ মানুষ সরকারি সহায়তা কর্মসূচি থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে পারেন এই নীতির আওতায়। এতে সরকারের লাখ লাখ ডলার সাশ্রয় হবে।

'পাবলিক চার্জ' বা সরকারি খরচের বোঝা বিষয়ক নিয়মটি কি? : ১৮৮২ সাল থেকে ফেডারেল সরকার অভিবাসীদের গ্রিন কার্ড পাওয়া থেকে বিরত রেখে আসছে যদি তাঁদের এমন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় যিনি ভবিষ্যতে 'পাবলিক চার্জ' বা সরকারি খরচের বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারেন-অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল হতে পারেন। অভিবাসন কর্মকর্তাদের এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বয়স, স্বাস্থ্য এবং আর্থিক অবস্থার মতো বিষয়গুলো বিবেচনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অভিবাসন কর্মকর্তারা এতদিন মূলত প্রাতিষ্ঠানিক দীর্ঘমেয়াদী সেবা এবং নগদ অর্থ সহায়তা কর্মসূচির (যেমন-'টেম্পোরারি অ্যাসিস্ট্যান্স ফর নিডি ফ্যামিলিজ' বা অভাবী পরিবারের জন্য সাময়িক সহায়তা, যার মাধ্যমে স্বল্পসহ স্বল্প আয়ের পরিবারকে সরাসরি অর্থ দেওয়া হয়) ব্যবহারকেই বিবেচনায় নিতেন। কিন্তু তারা সাধারণতঃফুড স্ট্যাম্প বা 'মেডিকেইড'-এর মতো কর্মসূচিগুলোর ব্যবহার বিবেচনায় নিতেন না; কারণ এগুলোর মাধ্যমে পরিবারকে সুবিধা দেওয়া হলেও সরাসরি নগদ অর্থ দেওয়া হয় না।

ট্রাম্প প্রশাসন কীভাবে নিয়মগুলো পরিবর্তন করছে? : নতুন নীতিটি সেই সব সরকারি সুবিধার পরিধি বাড়াচ্ছে যা অভিবাসন কর্মকর্তারা বিবেচনায় নিতে পারবেন-যখন তারা কোনো ব্যক্তিকে ফেডারেল সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করবেন। তবে গ্রিন কার্ড আবেদনকারীদের আবেদন প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে ঠিক কোন কোন সরকারি সুবিধা বিবেচনায় নেওয়া হবে, সে বিষয়ে নীতিটিতে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।

গত মাসে জারি করা নির্দেশনায় বলা হয়েছে যে, কর্মকর্তারা আর্থিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে দেওয়া সরকারি সুবিধাযেমন আবাসন সহায়তা, ফুড স্ট্যাম্প, কলেজের জন্য আর্থিক সহায়তা এবং অন্যান্য অনুরূপ সুবিধা-বিবেচনায় নিতে পারবেন। অভিবাসন নীতি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার অভাবের কারণে কর্মকর্তারা আরও বিস্তৃত পরিসরের সরকারি সহায়তা-যার মধ্যে মেডিকেইড এবং নির্দিষ্ট কিছু বিনামূল্যে স্কুল মধ্যাহ্নভোজ কর্মসূচিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে-বিবেচনায় নেওয়ার ক্ষমতা পেয়ে যেতে পারেন। নির্দলীয় থিংক-ট্যাঙ্ক 'মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউট'-এর ইউএস ইমিগ্রেশন পলিসি প্রোগ্রামের সহযোগী পরিচালক জুলিয়া জেলাট বলেন, 'এটি সত্যিই একটি বড় পরিবর্তন। এখন বিষয়টি ব্যাখ্যার ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এটি নিশ্চিতভাবেই অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও বেশি ভুল বোঝাবুঝি ও ভয়ের সৃষ্টি করবে।' (তথ্যসূত্র-নিউইয়র্ক টাইমস)

গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

করেন ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা মানজুরুল করিম। আর্থিক বিবরণী তুলে ধরেন অর্থ সম্পাদক নজরুল ইসলাম।
সভায় সদস্য অন্তর্ভুক্তি, কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ নিবিড় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রতি শুক্রবার বিকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ সোসাইটির কার্যালয়ে নিয়মিত বসবেন। এছাড়া সাপ্তাহের অন্য দিনও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে যার সুযোগ থাকে তিনি বসবেন।
বৃহত্তর নোয়াখালীবাসীর নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গড়ে তোলা, সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা, নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত ধারণা আদান-বিনিময়, মূলধারায় নিজেদের অংশগ্রহণ, সুযোগ-সম্ভাবনার বিষয়গুলো নিয়ে কমিউনিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমন উদ্যোগ বলে নেতৃবৃন্দ জানান।

নৈতিক শিক্ষা অবশ্যই অবশ্যপাঠ্য

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রাসঙ্গিক যে, নৈতিক শিক্ষার পর্যাপ্ত পাঠ প্রদান করা হলেই কি সবাই নৈতিক আচরণে অভ্যস্ত হবে? ছোটবেলা থেকে মানুষ অনেক নৈতিক শিক্ষাই পরিবার ও সমাজ থেকে গ্রহণ করে কিন্তু বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ সবসময় দেখা যায় না। এ বিষয়টি মোটেই এ বিদ্যার কোনো ত্রুটি নয়, বরং এ বিদ্যা যারা শেখাচ্ছেন অথবা যেসব প্রতিষ্ঠানে এগুলোর জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব হলো এ বিদ্যাকে অভ্যাসে পরিণত করার জন্য কিছু প্রক্রিয়া অবলম্বন করা।
জাপান, ফিনল্যান্ডসহ অনেক দেশ, এমনকি আমাদের দেশের কিছু প্রতিষ্ঠানও শিক্ষার্থীদের এ অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। আসলে বিদ্যালয়গুলোকেই নৈতিকতা অনুশীলনের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে রাষ্ট্র যদি আইন প্রয়োগের কঠোরতা, বিচারের নিরপেক্ষতা এবং ভালো মানুষের কদর করার সাংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে নৈতিকশিক্ষা শুধু কেতাবে নয়, বাস্তব জীবনেও অনুশীলন হবে, যা একটি আদর্শ জাতি গঠনের জন্য খুবই জরুরি।
লেখক: অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাবি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।
Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com
মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS
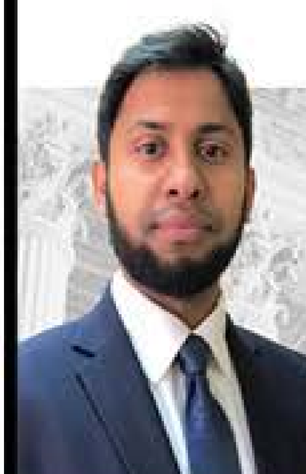
বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা, ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয় অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন
নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243
37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
ATTORNEY ADVERTISING

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে
TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES
রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services

Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmangfs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer
Jamaica Hollis Office
Jackson Heights Office

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

KARNAFULLY
TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc
Approved

কর্ণফুলি ট্রাভেল
আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30, 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC

Best Choice for your trip

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

- 24 Hours Service
- Experienced & Professional Driver
- Affordable Price
- Airport Service
- Long Distance - Short Distance Hourly Service
- Special Occasions Service
- Wheelchair Available
- Corporate Transporation

Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825

2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com

We arrange
Base Letter & Base Affiliate

Amader Service.com

Your Trusted Service Partner

আমাদের সেবাসমূহ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী

হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেক্ট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা

অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমডি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিস্ট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার

এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।

Get all services you need in one place from professional expart, at home!

এ্যাপসটি ডাউনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।

GET IT ON Google Play | GET IT ON App Store

CONTACT

+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410

www.amaderservice.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO

917-476-6628, 718-371-8334

www.neherphotography.weebly.com

মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্প থেকে দূরে থাকছেন প্রার্থীরা

১ পৃষ্ঠার পর

তাদের ২ জনের আসনই ঝুঁকিপূর্ণ। গেল সপ্তাহে তারা ছয় নয় ৭ জন সদস্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইরান-সংক্রান্ত যুদ্ধক্ষমতা সীমিত করার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। দক্ষিণ ফ্লোরিডা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসের সদস্য মারিয়া এলভিরা সালাজার একটি বিজ্ঞাপনে বলেছেন, অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্পের কঠোর পদক্ষেপ 'সীমা ছাড়িয়ে গেছে'। কৃষিপ্রধান অঙ্গরাজ্যগুলোর একদল রিপাবলিকান তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনী লড়াইয়ে আছেন। তারা সম্প্রতি ট্রাম্প কর্তৃক বিদেশি গরুর মাংসের ওপর শুল্ক স্থগিত করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অ্যারিজোনার প্রতিনিধি হুয়ান সিসকোমানি ট্রাম্পের নীতির সমালোচনা করেছেন। এসব জনপ্রতিনিধিরা অজনপ্রিয় প্রেসিডেন্টের অবস্থান থেকে নিজেদের আলাদা করার উপায় খুঁজছেন। ডেমোক্র্যাটরা কানসাস, টেক্সাস এবং ফ্লোরিডার মতো কট্টর রিপাবলিকান সমর্থিত অঙ্গরাজ্যগুলোতেও তাদের নির্বাচনী তৎপরতা জোরদার করছে। সেখানে তারা ভালো করবেন এমন আশাবাদ ব্যক্ত করছেন। সাধারণ মানুষের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য ট্রাম্পের বিরোধীতায় নেমেছেন অনেক রিপাবলিকান। ট্রাম্প এ ধরনের সমালোচনা আগে সহ্য করতেন না। কিন্তু এবার তিনি কিছুটা নমনীয়। যারা তার বিরোধীতা করছেন তাদের টার্গেট করে নেতিবাচক কিছু বলছেন না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সিএনএন-এর সাথে আলাপকালে একজন রিপাবলিকান দলীয় কর্মী বলেছেন, 'প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প দলীয় সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হওয়া নিয়ে বিন্দুমাত্র পরোয়া করতেন না। এবার হয়তো বুঝতে পেরেছেন। কংগ্রেসে জিততে হলে দলের সদস্যদের কিছুটা নমনীয়তা দেওয়া প্রয়োজন।' রাজ্যব্যাপী তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনী লড়াইয়ে থাকা একজন রিপাবলিকান কর্মী জানান, ট্রাম্পের অবস্থান থেকে ভিন্নমত পোষণ করা যাবে-এমন কোনো আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা বা 'ফরমান' আসেনি। বরং হোয়াইট হাউসের মনোভাবে বুঝা যায়, নির্বাচনে জিততে আপনাদের যা করা প্রয়োজন, তাই করুন।' রিপাবলিকান পার্টির মুখপাত্র মাইক বালসামো এক বিবৃতিতে বলেছেন যে রিপাবলিকানরা 'ঐক্যবদ্ধ এবং একই অভিমুখে এগিয়ে চলেছে', তবে তিনি বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার কথাও স্বীকার করেছেন। বালসামো বলেন, 'দিনশেষে আমাদের কাছে জয়লাভই মুখ্য এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্বাচনী লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।' সিনেটে রিপাবলিকানদের আসন ৫৩টি এবং ডেমোক্র্যাটরা ৪৭টি (২ জন স্বতন্ত্রের সমর্থন সহ)। ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে নিজেদের আসন রক্ষা সহ সিনেটে ৪টি ও হাউজে ৬টি আসনে রিপাবলিকান প্রার্থীদের পরাজিত করতে পারলে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসে মেজোরিটি দলে পরিণত হতে পারবে। আর টেনে ধরতে পারবে অসীম ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে। এদিক থেকে ৩ নভেম্বর আমেরিকানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রিপাবলিকানরা মরণ কামড় দিচ্ছেন কংগ্রেস তাদের হাতে রাখতে।

অবৈধদের নির্বাসনে পাঠাতে আদালতের আপত্তি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

এবং মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের দেশগুলো। ইতোমধ্যেই ট্রাম্প প্রশাসন ২৯টি দেশে ২৫ হাজার অবৈধ/কাগজপত্রবিহীন অভিবাসীকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আপিল আদালত শুক্রবার ট্রাম্প প্রশাসনের গৃহীত নীতিটি বাতিল করেছে। এই নীতির আওতায় কর্তৃপক্ষ অভিবাসীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের কথা জানানোর সুযোগ না দিয়েই তাদের নিজ দেশের বাইরে অন্য কোনো দেশে দ্রুত নির্বাসন দিতে পারত। বোস্টন-ভিত্তিক 'ফার্স্ট ইউএস সার্কিট কোর্ট অফ আপিলস' এর তিন বিচারকের একটি প্যানেল নিম্ন আদালতের বিচারকের ফেব্রুয়ারির সিদ্ধান্তটি মূলত বহাল রেখেছে। ঐ রায়ে ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির নীতিটিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে আপীল বিভাগের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে যেতে পারে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি।

নির্বাসন আদেশের মুখে পড়া অভিবাসীদের দায়ের করা একটি 'ক্লাস-অ্যাকশন' (যৌথ) মামলার প্রেক্ষিতে এই রায়টি এসেছে। কোনো ব্যক্তির সাথে কোনো সংযোগ নেই এমন দেশে তাদের পাঠানোর আগে সরকারকে কী ধরনের আইনি সুরক্ষা বা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে-তার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মামলাটি।

ন্যাশনাল ইমিগ্রেশন লিটিগেশন অ্যালায়েন্সের আইনজীবী এবং বাদীদের পক্ষের প্রতিনিধি ট্রিনা রিয়ালমুটো বলেন, 'এই সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত করে যে, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস যেসব সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার যে বিধান রয়েছে, তা কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো দেশে বিমানে পাঠিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না-যে দেশটি তাদের নির্বাসন প্রক্রিয়ার অংশই ছিল না।' 'রিফিউজিস ইন্টারন্যাশনাল' এবং 'হিউম্যান রাইটস ফার্স্ট'-এর যৌথ প্রকল্প 'থার্ড কান্ট্রি ডিপোর্টেশন ওয়াচ'-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের অধীনে এমন বেশ কিছু চুক্তি করা হয়েছে যার ফলে ২৫ হাজারেরও বেশি অভিবাসীকে অন্তত ২৯টি তৃতীয় দেশে (যার মধ্যে মেক্সিকোও অন্তর্ভুক্ত) পাঠানো হয়েছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (ডিএইচএস) জেনারেল কাউন্সেল জেমস পার্সিভাল 'এক্স' এ জানিয়েছেন যে, এই নীতিটি এখনও কার্যকর রয়েছে কারণ 'ফার্স্ট সার্কিট'-এর সিদ্ধান্তটি এখনও কার্যকর হয়নি। তিনি বলেন, 'যদি আপনি নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে ভয়ের কথা জানান, তবে আপনাকে অন্য কোথাও পাঠানোর অধিকার ডিএইচএস-এর রয়েছে।'

তৃতীয় দেশে বহিষ্কার প্রক্রিয়া : ২০২৫ সালের মার্চ মাসে, ডিএইচএস এমন ব্যক্তিদের বিষয়ে একটি নীতি গ্রহণ করে যাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বহিষ্কারাদেশ রয়েছে, কিন্তু অভিবাসন আদালতে নিজ দেশে ফেরত না পাঠানোর সুরক্ষা বা রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে।

এই নীতির আওতায় অভিবাসীদের বিকল্প কোনো দেশে পাঠানো সম্ভব হবে, যদি অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে এমন বিশ্বাসযোগ্য কূটনৈতিক নিশ্চয়তা থাকে যে সেখানে তাদের ওপর কোনো নিপীড়ন বা নির্যাতন চালানো হবে না।

এমনকি কোনো তৃতীয় দেশ যদি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে এ ধরনের নিশ্চয়তা নাও দিয়ে থাকে, তবুও সেখানে অভিবাসীকে পাঠানোর আগে অন্তত স্বল্প সময়ের নোটিশ দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছিল এই নীতিতে।

ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নিয়োগপ্রাপ্ত মার্কিন ডিস্ট্রিক্ট জাজ ব্রায়ান মারফি এই নীতিটি বাতিল করেন। তিনি অভিমত দেন যে, এই নীতি অভিবাসীদের আইনি প্রক্রিয়ার অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে কোনো পূর্ব-নোটিশ ছাড়াই তাদের অপরিচিত ও সম্ভাব্য বিপজ্জনক দেশগুলোতে দ্রুত বহিষ্কার ঝুঁকির হতে পারে। (তথ্যসূত্র-রয়টার্স)

জাতিসংঘে ড. খলিলের দপ্তরে লিগ্যাল অফিসার জাইমা

১ পৃষ্ঠার পর

পালন করবেন।

এ ছাড়া মোয়াজ্জেম হোসেন উপদেষ্টা ও প্রশাসনিক সহকারী, রাফিকুল ইসলাম তথ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলগত পূর্বাভাস বিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা, জাকির আহমেদ টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা এবং মো. রফিকুল আলম মোল্লা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন দেশগুলো বিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান গত ৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন। তার সভাপতিত্বেই বৃহস্পতিবার সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথ মবার ভাষণ দেবেন তারেক রহমান।

জাইমা রহমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও ডা. জুবাইদা রহমানের একমাত্র মেয়ে। তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নাতনি।

জাইমা লন্ডনের কুইন মেরি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। পরে যুক্তরাজ্যে বার-অ্যাট-ল সম্পন্ন করেন। ২০২৬ সালের জুনে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আইনজীবী তালিকাভুক্তির প্রথম ধাপের পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ হন।

সভাপতির দপ্তরে 'ডেপুটি চিফ অব ক্যাবিনেট' হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া আব্দুল আলিম দীর্ঘদিন ধরে কূটনৈতিক পেশায় রয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জাতিসংঘ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সাধারণ পরিষদের সভাপতি সরাসরি জাতিসংঘের কর্মী নন। তিনি জাতিসংঘ থেকে নিয়মিত কোনো বেতনও পান না। সাধারণ পরিষদের সভাপতির বেতন-ভাতা, আবাসন বা বাড়িভাড়াসহ বিভিন্ন ব্যয় সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশ বা সরকার বহন করে থাকে। তবে কিছু ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেট ও ট্রাস্ট ফান্ড থেকেও নির্দিষ্ট ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

বোয়িংতো কিনলাম, বিমান কি আসবে!

১ পৃষ্ঠার পর

বিপুল মোটা দামের টাকা দেবে কোন পৌঁছিনেন? বিলিয়ন ডলারের কারবার। অথচ নিউইয়র্কের বিখ্যাত জন এফ কেনেডি (জেএফকে) বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কোন 'ল্যান্ডিং স্লট' অনুমতি নেই। অর্থাৎ বাংলাদেশ বিমানের জন্য কোন ল্যান্ডিং স্লট না থাকায় বাংলাদেশ থেকে আসা কোন বিমান জেএফকে বিমানবন্দরে অবতরণ করতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন এডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) তা বন্ধ করে রেখেছে নিরাপত্তার কথা বলে। তারা অনেক দিন থেকে তা তদন্তও করছে এবং ফলাফল হচ্ছে 'প্যান্ডিং'। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গত ২১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা থেকে জাতিসংঘ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে তাঁর বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ছেড়ে যাবার কথা। এখন বোয়িং কোম্পানির কাছে মোটা দামের একজন ক্রেতা বাংলাদেশ।

চারদিকে গুঞ্জন ছিল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও একটি বৈঠক অথবা সৌজন্য সাক্ষাৎ হবার কথা। কিন্তু বাস্তবে তার কিছু ঘটেনি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুধু অভিনন্দন জানিয়েছেন বোয়িং কোম্পানির কর্মকর্তাদের তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায়। গত এপ্রিল মাসে ১৪টি এয়ারক্রাফট যার আটটি হচ্ছে ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার, দুটি ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার এবং বাকী চারটি হচ্ছে ৭৩৭-৮ ম্যাক্স জেট। এই সব বিমান কেনার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে বাংলাদেশ।

তারপর জাতিসংঘ অধিবেশন চলার সময় আরেক দফা এই সেপ্টেম্বর মাসে আরও ১১টি বোয়িং কেনার ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ সরকার। যার মধ্যে পাঁচটি হচ্ছে ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার এবং ছয়টি হচ্ছে ৭৩৭-৮ জেট। অর্থনৈতিক বাস্তবতা অনুমান করলে বিশাল ঘটনা বাংলাদেশের জন্য। মোট ২৫টি নতুন বোয়িং বাংলাদেশ থেকে কোন কোন দেশে যাবে তার রুট ঠিক করা হয়নি। বিশেষত পশ্চিমা দেশগুলোতে যাত্রী পরিবহন করার মত ক্ষেত্র তৈরি করতে না পারলে গলার কাটা হয়ে দাঁড়াবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। এসব ফ্লাইট যাতে আসার আগেই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে যুক্তরাষ্ট্রে আসার অনুমতি লাভের বিষয়টি চূড়ান্ত করা জরুরী ছিল। প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কে থাকা অবস্থায় এক বৈঠকে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা হয় মানে নিজেদের মুখ রক্ষা হয় এমন কিছু করা জরুরী ছিল। অন্যদিকে বিমানের লাভ যে পিঁপড়ারা বসে বসে খায় আর মোটাতাজা হয় তাদেরকে সরকার একহাত না নিলে এতোগুলো বোয়িং কেনার কোন মানেই হয় না।

বাংলাদেশ সরকারের এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কে গিভ এন্ড টেক একটি বিষয় অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। এখানে একতরফা সব ঘটার কারণে কোটি কোটি প্রবাসী প্রশ্ন রাখছেন বাংলাদেশ বিমান যুক্তরাষ্ট্রে আগামী দিনে আসতে পারবে তো! তা না হলে কেনকাই মরিচিকা হয়ে থাকবে। হাজার হাজার মানুষের স্বপ্নও অপূর্ণ হয়ে থাকবে। বিমানের জন্য কবে নিরাপত্তা ইস্যুটি প্রত্যাহার করা হবে তা বাংলাদেশ সরকারকে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রে ১০ লক্ষাধিক প্রবাসীর প্রাণের দাবী নিউইয়র্কে বিমান চালু হোক। নিশ্চয়ই তারেক রহমান এই বিষয়টি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে নিগোসিয়েট করবেন।

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

REALTOR MLS EQUAL HOUSING LENDER

KAZI N JALAL
Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th DriveJamaica, NY 11432
Email: realtornykazi@gmail.com
Office: 917-417-6766
Cell: 516-439-0156

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

IRS e-file Provider

Individual and Business Tax Audit, Financial Statement Bookkeeping, Non-Profit Business Setup, Licensing & Payroll Specialized in IRS & NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

OUR SERVICES

- পোষ্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম. টি. এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরী
- কভার লেটার
- সিটিজেনশিপ এপ্লিকেশন প্রসেসিং
- নিউ পাসপোর্ট/রিনিয়্যাল
- ডুয়েল সিটিজেনশিপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- সোশ্যাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটারম্যান্ট বেনিফিট

Md. Ali

B.Sc. LLB

Chittagong University

Retired Govt. Officer

Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

Phone/Fax: 917-200-6160

আমাদের প্রতিশ্রুতি – নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও সাশ্রয়ী মূল্যের ইন্স্যুরেন্স সেবা প্রদান করা

EnR Insurance BroKerage

একটি বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

4122 75th Street
Elmhurst, NY 11373

(718) 310-0413

আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেবাসমূহঃ

হোম ইন্স্যুরেন্স
- Home/ Co-op/ Condo/Renters
- High Value Home
- Vacant Property/ Land
- Builders Risk

Home Business
Masjid, Church & Temple
Umbrella Insurance & More

কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স
- Commercial Property
- Commercial Package Policy
- Business Owners Policy
- Disability Insurance
- Workers' Compensation
- Professional Liability
- Construction Insurance
- One Day Event

আমরা মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স সেবাও দিয়ে থাকি
Providers: HealthFirst, VNS, United, WellCare, Aetna, Fidelis Care

Home Insurance Carriers

DB Insurance, Hyundai, Liberty Mutual, Otsego Mutual, Travelers, Associated Mutual, Sterling, Kingstone, Security Mutual & More.

Mohammed Tohin, Broker
info@enrinsurance.com
Fax: (718) 650-2245
www.enrinsurance.com

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন +1 (929) 393-8620

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

- The easiest way to buy and sell a home
- Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
- Buying and selling a home as an investment
- The market price of house goes up and down
- Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
- What to do to buy your own house
- Rules of buying and selling properties
- Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

TOUR Packages

১ দিনের ট্যুর (নিউইয়র্ক থেকে)

বস্টন ভ্রমণ	$ ১১৯
আমেরিকান ড্রিম মল	$ ৩০
ওয়াশিংটন ডিসি	$ ১০৯
ফিলাডেলফিয়া (চেরি ব্লসম)	$ ১০৯
লেগোল্যান্ড, নিউইয়র্ক	$ ১৪৮
চুয়াং ইয়েন মনাষ্ট্রি ও মহাযান টেম্পল	$ ৭৮
ফল সংগ্রহ ও হ্যাপি ফার্ম	$ ৬৮
ড্রিম ধার্ম (সুইস টাউন, পেনসিলভেনিয়া)	$ ৮৮
লিউইন ফার্মস, ন্যাভেজারস বাই দ্য বে ও ট্যাঙ্গার আউটলেটস	$ ৬০
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির (রবিনসভিল) ও লংউড গার্ডেন্স	$ ৬৮
লং আইল্যান্ড গেম ফার্ম, শিশুদের চিড়িয়াখানা, ভ্যান্ডারবিল্ট মিউজিয়াম ও প্ল্যানেটেরিয়াম	$ ৬৮

২ দিনের ট্যুর

ফিলাডেলফিয়া+ওয়াশিংটন ডিসি	$ ২৪৮
কেপ মে	$ ৩৪৮
স্টারগেজিং ট্যুর	$ ৩৪৮
নিউ হেভেন+রোড আইল্যান্ড+বস্টন	$ ২৫৮
নায়াগ্রা+ওয়াটকিন্স গ্লেন+ফিঙ্গার লেক	$ ১৮৮
অ্যালিস টাউন ও মার্থাস ভিনইয়ার্ড	$ ৩৩৮
থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস+কর্নেল ইউনিভার্সিটি+ওয়াইনারি	$ ২৮৮
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির+আমিশ ফার্ম+হার্শিস চকলেট ওয়ার্ল্ড	$ ৩১৮
ওয়াশিংটন ডিসি (চেরি ব্লসম)+স্মিথসোনিয়ান+ওল্ড টাউন আলেক্সজান্দ্রিয়া	$ ১৯৮

৩ দিনের ট্যুর

নায়াগ্রা ফলস+বস্টন	$ ৩২৮
নায়াগ্রা ফলস+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪২৮
ওয়াশিংটন ডিসি+নায়াগ্রা ফলস	$ ২৮৮
নায়াগ্রা ফলস+টরন্টো+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪৬৮
বস্টন+পোর্টল্যান্ড+আকাডিয়া ন্যাশনাল পার্ক	$ ৪৯৮

বুকিং ও তথ্যের জন্য আজই যোগাযোগ করুনঃ

ট্যুরস্ এন্ড ফান

136-21 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11418
917-378-4921, 929-928-5001
info@toursandfun.com | www.toursandfun.com

আমরা মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়াতেও ট্যুর প্যাকেজের ব্যবস্থা করি।

আরামদায়ক পরিবহন • অভিজ্ঞ গাইড • পরিবার ও গ্রুপের জন্য বিশেষ ছাড়!

নিউইয়র্কে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

চিনতে-জানতে আরো গবেষণা করতে হবে, তাঁর উপর আরো পড়াশুনা করতে হবে, জানতে হবে।গত ২০ সেপ্টেম্বর 'ভাসানী ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক'-এর উদ্যোগ ও আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন-২০২৬- এ বক্তারা এসব কথা বলেন। উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ষষ্ঠ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও প্রধান আলোচক ছিলেন ঢাকার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান। গেস্ট অব অনার ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ বিষয় উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের সাবেক মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়া সাথী, ভাসানী চর্চা কেন্দ্র-কলকাতা'র প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও নির্মাতা সৌমিত্র দস্তিদার এবং ভাসানী গবেষক জুনাইদ এহসান। এ সম্মেলনে ১০ দফা রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচনও করা হয় মূল মঞ্চে। কবিতা আবৃত্তি করেন সাদেক খান ও হারুন উজ জামান ভূঁইয়া। সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী মরিয়ম মারিয়া, নীলিমা শশী ও করিম হাওলাদার। এই পর্ব সঞ্চালনায় ছিলেন সম্মেলন উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক এসএম ফেরদৌস।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক'র সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের এবং ভাসানীর উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন সাবেক ছাত্রনেতা মোস্তফা করিম ফরিদ। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন ষষ্ঠ মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক সম্মেলন-২০২৬ উদযাপন কমিটির পৃষ্ঠপোষক সৈয়দ টিপু সুলতান, আহ্বায়ক গিয়াস আহমেদ, বিশিষ্ট রাজনীতিক নাবিলুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সম্মেলন উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব শাহাব উদ্দিন সাগর।

অনুষ্ঠানে ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, মওলানা ভাসানী কেবল একটি রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন কৃষক, শ্রমিক, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের নেতা। ক্ষমতা দখলের চেয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য। তিনি ক্ষমতার কাছে যাননি; বরং ক্ষমতাকে সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেশীয় শোষণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও ভাসানী আজীবন সোচ্চার ছিলেন। ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তাধারাকে কেবল স্মরণসভা বা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় তাঁর জনমুখী রাজনীতি, মানবতাবাদী দর্শন এবং শোষণবিরোধী অবস্থান নতুন করে পাঠ ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একজনকে এককভাবে 'জাতির পিতা' হিসেবে প্রতিষ্ঠার ধারণা নিয়েও ঐতিহাসিক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে একাধিক প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিত্বের ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসও বিভিন্ন নেতা, আন্দোলন ও রাজনৈতিক ধারার সম্মিলিত অবদানের আলোকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

মওলানা ভাসানীর মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, ভাসানী কোনো সংকীর্ণ ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের রাজনীতি করেননি। হিন্দু-মুসলমানসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মিলন এবং সাধারণ মানুষের অধিকারকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। ধর্ম, সম্প্রদায় বা পরিচয়ের ঊর্ধ্বে মানুষের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নই ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের অন্যতম ভিত্তি।

ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মময় জীবন আলোচনার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথাও তুলে ধরেন। বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার জনগণের সরকার বলেই তিনি সন্তোষে মাওলানার মাজার জিয়ারত করার পর টাঙ্গাইলে কৃষক কার্ড কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

নতুন কমিটি গঠিত: সম্মেলনে সংগঠনের কার্যকরী কমিটির মেয়াদ চলতি বছরে শেষ হওয়ায় নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম সভাপতি ও সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। আলী ইমাম দ্বিতীয়বারের মতো সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

২৫ সদস্যের কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: সহ সভাপতি- মোস্তফা করিম ফরিদ, সহ সভাপতি- কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, যুগ্ম সম্পাদক- নাজমুল আলম শ্যামল, সাংগঠনিক সম্পাদক- এস এম ফেরদৌস, কোষাধ্যক্ষ- নুর আমিন, ওয়েবসাইট সম্পাদক- আতাউর রহমান আতা, প্রচার, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক- তানভির করিম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- নার্গিস রহমান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- দেলোয়ার হোসেন শিপন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- সৌমিত্র দস্তিদার। কার্যকরী সদস্যরা হলেন: এম এ সাদেক, শাহ আলম দুলাল, খন্দকার ফরহাদ, মাহমুদ খান তাসের, কিউ জামান, আবদুর রহিম হাওলাদার, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ফারুক হোসেন মজুমদার, বাদেশ রহমান, বিপ্লব চৌধুরী, মঈন উদ্দিন নাসের (পদাধিকার বলে সদস্য)। এ কমিটি ঘোষণা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের। কমিটি ঘোষণার সময় জানানো হয় সম্মেলনোত্তর কার্যকরী কমিটির বৈঠকে উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠন করা হবে। এ কমিটি ২০২৭-২০৩০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে।

জ্যাকসন হাইটসে আড্ডা রেষ্টুরেন্টের উদ্বোধন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আব্দুর রহিম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আড্ডা রেস্টুরেন্টের পরিচালক আমিনুল ইসলাম মিন্টুসহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আড্ডা রেস্টুরেন্টের পরিচালক আমিনুল ইসলাম মিন্টু বলেন, মানসম্মত খাবার পরিবেশন এবং গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জনে তারা সবসময় গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে আসছেন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে সময় কাটানোর জন্য জ্যাকসন হাইটসের শাখায় সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। সবার আন্তরিকতা ও ভালোবাসা নিয়ে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনার আশাবাদ ব্যক্ত করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। এর আগে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে যাত্রা শুরু করে আড্ডা রেস্টুরেন্ট। ব্রঙ্কস শাখায় গ্রাহকদের সাড়া ও জনপ্রিয়তার পর এবার বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে দ্বিতীয় শাখা চালু করা হলো। নতুন শাখাটি সপ্তাহের সাত দিনই সকাল ৮টা থেকে মধ্যরাত অবধি খোলা থাকবে।

মা'দের বিরল সম্মান জানালো কিশোরগঞ্জ এসোসিয়েশন

আজকাল রিপোর্ট : মা এমন একটা শব্দ যা শুনলে প্রতিটি মানুষের শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। কেননা জন্মের পর থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ পর্যন্ত সব মানুষের পেছনে মায়ের অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং মায়ের কোনো বিকল্প নেই। আর এই মা'দেরকে বিরল সম্মান জানালো কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন এন, এ ইনক। গত ২০ সেপ্টেম্বর গুলশান টেরেসে "মাদার এপ্রিসিয়েশন" এর ব্যানারে প্রবাসের ৫৩ জন নারী তথা মা'দের ফুল দিয়ে বরণ ও প্রশংসা সার্টিফিকেট প্রদান উপলক্ষে এক জমজমাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংগঠনটি। সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনিরুজ্জামান এর সঞ্চালনায় প্রথমে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের পর বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরুতে সকলকে স্বাগত জানান সভাপতি মোঃ এবাদুল হক এবাদ। তিনি সংবর্ধিত মা'দের কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান এবং তাদেরকে সম্মান জানাতে পেরে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন জাকিয়া খান, মোঃ সালাউদ্দিন, আবুল মনসুর খান, আজিজুন নাহার মুকুল, জাহিদুল ইসলাম, কামাল

সংগঠনের চেয়ারমেন বোর্ড অব ট্রাস্টি এবিএম ওসমান গনি, গেস্ট অব অনার কুহিনুর আক্তার, মোঃ বেলাল হোসেন, কামরুজ্জামান চৌধুরী ,প্রফ : মোঃ মিজানুর রহমান, রফিকুল ইসলাম মুন্সি, মোঃ মফিজুর রহমান দুলাল, রওশন আলম, শাহাদৎ হোসেন, সাইদুর খান ডিউক, নাহার সামসুন সুমি, উদ্দিন, দুলাল বিল্লাল, আলী আকবর সহ আরো অনেকে। সকল বক্তারাই মা জাতির প্রশংসা ও সন্তানের প্রতি তাদের মমত্ব বোধ ও ত্যাগের উদাহরণ বর্ণনা করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর দ্বিতীয় পর্বে আজিজুন নাহার মুকুল ও নাইমা সুলতানা' র যৌথ সঞ্চালনায় ৫৩ জন আলোকিত মা'দের হাতে ফুল ও সার্টিফিকেট তুলে দেয়া হয়। এছাড়াও মাদের উদ্দেশে কবিতা আবৃত্তি করে শুনান মাইশা, রুমিনা জেসমিন শিল্পী, ফারজানা সাকি। গান পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী রোকসানা মির্জা, সবুজ, আলী আকবর ও মিলাদ খান মিলাদ খান । এ দিনের অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মনজুরুল হোসেন, আব্দুল্লা জাহিদ, মকবুল হোসেন, কামরুল হাসান চৌধুরী, কামরুজ্জামান মুরাদ, গোলাম মোস্তফা, একেএম শফিকুল হক, সুবল দেবনাথ, ইকবাল হোসেন, সৌরভ হোসেন, নাজমা বেগম, সাইদুর রহমান পিন্টু, শামীম উদ্দিন নাসের, আলী মোঃ মাসুদ, কামাল উদ্দিন, জাহিদুল ইসলাম, সৈয়দ মোঃ আতিকুর রহমান, তাহমিনা চৌধুরী, দিলশাদ বেগম, তানিয়া রফিক, ফাহমিদা খানম, বোরহান উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। সকল অতিথিদের ধারণা কিশোরগঞ্জ এসোসিয়েশনের মা'দের প্রতি এই শ্রদ্ধা বোধ প্রবাসে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

MAXIMIZE YOUR REFUND
CLAIM EVERY CREDIT & DEDUCTION YOU DESERVE

Tax Prep & Consulting Services for Individuals & Businesses

Our Services

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

- Individual Tax Preparation (Form W-2, 1098, 1099 ...)
- Business Tax Preparation (Corporation, LLC, Partnership, Not-for-Profit ...)
- Self-Employed Tax Preparation (Uber, Lyft, Taxi ...)
- Amended Tax Preparation
- Sales Tax Preparation
- Tax Planning & Consulting
- Year-Round Support
  Notary, Immigration, RAPID DIVORCE, Insurance – 7702 Plan, Copy, Scan, Print, E-mail ...
- BUSINESS SETUP LLC, INC., Not-for-Profit, Nonprofit...

Notary Public

You Can Trust Us for Accurate, Reliable, and Professional Tax Filing.

30 MINUTES NO OBLIGATION FREE CONSULTATION

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant
347-266-3376, 646-651-0945

Nadira Hossain, MA
Tax Assistant
646-651-2787

ICOR Multi Services Inc.
icormultis@gmail.com
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

PAY LESS TAXES
PROVEN TAX STRATEGIES

The IRS won't tell you which CREDITS & DEDUCTIONS you are missing—but I WILL.

Small Business Owners, Rental Property Owners, Self-Employed Individuals, and Investors...
Discover what you have been overlooking ...

Customize Tax Planning Can Maximize Your Tax Savings

Tax-Advantaged Accounts are Dedicated Savings Vehicles—Specially Designed to Give You and Your Family Extra Tax Benefits in Exchange for Saving Money for Specific Goals- Like: Retirement, Education, Wealth Creation, Financial Security ...

- Retirement Plans - 401(k), IRA, Roth IRA ...
- Education plans - 529 Plan, Coverdell ESA, UGMA/UTMA ...
- Health Savings Account - HSA
- Flexible Savings Account - FSA
- Achieving a Better Life Experience Account - ABLE
- Tax-efficient investment - ETFs, Index Funds ...
- Tax-advantaged investment - Municipal Bond, Treasury Bond ...

INSURANCE LIFE HEALTH DISABILITY

Income Continuation Plan – 7702 Plan – Permanent Life Insurance is a Hybrid Financial Tool / Unique Blend of Financial Protection for you & your business, assets and family / Tax Exempt Financial Asset: MULTI-PURPOSE FUND for you to access for any reason without penalty & taxes – Emergencies, Education, Retirement, Opportunities ... while FINANCIAL SECURITY & TAX-FREE INCOME for your family and loved ones.
Estate Planning : can be used to Equalize Inheritances or Provide Funds For Estate Taxes...

I am a Professional Financial Coach, Tax Advisor, and Licensed Insurance Broker
I am happy to assist you with your Financial Planning, Tax Planning, Budgeting, Debt Management, and Insurance Needs

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant

ICOR Multi Services Inc.
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372
347-266-3376, 646-651-0945 icormultis@gmail.com

HP
HAVEN POINT
HOME CARE INC.
A Home Health Care Consultant

PCA HOME CARE SERVICE
আমরা সর্বোচ্চ রেট পেতে সহযোগিতা করছি

আপনি কি PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদানে সহায়তাসহ হোম কেয়ার সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।

ডে কেয়ারের
সেবা নিলে পাচ্ছেন
সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
470 447 8625
917 519 1151

ডে কেয়ার ও হোম কেয়ার সেবা নিতে আজই যোগাযোগ করুন

1088 Liberty Ave. Brooklyn, NY 11208

First Time in NY

COMMUNITY CONNECT

Scan to Register

Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM

150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY

Speakers

The Next Bangladesh: Powered by its Global Citizens (NRBs)

Quazi M. Ahmed
LLB, MBA (IBA), MA (Japan), IMP (NYU, USA), CISS (Norway)
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC

Cybersecurity Awarness: Protecting Ourselves and Our Community

Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC

Refreshments will be served

Hosted by
MAJESTIC TOUCH

Organizing Partners
BOND
SUSTAIN SECURE
QUAZI consultants
GLOBAL
EAGLES BOOST
triplezero
CXO GLOBAL ALLIANCE
America TECH

পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ

মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান

যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin, Cell: 929-462-2170, Md Mofizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

Video & Photo PRODUCTION SERVICES

DFC TV
DREAM FRAME CREATIVE

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার? আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!

- Brand Videos
- Event Coverage
- Product Demos
- Corporate Videos
- Video Editing

আমাদের সেবাসমূহ:
ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন)
কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট
লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube)
ডকুমেন্টারি

ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও —সবকিছু এক ছাতার নিচে!

Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979

Website
www.dfcreative.org

Location
Jamaica, NY 11432

US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.

Chandan Gupta
President
347-239-3408

Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250

Authorized e-file Provider

One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com

Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন

Dream Cottage Realty Inc

আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।

শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে সহযোগীতা প্রদান করা হয়

Fazle **Shohag Khan**
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

Charles Rutenburg Realty Inc.
255 Executive Drive, Suite 104, Plainview, New York 11803
Office: (516) 575-7500 | Fax: (516) 575-7501
www.crrli.com

আমরা বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় করিতে সহায়তা করে থাকি।

OneKey® MLS

Shamsud Doha
Licensed Real Estate Salesperson
(718) 415-0013
doha57@aol.com

• RESIDENTIAL • CO-OP & CONDO • SHORT SALE • FORECLOSURES

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية

ALAM MEDICAL

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician

আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

WIN ZONE Realty Inc.
WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.

রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর

Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760

Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

• ব্যক্তিগত পরামর্শ • ইন্টারেষ্ট রেট কম • ইনভেষ্টমেন্ট
• ফ্রি এপ্রোভাল • ফাষ্ট ক্লোজিং • দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

জাতিসংঘের সামনে বিএনপির স্বাগত মিছিল

১ পৃষ্ঠার পর

এবং এর অঙ্গসংগঠনগুলোর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মিছিলে অংশ নেন হাজারো প্রবাসী নেতাকর্মী। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘ ভবনের সামনে ইস্ট ৪৭স্ট্রিটে কর্ণারে দুপুর থেকেই নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকেন।

বিভিন্ন স্টেটের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনগুলো নিজেদের ব্যানার ও প্লেকার্ড নিয়ে উপস্থিতির জানান দেন। এছাড়া দলীয় প্রধানকে স্বাগত জানাতে প্রতিবেশি দেশ কানাডা থেকেও লোকজন অংশ নেয়। প্রায় ৬ ঘণ্টা দলীয় নেতাকর্মীদের স্লোগানে মুখর ছিল কর্মসূচীস্থল।

নেতাকর্মীরা বলেন বলেন- জাতিসংঘে তারেক রহমানের বক্তব্য প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। জিয়াউর রহমানের পর খালেদা জিয়া, এবার তারেক রহমান: একই পরিবারের তিনজন জাতিসংঘে সরকার প্রধান হিসেবে বক্তব্য দেয় বিরল ঘটনা। তাদের কেউ কেউ ভবিষ্যতে তারেক রহমান কন্যা জাইমা রহমানকে জাতিসংঘে সরকার প্রধান হিসেবে অংশ নেয়ার আশাও করতে দেখা যায়।

একিকে বিএনপির পাশের স্ট্রিটেই অবস্থান নিয়ে বর্তমান সরকার ও বিরোধী দলের বিরুদ্ধে মিছিল ও স্লোগান দেয় আওয়ামীলীগ। কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এসময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনির বিপুলসদস্য উপস্থিত ছিল। একই সঙ্গে তারা দুই পক্ষকেই নিজেদের জায়গায় অবস্থানের কঠোর নির্দেশনা দেয়।

বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট, গিয়াস আহমেদ, স্টেট বিএনপির সভাপতি অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, বিএনপি নেতা ফিরোজ আহমেদ, যুবদল নেতা আবু সাঈদ, জাকির চৌধুরী, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, মোশাররফ হোসেন প্রমুখ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জাতিসংঘের সামনে আ.লীগের প্রতিবাদ সমাবেশ

১ পৃষ্ঠার পর

আওয়ামী লীগ। বৃহস্পতিবার ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভাষণ চলাকালে এ সমাবেশ করে। দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত তারা জাতিসংঘের আসেপাশে মিছিল ও র‍্যালি করে। এতে আওয়ামী লীগ,

ছাত্রলীগ ও যুবলীগ সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মিরা অংশ নেন। এতে নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান, সাধারন সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ. ডা. মাসুদুল হাসান ও আওয়ামী লীগ নেতা ফজলুর রহমান। সেখানে উল্লেখযোগ্য নেতাকর্মিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নুরুল মিয়া রনেল, এমদাদ চান্দু, ইমদাদ চৌধুরী, মোঃ হামিদ, মুজিবুর রহমান মিয়া, শাহিন আজমল হোসেন , রফিকুল ইসলাম,মিজানুর রহমান চৌধুরী, সেবুল মিয়া, মাহমুদুল হাসান ও রিনয় মিয়া।

আরও ১১ বোয়িং কেনার চুক্তিকে ঐতিহাসিক বললেন ট্রাম্প

১ পৃষ্ঠার পর

এয়ারলাইন্স। বুধবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের ফাঁকে নিউইয়র্কে বোয়িংয়ের সঙ্গে ১১টি নতুন উড়োজাহাজ কেনার সম্পূরক চুক্তি করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। চুক্তির আওতায় পাঁচটি বোয়িং ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার এবং ছয়টি ৭৩৭-৮ উড়োজাহাজ কিনবে বিমান।

চুক্তির পরদিন বাংলাদেশ ও তুরস্কের বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার চুক্তিকে 'ঐতিহাসিক' দিন হিসেবে উল্লেখ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার ২৪ সেপ্টেম্বর দেওয়া ওই পোস্টে ট্রাম্প বলেন, বাংলাদেশ ও তুরস্ক সম্মিলিতভাবে বোয়িংয়ের ১১১টি উড়োজাহাজ কেনার ঘোষণা দিয়েছে। এর সঙ্গে আরও ৫০টি উড়োজাহাজ কেনার বিকল্প রাখা হয়েছে।

তার ভাষ্য, এই বড় বিক্রয়চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি ও কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ট্রাম্প আরও বলেন, বোয়িং ও আমেরিকান উৎপাদন খাতের জন্য এটি একটি বড় দিন। মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ ও বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিকের সহায়তার কথাও পোস্টে উল্লেখ করেন তিনি। তার দাবি, এই বিপুল পরিমাণ রপ্তানি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন, দেশটি থেকে রপ্তানি এবং মার্কিন শ্রমিকদের দক্ষতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান আরও শক্তিশালী ও টেকসই হয়ে উঠবে। বোয়িং ও প্রতিষ্ঠানটির কর্মীদের অভিনন্দনও জানান তিনি।

বোয়িং জানিয়েছে, চলতি বছরে এটি বিমানের দ্বিতীয় বোয়িং ক্রয়চুক্তি। এর আগে ১৪টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তির সঙ্গে নতুন ১১টি যুক্ত হওয়ায় বোয়িংয়ের কাছ থেকে বিমানের মোট অর্ডারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫টি।

বিমান জানিয়েছে, নতুন চুক্তিটি বহর আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক রুট সম্প্রসারণের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ। নতুন ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার ও ৭৩৭-৮ উড়োজাহাজ যুক্ত হলে বিমানের দীর্ঘপথের ওয়াইডবডি এবং স্বল্প ও মাঝারি দূরত্বের ন্যারোবডি সক্ষমতা বাড়বে।

২৫ লাখ পরিবার বিদ্যুৎ-গ্যাস বিলে ছাড় পাবে

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আয়ের আরও ২৫ লাখ পরিবারকে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের বিলে ছাড় দেওয়া হবে। সম্প্রতি গভর্নর ক্যাথি হোকুল স্টেটের ইএপি প্রোগ্রাম সম্প্রসারণ করে মধ্যম আয়ের পরিবারগুলোকেও এই সুবিধার আওতায় আনার ঘোষণা দিয়েছেন।

সম্প্রসারণের ফলে ইএপির আওতায় স্টেটজুড়ে মোট প্রায় ৩৫ লাখ পরিবার এই সুযোগ পাবে। সিটির লক্ষ্য হলো পরিবারের আয়ের ৬ শতাংশের বেশি যেন বিদ্যুৎ ও গ্যাসের পেছনে ব্যয় না হয়। নিউইয়র্ক সিটিতে একজনের পরিবার বছরে সর্বোচ্চ ১ লাখ ১৩ হাজার ৪০০ ডলার এবং চার সদস্যের পরিবার সর্বোচ্চ ১ লাখ ৬২ হাজার ডলার আয় করলেও ইএপির জন্য যোগ্য হতে পারে। আট সদস্যের পরিবারের ক্ষেত্রে নিউইয়র্ক সিটিতে আয়ের সীমা ২ লাখ ১৩ হাজার ৯০০ ডলার পর্যন্ত। আপস্টেট নিউইয়র্কে একজনের পরিবারের আয়ের সীমা ৬৯ হাজার ৫৭৭ ডলার।

ইএপির জন্য যোগ্য হলেই সব পরিবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাসিক বিল ছাড় পাবে না। যারা ইতোমধ্যে নির্দিষ্ট সরকারি সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে ইএপির যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে তথ্য যাচাইয়ের ভিত্তিতে ইউটিলিটি কোম্পানি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইএপি সুবিধা যুক্ত করতে পারে। বিশেষ করে হোম এনার্জি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম বা হিপ এবং নির্দিষ্ট পাবলিক অ্যাসিস্ট্যান্স কর্মসূচিতে থাকা পরিবার ইএপির সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে পারে।

অন্যদিকে এসএনএপি, মেডিকেইড, সাপ্লিমেন্টাল সিকিউরিটি ইনকাম বা এসএসআই, ভেটেরান্স ডিজঅ্যাবিলিটি বা সারভাইভার্স পেনশন, লাইফলাইন টেলিফোন সার্ভিস, ফেডারেল পাবলিক হাউজিং অ্যাসিস্ট্যান্স, টিএএনএফ, সেফটি নেট অ্যাসিস্ট্যান্স ও হেড স্টার্টের মতো কর্মসূচিতে থাকা পরিবার ইএপির জন্য যোগ্য হতে পারে। তবে এসব কর্মসূচিতে থাকা মানেই যে ইএপি সুবিধা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু হবে, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের আবেদন করতে হবে। এছাড়া কোনো পরিবার এসএনএপি বা মেডিকেইডে না থাকলেও নির্ধারিত আয়ের সীমার মধ্যে থাকলে তারা ইএপির জন্য আবেদন করতে পারবে।

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?

We Pay The Highest Rate

Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES

- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

DUO NEST

REAL ESTATE TUTORING CENTER

নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন

কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!

DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি

কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?

দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।

শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।

আমাদের সুযোগ ও সুবিধা

- এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
- আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
- দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
- পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
- সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
- পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
- রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা

Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903

CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434

duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের আড্ডা

‘সাংবাদিকতার পথ কখনোই মসৃণ নয়’

৬৪ পৃষ্ঠার পর

এ্যাক্ট প্রয়োজন। তবে, এই আইনের অপব্যবহার যাতে না হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। মঙ্গলবার রাতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের আয়োজনে বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সংবাদ কভার করতে আসা সাংবাদিক ও নিউইয়র্কে কর্মরত সাংবাদিকদের আড্ডায় এমন মতামত ব্যক্ত

করেন সাংবাদিকরা।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মমিনুল ইসলাম মজুমদারের সঞ্চালনায় আড্ডা রেষ্টুরেন্টের হল রুমে অনুষ্ঠিত আড্ডায় মুখ্য আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসসের এমডি ও ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী।

আড্ডায় নিউইয়র্কে বসবাসরত সাংবাদিকদেও মধ্যে প্রবীন সাংবাদিক সাংবাদিক মনজুর আহমেদ, মঈনুদ্দিন নাসের, নিউইর্য়ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান, উপদেষ্টা আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু, তাসের মাহমুদ, প্রথম আলো নর্থ আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, এটিএন বাংলা টেলিভিশনের ব্যুরো প্রধান ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারন সম্পাদক রুহুল আলম, সিনিয়র সাংবাদিক কাজী শামসুল হক, কেরামত উল্লাহ বিপ্লব, এটিএনের ব্যুরো প্রধান ফরিদ আলম, সুলতানা রহমান, সাপ্তাহিক প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সিনিয়র সাংবাদিক এনিএম সালেহ উদ্দীন

দৈনিক প্রথম আলোর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি তোফাজ্জল লিটন, জনকন্ঠের জসিম আহমেদ, একুশে টিভির সাবেক চীফ রিপোর্টার মাহাথির খান ফারুকী, মানব জমিনের প্রতিনিধি সিদ্দিকুর রহমান সুমন, সাংবাদিক আবুল কাশেম, এটিএন এর কানু দত্ত, বাংলাদেশ থেকে আগত সাংবাদিকদের মধ্যে সিনিয়র সাংবাদিক কেরামত উল্লাহ বিপ্লব, ডিকাবের সাবেক সভাপতি আরিফুল ইসলাম মামুন, এনটিভির বিশেষ প্রতিনিধি হাসান মাহমুদ, ঢাকা মেইলের বিশেষ প্রতিনিধি বোরহান উদ্দিন, যমুনা টিভির চীফ রিপোর্টার সাইফুদ্দিন রবিন, আরটিভির সিনিয়র রিপোর্টার মাইনুর রহমান রুবেল, কালবেলার চীফ রিপোর্টার সাকিবুল ইসলাম, এটিএন বাংলার চীফ রিপোর্টার মইনুল আহসান, ৭১ টিভির সিনিয়র রিপোর্টার সফিকুল হক, এখন টিভির স্টাফ রিপোর্টার সাব্বির রোজ, স্টার নিউজের স্টাফ রিপোর্টার নিয়াজ শাহরিয়ার, চ্যানেল ২৪ এর সিনিয়র রিপোর্টার ও সাবনেওয়াজ বাবলুসহ শতাধিক সাংবাদিক যোগ দেন।

বাসস'র এমডি কাদের গণি চৌধুরী বলেন, গত ১৭ বছর আমাদের গণমাধ্যমগুলো সত্য তুলে ধরতে পারেনি। সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলেনি অথবা বলতে পারেনি। যার ফলে ফ্যাসিবাদী শাসন অনেক দীর্ঘ হয়েছিলো। সাংবাদিকরা যদি তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারতেন তাহলে ফ্যাসিবাদ এভাবে চেপে বসতে পারতো না।

তিনি বলেন সাংবাদিকতার পথ কখনোই মসৃণ ছিলো না। তবে, এখন অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় কথা বলতে পারছেন। আবার এই সুযোগে অপসাংবাদিকতা এবং অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে। এমাই ব্যবহার করে নারীদের নিয়ে অশ্লীল ও

অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে। মোবাইল একটি নিয়ে মাঠে নেমেই সাংবাদিক পরিচয়ে হলুদ সাংবাদিকতা, অপসাংবাদিকতা ছড়ানো হচ্ছে। এই অবস্থা নিয়ন্ত্রনে সাইবার সিকিউরিটি এ্যাক্ট প্রয়োজন। এই আইনের যথেচ্ছা ব্যাবহার করে গণমাধ্যমের কন্ঠরোধ কিংবা সাংবাদিকদের দমন করা যাবেনা।

তিনি সাংবাদিক হত্যার বিচার দাবি করে বলেন, বিনা কারনে কোন সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা যাবেনা। যৌক্তিক কারণে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিলে সকল পাওনা পরিশোধ করতে হবে। সাংবাদিকরা ঐক্যবদ্ধ হলে সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলতে পারবে। সরকার-মালিকরা চাইলেই সাংবাদিকদের কন্ঠরোধ করতে পারবে না।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব প্রতিবছরই এ ধরনের সাংবাদিক আড্ডার আয়োজন করে আলোচনায় অংশ নেন নিউইয়র্কের পরিচিত মুখ ও মূলধারার রাজনীতিবিদ এটর্নি মঈন চৌধুরী।

সভাপতির বক্তব্যে মনোয়ারুল ইসলাম প্রতিবছরের ন্যায়

এবারেও সাংবাদিকদের আড্ডায় উপস্থিত থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি নিউইয়র্ক-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নিজস্ব অফিসে বাংলাদেশ থেকে আগত সাংবাদিকদের আমন্ত্রন জানান। যেখানে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়ক সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।।

বার্থ ট্যুরিজম ঠেকাতে ভিসা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা

৬২ পৃষ্ঠার পর

অধিকার হাতিয়ে নেয়। তাই নতুন ভিসা নীতি বাণিজ্যিক বার্থ ট্যুরিজম নেটওয়ার্কের মালিক, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক; আবেদনকারীদের প্রতারণার জন্য পরামর্শ বা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ভিসা 'মধ্যস্থতাকারী' (ফিক্সার); এবং জেনেশুনে এ ধরনের ভ্রমণকে সহায়তা প্রদানকারী বিদেশি চিকিৎসা সেবাদাতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

রুবিও বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থার অখণ্ডতা রক্ষা এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার রোধে ট্রাম্প প্রশাসন এই নীতিটি নিয়েছে। এই নতুন নীতিটি মূলত তাদের লক্ষ্য করবে যারা জেনেশুনে যুক্তরাষ্ট্রে 'বার্থ ট্যুরিজম' বা সন্তান জন্মদানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের প্রক্রিয়ায় জড়িত, অতীতে জড়িত ছিল কিংবা এতে সহায়তা করেছে।

নতুন নীতিটি ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্টের (আইএনএ) ধারা ২১২(এ)(৩)(সি)-এর অধীনে কার্যকর করা হচ্ছে। রুবিও আরও বলেন, যারা এই প্রতারণার সাথে জড়িত এবং এর মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে, তাদের ভিসা প্রদান সীমিত করার মধ্য দিয়ে আমরা একটি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছি: যুক্তরাষ্ট্র কোনো বিদেশিকে আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থার অপব্যবহার করতে এবং মার্কিন নাগরিকত্বের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করতে দেবে না।"

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর আগেই জানিয়েছে যে, ভিজিটর ভিসা বা দর্শনার্থী ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে 'বার্থ ট্যুরিজম' কোনো গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বশেষ এই ঘোষণাটি 'বার্থ ট্যুরিজম' রোধে ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া আগের পদক্ষেপগুলোরই ধারাবাহিকতা। গত আগস্টে হোয়াইট হাউস জানায়, 'বার্থ ট্যুরিজম' নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এখন থেকে এই উদ্দেশ্যে আর ভিসা পাওয়া যাবে না। পাশাপাশি, প্রশাসন মার্কিন অভিবাসন ও ভিসা যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত নীতিমালায় আরও ব্যাপক পরিবর্তনের উদ্যোগও নিয়েছে।

ট্রাম্পের ৫০% শুল্ক আরোপে কানাডাকে ৩দিন সময় বরাদ্দ

৩ পৃষ্ঠার পর

দেশটির গাড়ি, দুগ্ধ ও অ্যালকোহল খাতের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। অন্যদিকে, বিদ্যমান শুল্ক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি খাতকে ছাড় দেওয়ার পাশাপাশি নতুন শুল্ক এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে কানাডা। ট্রাম্পের নতুন শুল্ক আরোপের হুমকিতে কানাডায় উদ্বেগ ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, নতুন করে শুল্ক আরোপ করা হলে দুই দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। একই সঙ্গে পণ্যের দাম বাড়ার কারণে কানাডায় জীবনযাত্রার ব্যয়ও বেড়ে যেতে পারে।

ভার্জিনিয়ায় বাইটপোর অ্যাপ্রিসিয়েশন পার্টি

৬২ পৃষ্ঠার পর

অ্যাইটি পিপল অর্গানাইজেশন (বাইটপো)। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিফ। এতে বাইটপোর নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের পাশাপাশি মেজবান কমিটির সদস্য, স্পনসর এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা অংশ নেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিফ সফলভাবে মেজবান আয়োজনের জন্য বাইটপো টিমের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। ভবিষ্যতে আরও সুন্দর ও বৃহৎ পরিসরে মেজবান আয়োজনের ক্ষেত্রে সংগঠনটিকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। ড. ফয়জুল ইসলাম বলেন, গত ২৩ আগস্ট ডিএমভি এলাকায় স্মরণকালের অন্যতম বৃহৎ মেজবান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী নকীব খান সংগীত পরিবেশন করেন। তিনি মেজবান আয়োজনের বিভিন্ন দিক ও সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বড় ধরনের একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে গেলে নানা সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়। এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যারা একটি আয়োজন সফল করেন, তাদের পরিশ্রম ও ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরা প্রয়োজন। এতে আয়োজকেরা ভবিষ্যতে আরও ভালো অনুষ্ঠান করতে উৎসাহিত হবেন।

বাইটপোর সভাপতি সামছুদ্দীন মাহমুদ মেজবান সফল করতে সহযোগিতার জন্য সকল ডোনার, স্পনসর, শুভাকাঙ্ক্ষী, মেজবান কমিটির সদস্য, বাইটপোর নেতৃবৃন্দ ও সদস্য এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, প্রত্যাশার চেয়ে বেশি লোকসমাগম এবং নিবন্ধন ছাড়াই বিপুলসংখ্যক অতিথির উপস্থিতির কারণে খাবার ব্যবস্থাপনায় কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি হয়। নির্ধারিত খাবার পরিবেশনের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর কিছু অতিথি খাবার না পাওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। আগামী মেজবান আরও সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে বেশ কিছু নতুন পরিকল্পনার কথাও জানান বাইটপো সভাপতি। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হবে। এ বছর যারা নিবন্ধন করেছেন, তাদের আগামী বছরের আয়োজনে প্রি-রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দেওয়া হবে। খাবার বিতরণ আরও দ্রুত ও সুশৃঙ্খল করতে চারটি পৃথক লাইন চালুর পাশাপাশি খাবার পরিবহনের সক্ষমতা তিন গুণ বাড়ানোর পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। জেন্ডু প্রাপ্যতা সাপেক্ষে আগামী আগস্টে 'মেজবান ২০২৭' আয়োজনের ঘোষণাও দেন সামছুদ্দীন মাহমুদ। অনুষ্ঠানে মেজবান আয়োজনের আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত সবার সামনে তুলে ধরেন তিনি।

আগামী মেজবানে সবাইকে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বাইটপো সভাপতি বলেন, পরবর্তী আয়োজনের প্রস্তুতি এমনভাবে নেওয়া হবে, যাতে কোনো অতিথিকে খাবার না খেয়ে ফিরে যেতে হয়।

শোকাহত মায়ের অভিশাপ ও বাংলাদেশের পচনশীল সভ্যতা

৬ পৃষ্ঠার পর

একবার ভাবুন-যে শিশুর বয়স মাত্র তেরো, তার মৃত্যুর পরও বাবা তার হয়ে ক্ষমা চাইছেন! এ কেমন সমাজ! একটি শিশু ছবি তুলতে বেরিয়ে যাবে। মা ভাববেন, কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসবে। বাবা হয়তো ভাববেন, ছেলে আবার কোনো নতুন ছবি দেখাবে। বন্ধুরা হয়তো অপেক্ষা করবে। তারপর ফোন বন্ধ। খোঁজাখুঁজি। রাত বাড়বে। আতঙ্ক বাড়বে। ভোর হবে। আর একসময় খবর আসবে-ছেলেটি আর নেই। এই 'আর নেই' কথাটিই আসলে আমাদের সভ্যতার সবচেয়ে ভয়ংকর শব্দ। কারণ অপ্রতিম শুধু একটি পরিবারের সন্তান নয়। সে একজন শিক্ষিকার সন্তান, একজন শিক্ষার্থীর সহপাঠী, একজন বাবার একমাত্র ছেলে, একজন বন্ধুর বন্ধু। তার মৃত্যুতে তাই বহু মানুষ নিজেদের সন্তানের মুখ দেখতে পেয়েছেন। সমস্যাটি এখানেই।

আমরা প্রায়ই ভাবি, অপরাধটি অন্য কারও জীবনে ঘটেছে। যতক্ষণ আমার সন্তান নিরাপদ, ততক্ষণ আমি নিরাপদ। কিন্তু সমাজে শিশুর নিরাপত্তা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। একজন শিশুর নিরাপত্তা নষ্ট হলে আসলে প্রত্যেক শিশুর নিরাপত্তাবোধে ফাটল ধরে। অপ্রতিমের মা যখন বলেন, 'এ দেশটা ধ্বংস হয়ে যাক', তখন হয়তো তিনি দেশকে ধ্বংস করতে বলেননি। তিনি চেয়েছেন তাঁর সন্তানের মৃত্যুর মতো একটি ঘটনা যেন আর কোনো মায়ের ঘরে না ঘটে। সেই কথাটিকে যদি আমরা সত্যিই শুনতে চাই, তবে শুধু হত্যাকারীর বিচার চাইলেই হবে না। আমাদের শুনতে হবে শিক্ষকের উদ্বেগ, শিক্ষার্থীর প্রতিবাদ, সাংবাদিকের অসহায়ত্ব, লেখকের ক্ষোভ, অভিনেতার কান্না, অভিভাবকের ভয় এবং একজন মায়ের অভিশাপের ভিতরে লুকিয়ে থাকা শেষ আর্তনাদটি। 'আমার সন্তানকে তোমরা রক্ষা করতে পারলে না।' এই একটি বাক্যের সামনে কোনো উন্নয়ন, কোনো প্রযুক্তি, কোনো বড় রাস্তা, কোনো উঁচু ভবন দাঁড় করিয়ে লাভ নেই। কারণ একটি দেশের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হওয়া উচিত তার শিশুর শৈশব। সেই শৈশব যদি নিরাপদ না থাকে, তাহলে অপ্রতিমের মায়ের প্রশ্নের উত্তর আমাদের প্রত্যেককেই একদিন দিতে হবে।

শিক্ষক, লেখক ও গবেষক, ঢাকা।
babul72@gmail.com

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যে বৈঠক মেয়র মামদানির বাসভবনে

৬২ পৃষ্ঠার পর

মামদানি বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্টের প্রশংসা করি, তাঁর আগ্রহের প্রশংসা করি এবং আমরা প্রেসিডেন্টকে শুধু দেশের নেতা হিসেবেই নয়, এমন একজন হিসেবেও জানি যিনি আমাদের শহরে বেশ কিছু আবাসন নির্মাণ করেছেন'। কিন্তু দুজনের মধ্যে গভীর মতবিরোধ খুব বেশি দূরের বিষয় ছিল না। ট্রাম্প প্রশাসনের নিউইয়র্ক সিটিতে অভিবাসীদের অনেক গোষ্ঠীর জন্য অস্থায়ী সুরক্ষিত মর্যাদা প্রত্যাহার বিশেষত হাইতিয়ানরা আলোচনার একটি প্রধান বিষয় ছিল।

ট্রাম্প বলেন, 'মেয়র এ বিষয়ে খুবই দৃঢ়ভাবে অনুভব করেন, আমি আপনাদের বলতে পারি। এবং তিনি তা তুলেও ধরেছেন। এবং আরও বিস্তৃতভাবে, অভিবাসন প্রয়োগের বিষয়ে উভয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত মতামত রয়েছে। মামদানি নিউইয়র্ক সিটিতে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের দ্বারা ক্রমবর্ধমান গ্রেপ্তারের সমালোচনা করেছেন, যদিও তিনি প্রায়শই রাষ্ট্রপতির নাম ধরে ডাকেন না। হোয়াইট হাউস থেকে পলিটিকো সহ বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করার ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মামদানি গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কেও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিলেন। মামদানি বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্টকে বলেছিলাম যে আমরা এখানে প্রেসের সকল সদস্যকে সঙ্গে রাখতে চাচ্ছি। আর এটাই আমার বিশ্বাস। এরপর ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, হোয়াইট হাউস থেকে 'ভুয়া খবর, নিষিদ্ধ করা তাঁর, বাধ্যবাধকতা । (পলিটিকো, সিএনএন এবং এমএস নাও নিষেধাজ্ঞার জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মামলা করছে।)

এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তাদের তৃতীয় বৈঠকটি মামদানির অনুরোধে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাদের নিজ নিজ চিফ অফ স্টাফ, সুসি ওয়াইলস এবং এলে বিসগার্ড- চার্চকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার আগে বৈঠকের জন্য সময় বের করতে ট্রাম্প নিউইয়র্কে এসেছিলেন।

হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর প্রথম দুটি বৈঠকে মামদানি কুইন্সের সানিসাইড ইয়ার্ড নামে পরিচিত একটি বিশাল রেল ডিপোতে আবাসন নির্মাণের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। এবং সোমবার, মেয়র বলেছিলেন যে তিনি এবং ট্রাম্প এই প্রকল্পটিকে ধারণাগত আলোচনা থেকে শহরের আবাসন বিভাগ এবং হোয়াইট হাউসের মধ্যে প্রযুক্তিগত আলোচনায় উন্নীত করতে সম্মত হয়েছেন।

রেল ইয়ার্ডের উপর আবাসন তৈরি করা প্রকল্পের পর প্রজন্ম ধরে মেয়রদের জন্য একটি স্বপ্ন ছিল। এটি করার জন্য একটি জটিল মালিকানা কাঠামো নেভিগেট করা এবং ট্র্যাকের উপর একটি বহু বিলিয়ন ডলারের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা প্রয়োজন।

মামদানি বলেন, 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি তা আমাদের শহরের খুব বিরল: এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন পাড়া নির্মাণের সম্ভাবনা'। এবং আবার, এটি কেবলমাত্র ফেডারেল অংশীদারিত্বের মাধ্যমেই সম্ভব কারণ কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় তহবিলের জন্যই নয়, এমন একটি প্ল্যাটফর্ম নির্মাণের অনুমোদনও যা তখন প্রায় ১২,০০০ বাড়ি এবং প্রায় ৩০,০০০ চাকরির ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।'

মিডটাউন ম্যানহাটনে এই বছরের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ শুরু হওয়ার সময় মামদানির জন্য একটি বড় সপ্তাহের মধ্যে ট্রাম্পের সাথে বৈঠকটি আসে। মেয়র শুক্র সপ্তাহে, ব্রাজিল এবং স্পেন শাসনকারী সহকর্মী বামপন্থীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বা বৈঠকের পরিকল্পনা করেছেন। সপ্তাহান্তে, মামদানি টরন্টো, মেক্সিকো সিটি এবং আমস্টারডামের আদর্শিক মেয়রদেরসহ বিশ্বজুড়ে মেয়রদের একটি দল আয়োজন করেছিলেন। এবং সোমবার রাতে, তার ট্রাম্প বৈঠকের পরে, মেয়র বার্নি স্যান্ডার্সের সাথে পূর্বে অপ্রকাশিত বৈশ্বিকভাবে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। বার্নি স্যান্ডার্স, যিনি একটি ইভেন্টে অংশ নিতে নিউইয়র্কে রয়েছেন। এতে প্যালেস্টাইনপন্থী কর্মী মাহমুদ খলিলও রয়েছেন। কিন্তু যদিও এই বৈঠকগুলি আন্তর্জাতিক বামপন্থায় মামদানির অবস্থানকে দৃঢ় করার জন্য কেবল উচ্চতা দিকই প্রদান করে, তবে ট্রাম্পের সাথে গভীর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিপরীত প্রস্তাব দেয়।

Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR

ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহ:

পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।

(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite # 5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

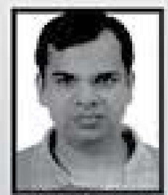

RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

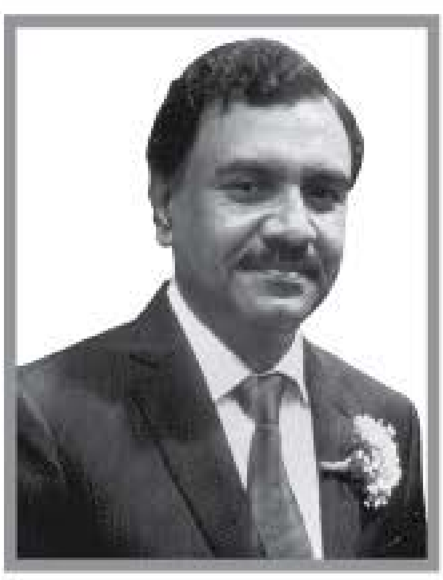

ডাঃ গোবিন্দ পাল

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.

Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.

An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার

NAEEMA BHUIYA, D.D.S

নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.

USR BROKERAGE আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF

President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

Investors wanted

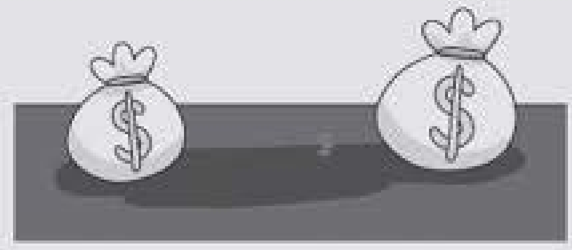

Entertainment Ventures
40% Returns on your Money in 9 Months

BAVLS Media Group

Please call for more information

(929) 900-9196

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *খোঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্ট্রিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন *premature Ejaculation *Low Libido * Impotence *পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা	আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

আঞ্চলিক রাজনীতির কেন্দ্রে বাংলাদেশের পদধ্বনি

৫ পৃষ্ঠার পর

বজায় রাখতে পারে, তবে পরাশক্তিগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। উল্টো, সব পরাশক্তিই বাংলাদেশকে নিজেদের পাশে পেতে চাইবে, যা আঞ্চলিক রাজনীতিতে ঢাকাকে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও মর্যাদাপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু Strategic Balancer হিসেবে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন।

লেখক : কবি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক, নিউইয়র্ক।

ক্যালগেরিতে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান

৩ পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, প্রাণবন্ত আড্ডা ও আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। পুরো পার্কজুড়ে ছিল উৎসবের আমেজ, আনন্দ ও সম্প্রীতির এক অনন্য পরিবেশ।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন ব্যক্তি, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশ-কানাডা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইকবাল রহমান উপস্থিত ছিলেন। শেষ পর্বে পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বনভোজনের সমাপ্তি হয়।

আয়োজকেরা জানান, প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অনুষ্ঠানের শেষে আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবী ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

ইউনাইটেড স্টেটস ডেমোক্রেটিক নেটওয়ার্কের উদ্বোধন ২৬ সেপ্টেম্বর

৩ পৃষ্ঠার পর

রেদোয়ান চৌধুরী বলেন, 'নেতৃত্ব বিকাশ এবং নাগরিক অধিকার নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করছি। আমাদের এই উদ্যোগ বিভিন্ন কমিউনিটিকে একত্রিত করা, স্থানীয় কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরা এবং জনসম্পৃক্ততার নতুন ধারা প্রতিনিধিত্ব প্রবর্তিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।'

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইউএসডিএন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী নেতৃত্বের পক্ষ থেকে উদ্বোধনী বক্তব্য, আগামী বছরের কৌশলগত উদ্যোগ নিয়ে উপস্থাপনা এবং আঞ্চলিক নাগরিক ও কমিউনিটি সংগঠকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ থাকবে। অনুষ্ঠান সূচি হচ্ছে: শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সময়: সন্ধ্যা ৬টা, স্থান: জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক, ভেন্যু: সানাই রেস্টুরেন্ট, জ্যাকসন হাইটস।

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99 Midnight & Driver Special
PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

বাসা ভাড়া
জ্যামাইকা সাটফিনের কাছে ১৪৪ স্ট্রিট ও Tuskegee Airmen Way ১ বেডরুম/ ২ বেডরুম জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে
যোগাযোগ : (টেক্সট/ফোন)
৯২৯-৪৩৫-৭১৯৪
Air Train, E, J, Z ও LIRR ট্রেন স্টেশন থেকে ১৫ মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্স। মসজিদ আল-কুবা থেকে ১ ব্লক আগে

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন
আমাদের সার্ভিস
নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত
স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি
বিয়ে, জন্মদিন, বিজিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়
যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল
কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
■ আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
■ মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমাণ যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
■ আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যশীল।
■ আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
■ প্রতি দশজনের আটজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
■ আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন
অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রতারণায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ নিলে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।
৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন
★ ৫টি রোড লেসন,
★ রোড টেস্টের দিন গাড়ী
★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ
● অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
● আপনার সময়ই আমাদের সময়
যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353
Full Insured & Licensed by New York State
PUPIL DRIVING SCHOOL
37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন
স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল
ঃ সেবা সমূহ ঃ
* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service
মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।
যোগাযোগ
Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile · h2o · T-Mobile · univision mobile · Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ওজন পার্ক: তিন বেডরুম, বাথরুম, কিচেনরুম, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এ্যাভিনিউ ৮৪ স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Rent: $2500, 718-552-7242

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলিন: তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এভিনিউ এবং পাওয়েল স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Contact: 718-552-7242

Urgent sell

1. One king size bed with mattress
2. One queen size bed with mattress
3. One twin size bed with mattress and storage drawers
4. Wooden dining table with 6 chairs+cushions
5. Wooden coffee table
6. Wooden TV stand with drawers
7. One 3 seater Sofa couch cum bed
8. 2 display tables/racks
9. Two chairs
10. Humidifier - 3
11. Study desk (White) for kids - Ikea
12. Shelf
13. Floor lamps

Electronics:
1. Coffee maker
2. Air fryer oven (has several functions including rotisserie chicken)
3. Braun hand held blender
4. Three set blender
5. Bullet blender
6. Mini waffle maker
7. Hamilton Beach confectionary mixer
8. 17" Monitor for computer with key board (cord less) not used

PICK UP LOCATION:
Roosevelt island New York City

CONTACT:
CELL: +1 (347) 294-9697

DRIVER WANTED

Yellow taxi
ford transit
for rent.

Contact : 917-691-7721

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal
৭ দিনই খোলা

Emirates · Biman · EgyptAir · Qatar · Etihad · Kuwait Airways · Saudi Arabia

IATA Accredited Agent

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express · small world · ria Money Transfer

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
- International/Domestic
- Visa Services
- Umrah Package
- 5 Years Multiple Bussiness Visa (SAUDI)
- Money Transfer
- 6 Hours Defensive

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES

জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

- **TAX SERVICES** (Authorized IRS e-file Provider)
- **INSURANCE**
  - Life Insurance (MassMutual)
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- **Immigration Services**
- **DDC.** (6 Hrs. Defensive Class)
- **Private Service Bureau** (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: **347-536-5107**
Office: **917.396.4509**
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন **Tel: 646-267-7751, 917-519-1151**
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

House for Rent
4 bedrooms, 2 Full bathrooms for at 169st & 84 Ave, Jamaica Hills, rent $4,000. One bedroom Condo at 1640 Metropoliton Ave, Bronx, NY 10462. 3 bedrooms, 2 bathrooms for at 1707 Saint Peters Ave, Bronx, NY, 10461, rent $3,500. Rnovated 3 bedrooms, 1 bathroom at 2000 Bogart Ave. Bronx, NY 10462, Rent $3500.
One bedroom in Albertson, Searingtown, Long Island, rent $2,900.

আমরা CityPHEPS, Section-8 সহ সরকারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। বাড়ি ভাড়া নিতে বা দিতে আজই যোগাযোগ করুন ।

347-465-3220
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/পি)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকার অতিসত্তর ১ বেড রুম /লিভিং, কিচেনসহ সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। (Jamaica Briarwood , Parsons Blvd F train ৬/৭মিনিট) ফুলতলি মসজিদের সন্নিকটে 'সেপারেইট এন্ট্রেন্স' ইউটিলিটি ইনক্লুডেড। (অধুমপায়ির কাছে, নো পেট, শুধু ২জন)।
যোগাযোগ : 929-433-9509
(০৯/২৫/০১/০১)

বাসা ভাড়া
Rockland County-তে প্রাইভেট হাউজের প্রথম তলায় এক বেডরুম বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ রেনোভেটেড, বাস স্টেশন সন্নিকটে। সম্পূর্ণ আলাদা এপার্টমেন্ট। ভাড়া সবকিছুসহ ১৭০০ ডলার।
ফোন : 516-582-1241, 917-327-0563
(০৯/২৫/০১/০২)

বেসমেন্ট ভাড়া
২০৮-১১ হলিস এভিনিউ, কুইন্স ভিলেজে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট অক্টোবর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাসা ফুললি রেনোভেটেড। এক ব্লকের মধ্যে কিউ-২ ও কিউ-৭৭ বাস স্টপ। স্ট্রিট ক্লিনিং নেই, তাই স্ট্রিট পার্কিং এভেইলেবল।
ফোন : 646-393-7603
(০৯/২৫/০২/০৩)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া
কুইন্সের গ্লেন ওকস এলাকায় দুই বেডরুম কিচেন, ১ বাথরুমের সেমিবেসমেন্ট অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। লোকেশন : 79-22 257th St. Glen Oaks, Queens, NY-11004. শুধুমাত্র হিন্দু ফ্যামিলি ও হিন্দু ব্যাচেলরের জন্য।
ফোন : 917-340-0049
(০৯/২৫/০২/০৪)

বেসমেন্ট ভাড়া
কুইন্সের হলিসে মনোরম পরিবেশে সুন্দর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। হিলসাইড সংলগ্ন বাস, ট্রেন যোগাযোগ ভাল আছে।
ফোন : 646-824-9976, 917-804-2062
(০৯/২৫/০২/০৫)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া
আগামী ১ অক্টোবর থেকে জ্যামাইকা ১৬৯/১৭৯ সাবওয়ের অতি নিকটে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন কর্মজীবি মহিলা আবশ্যক।
ফোন : 929-789-7866, 347-472-9747
(০৯/২৫/০২/০৬)

বাসা ভাড়া
জ্যামাইকায় প্রাইভেট হাউসের ১ম ফ্লোরের একটি বড় বেডরুম, সাথে অ্যাটাচড কিচেন / ডাইনিং এবং বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার পাশে মসজিদ, স্কুল, বাস স্টপ এবং F ট্রেন সাবওয়ে স্টেশন। 90-37 180th St, Jamaica NY 11432.
ফোন : 646-322-1768
(০৯/২৫/০২/১০)

বাসা ভাড়া
সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে কুইন্সের জ্যামাইকাতে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। পর্যাপ্ত আলো বাতাস আছে। বাস ও সাবওয়ে খুবই কাছে। ডেলি, গ্রোসারি, পার্ক, মসজিদ কয়েক ব্লকের মধ্যে। হিলসাইড যেতে মাত্র ১০ মিনিট।
ফোন : 646-577-8493
(০৯/১৮/০২/০১)

বেসমেন্ট ভাড়া
হলিসে ১৯৭-০৩, ৯৯ রোডে সুন্দর পরিবেশে প্রাইভেট বাড়িতে একটি বেডরুম, কিচেন, বাথরুমসহ বেসমেন্টে একজনের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 347-397-9175
(০৯/১১/০২/০২)

বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকা হলিসে ১৯৮ স্ট্রিটে দুই রুম, কিচেন, বাথ, ড্রয়িংরুমসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। শুধুমাত্র ব্যাচেলরদের জন্য।
ফোন : 347-523-0027
(০৯/০৪/০৩/০৬)

বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকা মিরিক বুলেভার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ কর্নারে প্রাইভেট বাসায় এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া। ইয়র্ক কলেজের পিছনে। বাসার সামনে বাস স্টপ।
ফোন : 347-283-9556, 310-295-8392
(০৫/২৯/০০/১৩)ই

এপার্টমেন্ট ভাড়া
৭০-০৭, ৩৪ এভিনিউ জ্যাকসন হাইটসে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সেকেন্ড ফ্লোরে দুই বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম, একাধিক ক্লোজেটসহ এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 347-721-6633, 917-544-3437
(০৯/১৮/০২/০৩)

বাসা ভাড়া
একটি প্রাইভেট হাউজে তৃতীয় তলায় একটি একটি এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ছোট পরিবার আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। কিউ-২, কিউ-৩ বাস এবং হলিস LIRR train Station সন্নিকটে। ভাড়া ১৪০০ ডলার। সম্পূর্ণ আলাদা এপার্টমেন্ট, কিচেন ও বাথরুমসহ। ছোট পরিবার আবশ্যক। বাসাটি ১৯৮ স্ট্রিট ও ৯৯ এভিনিউতে অবস্থিত।
ফোন : 516-582-1241, 917-327-0563
(০৯/১৮/০১/১৫)

বাসা ভাড়া
80th street & 31th Avenue Jackson Heights, আবু হুরায়রা মসজিদ এর পাশে ২বেডরুম এর street level ফ্লোর ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন ,লিভিং রুম আলাদা। ফ্যামিলি অথবা ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ২৭০০ ডলার ভাড়া প্রতি মাসে।
কল অথবা ম্যাসেজ :
646-578-9511,
646- 528-7692
(০৯/১১/০২/১৪)

বাসা ভাড়া
জ্যামাইকা হিলসে পারসন বুলেভার্ড সাবওয়ের নিকটে ৮৬ এভিনিউর (নরমাল রোড) উপর তৃতীয় তলায় তিন বেডরুম, ১ বাথরুম ও লিভিং-কিচেনসহ বাসাভাড়া দেওয়া হবে। ইউটিলিটি বিল আলাদা। শুধুমাত্র ফ্যামিলি।
ফোন : 646-207-0992
(০৯/১৮/০৩/০৪)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকার ২০৫ স্ট্রিটে সম্পূর্ণ রেনোভেটেড ১ বেডরুম, ১ লিভিংরুম, কিচেন ও আলাদা বাথরুমসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। কিউ -৮৩ ও কিউ-৭৭ বাস স্টপের খুবই কাছে। সম্পূর্ণ আলাদা প্রবেশ পথ।
ফোন : 917-514-0907
(০৯/১১/০৩/১২)

বেসমেন্ট ভাড়া
আগামী ১ অক্টোবর থেকে কুইন্স ভিলেজের মনোরম পরিবেশে ৮৯-৪০, ২১২ প্লেস-এ ১ বেডরুম, ১ লিভিং রুম, বাথরুম, কিচেনসহ একটি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার কাছেই বাসস্টপ।
ফোন : 347-706-5505
(০৯/১৮/০২/০৭)

বাসা ভাড়া
জ্যামাইকার সাটফিন ও ১১০ আব এর কর্ণারে দুই বেড, লিভিং কিচেন ও ১ বাথ 1st Floor ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল ওয়াকিং ডিসটেন্স। Q6 & Q60 দুই মিনিট ও ট্রেন E Z J ৭ মিনিট ওয়াকিং ডিসটেন্স। যোগাযোগ : 646-645-9830
(০৯/১৮/০০/১৭)ই

বাসা ভাড়া হবে
২ টি রুম, ১ বাথরুম,১ কিচেন অল সেপারেট ভাড়া হবে। নবাগত ছাত্র/ ছাত্রী / কর্মজীবী বা ড্রাইভার অগ্রাধিকার পাবে।

2 Bedrooms, 1-Living 1-Kitchen, 1- Bath.Rent, Electricity & Gas : Negotiable./
2 dormitorios, sala de estar,cocina y baño.Alquiler, electricidad y gas: negociables.
105-32 130th Street,NY 11419 (Liberty ave)
text us schedule for visit at 4-7 pm.
2124702858/ 7184501197

বাসা ভাড়া
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে কন্ডোমনিয়ামে তৃতীয় তলায় এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। Section-8 ভাউচারধারী ভাড়াটিয়াগণ স্বাগতম।
যোগাযোগ: **917-618-0740**

বাসা ভাড়া
২০০-০৩ , ১০৯ এভিনিউ, সেন্ট এলবান্স , নিউইয়র্ক ১১৪১২- এ, ২ বেডরুম ও ১টি বড় লিভিংরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন। পার্কিং পাওয়া যায়। অতিনিকটে Q2 বাস, ২টা মসজিদ, সুপার মার্কেট, স্কুল, ফার্মেসি, রেস্টুরেন্ট ও সোলার আছে ।
646-575-7053, 646-318-9864

কানেকটিকাটে বিসনেস সেল/অপরচুনিটি
কানেকটিকাটের প্রাইম লোকেশনে ব্যাঙ্কুয়েট প্যাসিলিটিসহ পাকিস্তানি, বাংলাদেশি ও ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে। ক্যাপাসিটি ২০০ পিপল। রানিং বিজনেস।
গুড অপরচুনিটি।
ফোন : **917-560-5204**

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

রুম ভাড়া
জ্যাকসন হাইটস-এর এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ বড় একটি রুম ভাড়া হবে, বড় কিচেন এবং ড্রয়িং রুম শেয়ার, শুধু মাত্র কর্মজীবি দুইটি মেয়ে কাছে ভাড়া হবে
বিস্তারিত জানতে কল করুন **+1 (347) 832-6930**

পাত্রী চাই
আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক পাত্রের জন্য একজন শিক্ষিত ২১ থেকে ২৩ বছরের পাত্রী চাই
যোগাযোগ - **516-770-0607**

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

77 Street & 34 ave, জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে পার্কের সাথে লাগওয়া ২ বেডরুম অ্যাপার্টমেন্ট ব্যাচেলর একজন ছেলের নিকট একটি বড় লিভিং রুম ভাড়া দেওয়া হইবে। বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সবকিছু ইনক্লুড, ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে।
ফোন : 646- 578-9511 কল /মেসেজ করুন
(০৯/২৫/০২/১১)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে একটি রুম আগামী অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। একজন ব্যাচেলরকে।
ফোন : 929-832-0803
(০৯/২৫/০২/০৮)

রুম ভাড়া

উডহ্যাভেনে 'জে' ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে বেসমেন্টে একটি রুম ১ জন অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ ব্যাচেলর অথবা স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 718-924-6065
(০৯/১৮/০২/১৪)

রুম ভাড়া

৩৪-৫৭, ৭২ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে এপার্টমেন্টের নিরিবিলি পরিবেশে এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। দুই জন পুরুষ ব্যাচেলর। আপনা বাজার, মাছবাজার, মিনা বাজারের খুবই কাছে।
ফোন : 718-407-9258, 718-905-0752
(০৯/১৮/০০/০৯)ই

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, টেলিপার্ক, মান্নান সুপার মার্কেট এবং এফ ট্রেনের সাবওয়ের সন্নিকটে এটাচড বাথরুমসহ বড় একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কর্মজীবি স্বামী-স্ত্রী অথবা মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোন : 347-255-4846, 347-259-2954.
(০৯/২৫/০২/১১)

রুম ভাড়া

কুইন্সের উড সাইডে ৬১ স্ট্রিটে, ৭ ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। রেডি টু মুভ।
ফোন : মঈন, 917-209-1707
(০৯/১৮/০১/১৬)এমএন

রুম ভাড়া

ওজোন পার্কের কাছে মার্টেল ও ক্রেসপন্ড এভিনিউতে ব্যাচেলরের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। এম ট্রেনের সাবওয়ের কাছে। বাথরুম কিচেন শেয়ার করতে হবে। সবকিছু সহ ভাড়া ৫০০ ডলার। একজন ব্যাচেলর বা স্টুডেন্ট।
ফোন : 929-462-3643
(০৯/১১/০২/০১)

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ব্রডওয়ে এবং ২৯ স্ট্রিটে এন-ডব্লিউ ট্রেনের সাবওয়ের কাছাকাছি বাসায় বেসমেন্টে এক রুম ভাড়া হবে।
ফোন : 917-337-1250, 929-401-6342
(০৯/১১/০২/১১)

রুম ভাড়া ও রুমমেট

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরি-বিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক। একটি সিঙ্গেল রুমও ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-515-2094
(০৯/১৮/০২/১০)

রুম ভাড়া

আগামী অক্টোবর থেকে জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে দুই বেডরুমের বাসায় একটি রুম একজন মহিলা অথবা মহিলা স্টুডেন্টের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 646-363-1980
(০৯/১৮/০২/১২)

রুমমেট আবশ্যক

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকা পারসন বুলেভার্ডে, ১৬০ হিলসাইডে শেয়ারড রুমে রুমমেট আবশ্যক। রুম ফুল ফার্নিশড।
ফোন : 718-820-6078, 470-685-1078
(০৯/০৪/০৪/০৩)

রুমমেট আবশ্যক

ম্যানহাটন আপটাউনে ১৬৮ স্ট্রিট 'এ' ট্রেনের সাবওয়ের কাছে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ৬ মাসের জন্য একজন রুমমেট আবশ্যক। নম্র, ভদ্র, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও কর্মজীবি হতে হবে। থাকা খাওয়াসহ ভাড়া ৮৫০ ডলার। অক্টোবর মাস থেকে।
ফোন : 929-268-7756
(০৯/১১/০১/০৮)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের কাছে ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন রুমমেট আবশ্যক। ইউটিলিটিসহ ভাড়া ৫৫০ ডলার।
ফোন : 929-404-8573
(০৮/০৭/০৪/১৭)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে জান্নাত ফার্মেসির উপরে ফ্ল্যাটে একজন ভদ্র, মার্জিত, এবং চাকুরীজীবি/ছাত্র ব্যচেলর পুরুষ রুমমেট প্রয়োজন। অবশ্যই ধুমপানমুক্ত, পরিচ্ছন্ন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। ফোন : ৭১৮-৪০৭-৯২৫৮, ৭১৮-৯০৫-০৭৫২ (5pm-11pm)

ঢাকায় প্লট বিক্রি

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সনে খরিদকৃত এপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিক্যাল ক্লিনিক, শপিং সেন্টার নির্মানের উপযোগী দেয়াল ঘেরা ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রি হবে। যোগাযোগ মোহাম্মদ খান।
917-365-1401

House Sale

House / Condo Sale

2 Family Attached, Bricks at 2114 La-Combe Ave. Bronx, NY-10473, asking $949,000.
Legal 4 Family House at 1715 Saint Petars Ave, Bronx, NY 10461, asking $1,599,000.
Eight Family at 1550 Parker St, Bronx, NY 10462, Asking $1,999,000.
Single Family at 142-16 116th ave, Jamaica,(No Co) Asking $499,000.
আমাদের কাছে ব্রঙ্কস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন। আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন।
347-465-3220
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর, আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি।

Buy-Sell-Rent-Invest

Are you thinking of selling your house for the highest price? Do you know that this is the right time to sell with maximum profit?
I can explain to you about all the tricks about selling house with top dollars. I also wrote a book about it, just call me and I will send you a free copy of my book.
My name is Jannat Rahman, Realtor with more than 10 years of experience working with Exit Realty Prime. My number is....
917-582-2582. Please call today.

বিনিয়োগ আবশ্যক

দীর্ঘদিনের পুরাতন সোসিয়াল এডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে চাকুরীর সুযোগ
বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন :
718-451-6414

ড্রাইভার আবশ্যক

টয়োটা হাইব্রিড ইয়েলো ক্যাব এর জন্য উডসাইড, জ্যাকসন হাইটস, লং আইল্যান্ড সিটি এলাকায় রাতে ফুল টাইম কাজের জন্য একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক।
যোগাযোগ : **347-891-5319**

গাড়ি ভাড়া

টয়োটা ক্যামরি ২০১৭- নন হাইব্রিড গাড়ি উবার লিফটের জন্য ভাড়া হবে।
গাড়ির কন্ডিশন ভালো।
ফোন : **929-766-4480**

ড্রাইভার আবশ্যক

ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য ড্রাইভার আবশ্যক। টয়োটা সিয়েনা হাইব্রিড নতুন গাড়ি চালানোর জন্য দিনে ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক। এল্মহার্স্ট হসপিটালের আশেপাশে অথবা জ্যাকসন হাইটসে গাড়ি বদল।
ফোন: খলিল, **917-442-0483**
হাসেম, **917-309-6175**

গ্রিন ট্যাক্সি ভাড়া

টয়োটা ক্যামরি হাইব্রিড ২০১৪ গ্রিন ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া হব। ভাড়া ৪০০ ডলার প্রতি সপ্তাহে।
মিটার : verifone. ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে।
টেক্সট অথবা কল : **917-447-0422**

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়

(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN
NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা পুরুষ লোক আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

646-287-8203 (10am to 7pm)

পোল্ট্রি ফার্মে লোক আবশ্যক

একটি পোল্টি ফার্মে কাজের জন্য জন্য জরুরি ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।

ফোন : 347-683-6382

একাউন্টিং অফিসে সহায়ক আবশ্যক

জ্যামাইকায় একাউন্টিং অফিসে কাজের জন্য পার্টপাইম লোক (মহিলা) আবশ্যক।

ফোন : 917-667-2011

ব্রডনস বেগেলে লোক আবশ্যক

ম্যানহাটনে অবস্থিত Broadnos Bagel কোম্পানিতে ফুলটাইম কাজ করার জন্য অভিজ্ঞ লোক আবশ্যক।

ক্যাশিয়ার : পুরুষ/মহিলা
ডেলিম্যান : পুরুষ
ড্রাইভার : পুরুষ

ফোন অথবা টেক্সট,
718-600-0923
ইমেইল : broadnoshhr@gmail.com

পাত্র/পাত্রী চাই

পাত্রী চাই : নিউইয়র্কে বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী সিটিজেন, অটো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য হিজাবী ও নামাজী পাত্রী চাই। পাত্রীর বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছর হতে হবে। গার্জিয়ানরা সরাসরি বায়োডাটা পাঠাতে বা যোগাযোগ করতে পারেন।

Tuhin671@gmail.com
ফোন : 929-499-8563

মহিলা এইড আবশ্যক

সপ্তাহে তিন দিন ২ ঘন্টা করে বাসায় (জ্যামাইকা) এসে একজন রোগীর কাজ-কর্ম করে দেয়ার জন্য মহিলা আবশ্যক।

-: ফোন :-
646-662-9353

হোম কেয়ার এইড আবশ্যক

৩২-৫৬-৮৬ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে হোম কেয়ারে কাজের জন্য একজন লোক নেওয়া হবে। কাজ সকাল ৮টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

347-617-3433
347-484-6385

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। এখানে যারা একা থাকেন তাদের জন্য। পাত্রীর বয়স ২৫ বছর।

ফোন : 929-401-7536

পাত্র চাই

নিউইর্য়কে জন্ম MD কোর্সে অধ্যয়নরত সুন্দরী তরুণীর জন্য, সমমানের পাত্র চাই।

ফোন : 516-441-5818

Bride (Patri) Wanted

We are seeking a suitable match for our son, a handsome, 5'7" tall and accomplished 24-year-old young man from a respectable Muslim family. Recently completed Master's in Electrical Engineering from Columbia University, NY, and works as an engineer at a well-established tech company in Texas. We would ideally like to meet someone aged 20 or above who is well-educated, moderately tall and slim, religious, and family-oriented, who values both family life and her own professional aspirations, with an interest in pursuing a career after completing her education or Someone who is already established in her career.

Contact : USA: +1 347-293-3866
Bangladesh (WhatsApp): +880 1707-038130

জ্যাকসন হাইটসে অফিস/স্টোর ভাড়া

শেয়ারিং অফিস অথবা স্টোর স্পেস ভাড়া। জ্যাকসন হাইটসের ৩৭-২৯ ৭২ স্ট্রিট বেসমেন্ট Dera রেস্টুরেন্ট সাথে লাগোয়া অফিস অথবা স্টোরেজ স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আনুমানিক ৳১২০০ কম-বেশি।

917-421-6102, 646-578-9511

কনস্ট্রাকশন কাজ

আমরা কনস্ট্রাকশনের
নিম্নবর্ণীত কাজ করে থাকি
Plumbing, Electrical, Boilar মেরামত, দরজা, জানালা, ফ্লোর, কিচেন, বাথরুম পরিবর্তনসহ প্রকার Interior work, Violation remove, ওয়ান ফ্যামিলি থেকে টু ফ্যামিলি পরিবর্তনের জন্য DOB ফাইল প্রস্তুত করে থাকি।

সাইফুল ইসলাম মিলন :
646-261-3040

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: 646-991-9653

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি
PLUS PHYSICAL THERAPY PC

74-09 37th Ave, #201 Jackson Heights, NY 11372

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

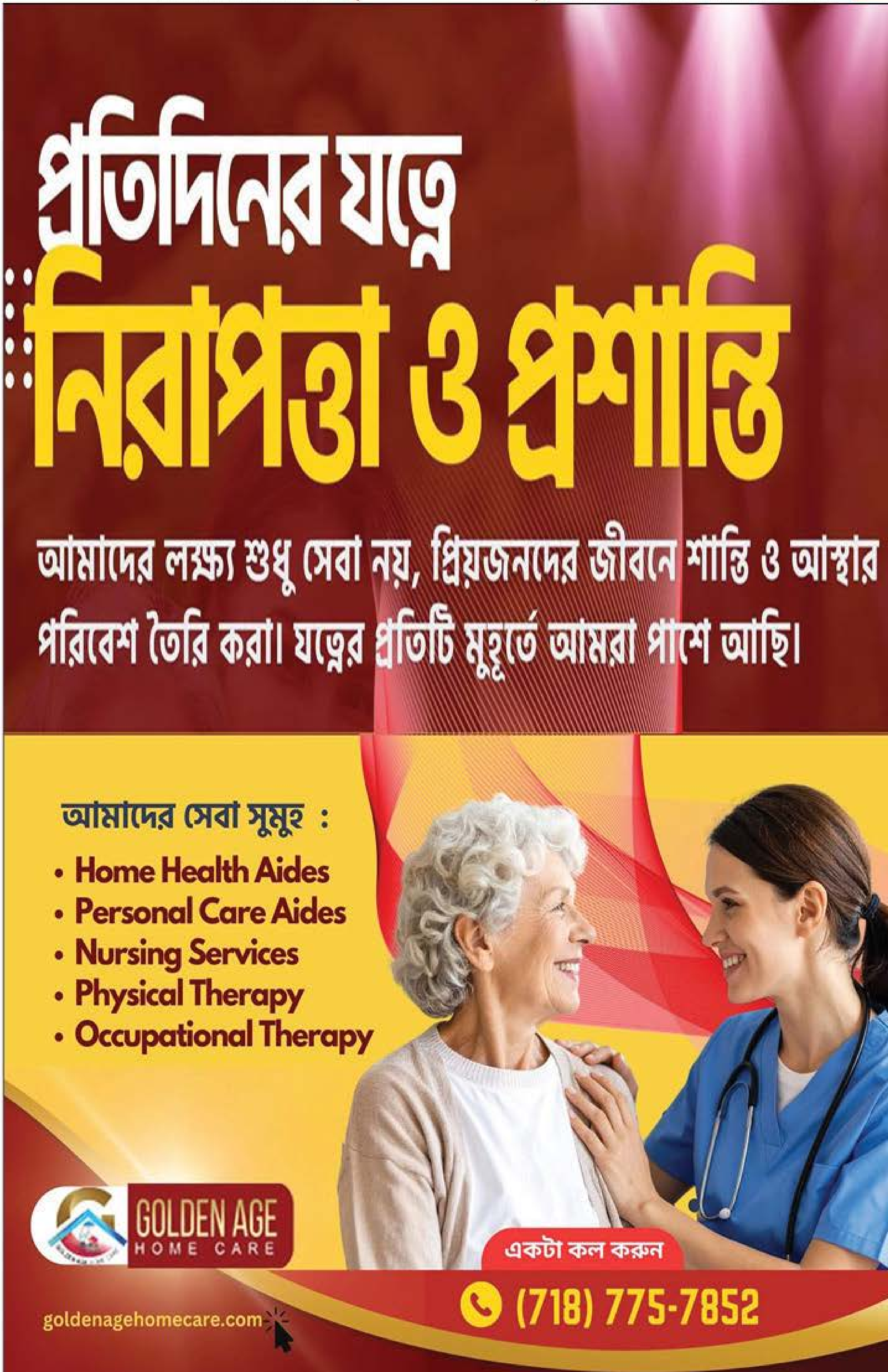
প্রতিদিনের যত্নে
নিরাপত্তা ও প্রশান্তি
আমাদের লক্ষ্য শুধু সেবা নয়, প্রিয়জনদের জীবনে শান্তি ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করা। যত্নের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা পাশে আছি।
আমাদের সেবা সুমুহ :
• Home Health Aides
• Personal Care Aides
• Nursing Services
• Physical Therapy
• Occupational Therapy
GOLDEN AGE
HOME CARE
একটা কল করুন
(718) 775-7852
goldenagehomecare.com

কাজী মারুফুল ইসলাম-এর কলাম
মানবাধিকার কমিশন এবং গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন : কার জন্য লেখা হলো
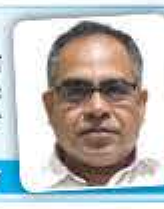
১২ পৃষ্ঠায়

শায়েখ শোয়েব-এর কলাম
ঔপনিবেশিক ক্লেদাক্ত কালিমায় ম্লান হয়ে যায় নোবেলের গরিমা

০৬ পৃষ্ঠায়

এস এম রাশিদুল ইসলাম-এর কলাম খেলাপি ঋণে শীর্ষে বাংলাদেশ, দায় কার?

০৭ পৃষ্ঠায়

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যে বৈঠক মেয়র মামদানির বাসভবনে

আজকাল রিপোর্ট

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির বাসভবনে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন গত সোমবার। গত ৪৫ বছরের মধ্যে কোন প্রেসিডেন্টের মেয়রের বাসভবনে এই প্রথম। আমেরিকান রাজনীতিতে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ব্রোমেন্সের ধারাবাহিকতায়, মেয়র জোহরান মামদানি এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত সোমবার নিউইয়র্ক সিটিতে মেয়রের বাসভবনে এক বৈঠকে নকশা থেকে আবাসন, অভিবাসন পর্যন্ত সমস্ত কিছু নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য একে অপরের প্রশংসা করেছেন।

'আমি নিউইয়র্কের জন্য যা ভাল তা চাই। দেশের জন্য ভালো কিছু চাই। তাই যদি আমার কাছে তাঁকে খারাপ মেয়র বা ভয়ঙ্কর মেয়র হিসেবে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে- আমি তা চাই না। মামদানির পাশে দাঁড়িয়ে ট্রাম্প গ্রেসি ম্যানশনের লনে মেয়রকে পিঠে চড় মারার আগে সাংবাদিকদের বলেন, আমি চাই তিনি একজন দুর্দান্ত মেয়র হন এবং অবশ্যই তার সম্ভাবনা রয়েছে, প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে'।

মামদানি-একজন গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক, যিনি একসময় রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টকে স্বাধীনভাবে ফ্যাসিবাদী বলেছিলেন কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নরম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন- কুইন্সের একটি পুরানো রেল ইয়ার্ডের উপরে ১২,০০০ ইউনিটেরও বেশি আবাসন নির্মাণের জন্য ফেডারেল তহবিল সুরক্ষার বিষয়ে কথোপকথনকে 'নতুন স্তরে' নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান।
এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

বার্থ ট্যুরিজম ঠেকাতে ভিসা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা

আজকাল রিপোর্ট

সন্তানের জন্মের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আসা বা 'বার্থ ট্যুরিজম' ঠেকাতে এবার নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে ফেডারেল সরকার। এখন থেকে বার্থ ট্যুরিজমের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সহায়তাকারীরা ভিসা নিষেধাজ্ঞায় পড়বে। বুধবার নতুন এ নীতির ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও।

এক বিবৃতিতে রুবিও বলেন, বাণিজ্যিক বার্থ ট্যুরিজম নেটওয়ার্ক যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্যবসা করছে। এই নেটওয়ার্কগুলো মার্কিন ভিসার আবেদনে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার জন্য বিদেশি নাগরিকদের প্ররোচিত ও প্রশিক্ষণ দেয়। নাগরিকত্ব লাভের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে সন্তান জন্মদানের ব্যবস্থা করার বিনিময়ে হাজার হাজার
এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

ওজন পার্কে চারুকণ্ঠের বাংলা স্কুলের উদ্বোধন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের ওজন পার্কের লিবার্টি এভিনিউস্থ আবদুল্লাহ ব্যাঙ্কোয়েট হলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে শিশু -কিশোর সংগঠন চারুকণ্ঠের বাংলা স্কুল।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষাবিদ,সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বিপুল সংখ্যক অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন,
এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

ভার্জিনিয়ায় বাইটপোর অ্যাপ্রিসিয়েশন পার্টি

আজকাল রিপোর্ট

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে তুলে ধরার উদ্যোগ এবং সফল আয়োজনের নেপথ্যে থাকা কর্মী, স্পনসর ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সম্মানে ভার্জিনিয়ার উডব্রিজে অ্যাপ্রিসিয়েশন পার্টির আয়োজন করেছে বাংলাদেশি আমেরিকান
এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনকের নিয়মিত মাসিক সভা সম্প্রতি ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডের নোয়াখালী ভবনে সোসাইটির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র সহসভাপতি তাজু মিয়া।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এএসএম মাইনউদ্দিন পিন্টুর সঞ্চালনায় সভায় সোসাইটির সদস্য ইলিয়াস মাস্টার ও সহ-অর্থ সম্পাদক জামাল উদ্দিনের পিতা সুলতান মিয়ার মৃত্যুতে এবং প্রয়াতদের রুহের মাগফিরাত কামনায় ও অসুস্থদের সুস্থতা কামনায় দোয়া পরিচালনা
এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

প্রধানমন্ত্রী বরাবর যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের স্মারকলিপি কনস্যুলেটে হস্তান্তর

আজকাল রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে বিভিন্ন সমস্যা, অধিকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় তুলে ধরে দাবিদাওয়া পেশ করেছে প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরাম। সংগঠনের নেতারা এসব দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনস্যুলেট জেনারেলের কাছে হস্তান্তর করেছেন। মঙ্গলবার ২২ সেপ্টেম্বর বিকেলে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের
এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

আটলান্টিক সিটিতে ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির পর্যটন নগরী আটলান্টিক সিটির শোবোট হোটেলে বসেছিল আটলান্টিক সিটি ফ্যাশন উইক ২০২৬-এর জমজমাট আসর। এই আয়োজনে ডিজাইনার, মডেল, ফ্যাশন উদ্যোক্তা ও ফ্যাশনপ্রেমীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল আটলান্টিক সিটি।

আলোকসজ্জা, র‍্যাম্প আর নজরকাড়া সব ডিজাইনের প্রদর্শনীতে শোবোট হোটেলে যেন তৈরি হয়েছিল ভিন্ন এক ফ্যাশন জগত। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া তিন দিনের এই আয়োজন চলে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিনই ফ্যাশন
এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE
Our Services
TLC Insurance
Private Auto Ins.
Commercial Auto Ins.
Home & Business Ins.
DMV Express Service
TLC Plate Rent
TLC Base (Black & Green Cab)
Defensive Driving Course Certificate
Business Insurance
NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE
NEW REGISTRATION & PLATE
REGISTRATION RENEWAL
DUPLICATE TITLE
CUSTOM PLATES
VEHICLE TRANSFER
SURRENDER PLATES
TLC NEW APPLICATION
TLC PLATE RENEWAL
NEW YORK
ABC-1234
NEW YORK
T000000C
CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com
Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 941 | 25 September 2026

সাহিত্য পাতায় সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী-এর কবিতা শরত আসে
>> ১৭ পাতায়

সরকারি সহায়তা নিলে গ্রিনকার্ড নয়

আজকাল রিপোর্ট

অভিবাসীদের গ্রিনকার্ড পেতে নতুন বিধিনিষেধ চালু করলো ট্রাম্প প্রশাসন। সরকারি সেবাগ্রহনকারিরা গ্রীনকার্ড পেতে অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। যেমন- মেডিকেইড,ফুড স্ট্যাম্প কিংবা হাউজিং সুবিধা গ্রহনকারিদের গ্রিনকার্ড প্রাপ্তি ও নাগরিক হবার সুযোগ সীমিত হবে। আর এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে গত শুক্রবার থেকে। যদিও ২২টি স্টেট এ নীতির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা (গ্রিনকার্ড হোল্ডার) হওয়ার চেষ্টায় থাকা অভিবাসীদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে যদি তাঁরা কিংবা তাঁদের নির্দিষ্ট কোনো আত্মীয় মেডিকেইড ফুড স্ট্যাম্প বা এমনকি শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তার মতো সরকারি সুবিধা গ্রহণ করেন। গ্রিন কার্ডধারীদের যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস ও কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয় ।এই মর্যাদা লাভ করা নাগরিকত্ব পাওয়ার পথে চূড়ান্ত ধাপ। আইনি অভিবাসন সীমিত করা এবং মানুষকে কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে নাম লেখানো থেকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া সর্বশেষ পদক্ষেপ হলো এই নীতি।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে প্রশাসন একই ধরনের একটি নীতি চালু করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আদালতের আদেশে তা আটকে দেওয়া হয়। এই সপ্তাহে ২২টি অঙ্গরাজ্য এই নতুন নীতিটির বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তারা এটিকে একটি 'বিপর্যয়কর' পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছে, যা পরিবারগুলোকে একটি কঠিন সিদ্ধান্তের মুখোমুখি করবে। হয় মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়ক সরকারি সহায়তা ত্যাগ করা, অথবা ভবিষ্যতে দেশ থেকে বহিষ্কারের

এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের আড্ডা

'সাংবাদিকতার পথ কখনোই মসৃণ নয়'

রুদ্র মাসুদ, *অতিথি প্রতিবেদক*

সাংবাদিকতার পথ কখনো মসৃণ ছিলোনা। সরকার সবসময়ই গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধে আইনকে ব্যবহার করে। এজন্যই বিভিন্ন সময়ে নিবর্তনমূলক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়েছে সাংবাদিকদের। বাংলাদেশে প্রস্তাবিত সাইবার সিকিউরিটি এ্যাক্ট প্রণয়নের প্রতিক্রিয়ায় এমন কথা বলেছেন সাংবাদিকরা। বিপরীত দিকে আইনের সমর্থনে যুক্তি দিয়ে বলা হয়েছে অপসাংবাদিকতা রোধে সাইবার সিকিউরিটি

এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

অবৈধদের নির্বাসনে পাঠাতে আদালতের আপত্তি

২ বছরে ২৫ হাজার অভিবাসীকে নির্বাসনে

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ/কাগজপত্রবিহীন অভিবাসীদের (ইমিগ্রান্ট) তৃতীয় কোন দেশে নির্বাসনে পাঠানোর ট্রাম্পের আদেশ বাতিল করলো ফেডারেল আপীল কোর্ট। ট্রাম্পের নীতিতে ডিপোর্টের আওতায় কোন অভিবাসী নিজ দেশে ফেরত যেতে না চাইলে ৬ ঘন্টার নোটিশে তাকে তৃতীয় দেশগুলোতে (অধিকাংশই আফ্রিকান দেশ) নির্বাসনে পাঠাতো। এসব দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে উগান্ডা, গিনি, লাইবেরিয়া

এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘের সামনে বিএনপি-আ.লীগের পাল্টাপাল্টি

আয়নায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

নিয়াজ মাহমুদ, *ফ্রান্স থেকে নিউইয়র্কে সফররত সাংবাদিক*

নিজেকে বদলাতে শিখলেই সমাজ বদলাবে, সমাজ বদলালেই বদলাবে দেশ। আর দেশ বদলালে তার প্রতিচ্ছবিও বদলাবে পৃথিবীতে। শতাধিক বছর আগে রুশ লেখক ও দার্শনিক লিও টলস্টয়ের সঙ্গে বহুল উদ্ধৃত যে কথাটি জুড়ে দেওয়া হয়- "সবাই পৃথিবী বদলানোর কথা ভাবে, কিন্তু কেউ নিজেকে বদলানোর কথা ভাবে না"- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনায় সেটি আজও যেন অস্বস্তিকরভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে দেশের সীমানা পেরিয়ে যখন সেই

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

জ্যাকসন হাইটসে আড্ডা রেষ্টুরেন্টের উদ্বোধন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে আড্ডা রেস্টুরেন্টের দ্বিতীয় শাখার শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার দোয়া ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে নতুন এ শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা

এরপর ৪৬ পৃষ্ঠায়

২৫ লাখ পরিবার বিদ্যুৎ-গ্যাস বিলে ছাড় পাবে

আজকাল রিপোর্ট

এনার্জি অ্যাফোর্ডেবিলিটি প্রোগ্রাম বা ইএপি আওতায় নতুন করে নিউইয়র্ক স্টেটে কম

বিস্তারিত ৪৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা হিসেবে খ্যাত মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে রাষ্ট্রীয় ঘোষণার মাধ্যমে জাতীয় নেতার মর্যাদা দেওয়া এখন সময়ের দাবী। তিনি এমন একজন নেতা ছিলেন যাকে

এরপর ৪৬ পৃষ্ঠায়

মা'দের বিরল সম্মান জানালো কিশোরগঞ্জ এসোসিয়েশন

আজকাল রিপোর্ট

মা এমন একটা শব্দ যা শুনলে প্রতিটি মানুষের শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। কেননা।

বিস্তারিত ৪৬ পৃষ্ঠায়

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com